কেনিয়ায় সরকার-বিরোধী বিক্ষোভ, নিহত ৩০

সারে-জমিন

পায়ে হেঁটে হজে যাচ্ছেন কাকদ্বীপের হাবিবুল্লাহ

সাধারণ

হিজবুল্লাহ ও ইসরায়েল কি সরাসরি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে

সম্পাদকীয়

মুঘল ভারতের এক রহস্যপুরুষ সারমাদ শহীদ

রবি-আসর

কোপায় কোয়ার্টারে কলম্বিয়া, বিদায়ের পথে কোস্টারিকা

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

রবিবার
৩০ জুন, ২০২৪
১৬ আষাঢ় ১৪৩১
২৩ জিলহজ, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 175 ■ Daily APONZONE ■ 30 June 2024 ■ Sunday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

টি-২০ বিশ্বসেরা ভারত

আপনজন ডেস্ক: ৩০ বলে প্রয়োজন ছিল ৩০ রান। হাইনরিখ ক্লাসেন এক ওভারেই ম্যাচটাকে নিয়ে আসেন প্রায় দক্ষিণ আফ্রিকার হাতের মুঠোয়। ভারতের করা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালের দলীয় সর্বোচ্চ ৭ উইকেটে ১৭৬ রানও তখন সহজ লক্ষ্য মনে হচ্ছিল। কিন্তু যশপ্রীত বুমরা তাদের সেই সহজ কাজটাকেই কঠিন করে তোলেন অবিশ্বাস্য বোলিংয়ে। ডেথ ওভারে ২ ওভারে মাত্র ৬ রান দিয়ে ১ উইকেট নিয়ে শেষ ওভারে সমীকরণটা কমিয়ে আনেন ১৬ রানে।

হার্দিক পান্ডিয়ার করা ওই ওভারের প্রথম বলটা ছিল ফুলটস। স্ট্রাইকে থাকা ডেভিড মিলার ঠিকঠাক মেরেছিলেনও। কিন্তু লং অফ বাউন্ডারিতে থাকা সূর্যকুমার যাদবের অবিশ্বাস্য রিলে ক্যাচে নিশ্চিত ছক্কাটাই হয়ে যায় আউট। জয় তখন উল্টো ভারতের হাতের মুঠোয়, টি-টোয়েন্টি শ্রেষ্ঠত্বের মুকুটটা আবার মাথায় উঠল বলে। শেষ ওভারে হার্দিক পান্ডিয়া সেই সুযোগ হাতছাড়া হতে দেননি। ওভারের পঞ্চম বলে কাগিসো রাবাদাকে আউট করলেন।

শেষ ওভারে মাত্র ৮ রান দিলে দক্ষিণ আফ্রিকার ইনিংস শেষ হয় ৮ উইকেটে ১৬৯ রানে। ৭ রানের জয়ে ১৭ বছর পর দ্বিতীয়বারের মতো টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের শিরোপা জিতল ভারত। প্রথম শিরোপা ২০০৭ সালে অনুষ্ঠিত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রথম আসরে। ব্যাটিংয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার ইনিংসের শুরুটা ভালো হয়নি। পাওয়ারপ্লেতেই ওপেনার রিজা হেনড্রিকস ও তিনে নামা এইডেন মার্করাম আউট হন। কুইন্টন ডি কক টিকে থাকায় তবু প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে ওঠে। ফর্মে থাকা এই বাঁহাতি ওপেনারের সৌজন্যে পাওয়ারপ্লেতে ৪২ রান তুলে ফেলে দক্ষিণ আফ্রিকা। ডি ককের কাজটা সহজ করেছেন তরুণ ট্রিস্টান স্টাবস। ক্রিজে এসেই আক্রমণাত্মক ব্যাটিং করেন তিনি। দুজনের ৩৮ বলে ৫৮ রানের জুটিতে ম্যাচে ফিরেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। নবম ওভারে এসে জুটিটা ভাঙেন প্যাটেল। ২১ বলে ৩১ রান করা স্টাবসকে বোল্ড করেন তিনি। ডি ককের ইনিংসও বড় হয়নি। অর্শদীপের করা ১৩তম ওভারে ৩১ বলে ৩৯ রান করে আউট হন এই বাঁহাতি।

হাইনরিখ ক্লাসেন ও ডেভিড মিলার অবশ্য তাঁদের অনুপস্থিতি টের পেতে দেননি। ক্রিজে এসেই দুই শ স্ট্রাইক রেটে খেলা শুরু করেন ক্লাসেন।

বিস্ফোরক ব্যাটিংয়ে বল আর রানের পার্থক্যটা কমিয়ে আনেন এক ওভারেই। প্যাটেলের করা ইনিংসের ১৫ম ওভারের আগে আগে ৩৬ বলে দক্ষিণ আফ্রিকার জয়ের জন্য দরকার ছিল ৫৪ রান। প্যাটেলের ওভারে ২টি চার ও ২টি ছক্কায় ২৪ রান নিলে সমীকরণ নেমে আসে ৩০ বলে ৩০ রানে। পরের ওভারে ২৩ বলে অর্ধশত পূর্ণ করেন ক্লাসেন।

▶ *এরপর আটের পাতায়*

১০ বছরেও কোরপান হত্যার বিচার মেলেনি, এরশাদ কি পাবেন ন্যায়বিচার?

এরশাদ হত্যার প্রমাণ লোপাট করতে সিসিটিভির ফুটেজ মুছে ফেলে ধৃতরা

আপনজন ডেস্ক: বৌবাজারের ‘উদয়ন’ হস্টেলের মধ্যে মোবাইল চোর সন্দেহে এরশাদ আলমকে আবাসিকরা পিটিয়ে মারে। সেই ঘটনায় ধৃত ১৪ জনকে শনিবার ব্যাঙ্কশাল আদালতে তোলা হলে তাদেরকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেয় আদালত। পুলিশের তরফে ১৪ দিনের হেফাজতের আবেদন করা হলেও আগামী ৪ জুলাই পর্যন্ত ধৃতদের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ মেলে আদালতের তরফ থেকে। শহর কলকাতার বুকে এভাবে চোর সন্দেহে রাস্তা থেকে তুলে এনে হস্টেলে মধ্যে হত্যা করার ঘটনায় তদন্তে নামেন কলকাতা পুলিশের হোমিসাইড বিভাগের গোয়েন্দারা। ধৃতদের প্রাথমিকভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করে চাঞ্চল্যকর তথ্য কলকাতা পুলিশের হাতে এসেছে। ধৃতেরা হলেন ঝাড়গ্রামের উমুল হাঁসদা, বাঁকুড়ার পবিত্র মুর্মু, মুর্শিদাবাদের সুবীর টুডু, ঝাড়গ্রামের হিমাংশু মাণ্ডি, জলপাইগুড়ির মনোজ সরকার, নদিয়ার প্রদীপ দাস, মালদহের কার্তিক মণ্ডল, রাজেশ কর্মকার, দক্ষিণ দিনাজপুরের রানা হেমব্রম, পশ্চিম মেদিনীপুরের শুভঙ্কর মাণ্ডি, হুগলির প্রিয়ম মণ্ডল, নদিয়ার ঋতম হালদার, কোচবিহারের শঙ্কর বর্মন এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার দূত কুমার মণ্ডল।

জানা গিয়েছে, ধৃতদের বিরুদ্ধে খুন, তথ্য প্রমাণ লোপাট, অস্ত্র আইন-সহ একাধিক ধারা দিয়েছে কলকাতা পুলিশ। হোমিসাইড বিভাগের গোয়েন্দাদের পাশাপাশি স্থানীয় মুচিপাড়া থানার তরফ থেকেও এই ঘটনায় একটি পৃথক তদন্ত চালানো হচ্ছে। ওই তদন্তের প্রক্রিয়ার মাথায় রয়েছেন কলকাতা পুলিশের ডিসি(সেন্ট্রাল)-সহ বেশ কয়েকজন অ্যাসিস্ট্যান্ট পুলিশ কমিশনার পদমর্যাদার আধিকারিক। এই ঘটনার আর কারা কারা যুক্ত রয়েছে, তাও খতিয়ে দেখছেন লালবাজারের গোয়েন্দারা। শুক্রবার রাতে ঘটনাস্থলে তল্লাশি চালিয়েছে পুলিশ। সেখান থেকে ক্রিকেট খেলার একাধিক ব্যাট উদ্ধার হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। একটি ব্যাট ভাঙা অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে।

পুলিশ সূত্রে আরও খবর, ভিম নাগ মিষ্টির দোকানের সামনে নির্মল চন্দ্রে স্ট্রিটে এরশাদ কফি কিনতে গিয়েছিলেন। তখনই স্থানীয় এক মুদি ব্যবসায়ী বলে ওঠেন, চোর যাচ্ছে। তার সেই কথা শুনে হস্টেল থেকে ছুটে আসে সেখানকার একদল আবাসিক। তারা এরশাদকে রাস্তা থেকে টেনে হিঁচড়ে তুলে নিয়ে যায় হস্টেলের মধ্যে। তার পর চলে ব্যাপক মারধর। পুলিশ এসে এরশাদকে উদ্ধার করে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। শনিবার নিহত এরশাদের ময়নাতদন্তের রিপোর্ট মিলেছে।

বেলগাছিয়ায় এরশাদের শোকাচ্ছন্ন পরিবার। (ইনসেটে) এরশাদ আলম

পূর্ণাঙ্গ তদন্ত রিপোর্ট না মিললেও পুলিশে হাতে যে প্রাথমিক রিপোর্ট এসেছে তাতে চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে আসছে। লালবাজার গোয়েন্দাদের হাতে ময়নাতদন্তের যে প্রাথমিক রিপোর্ট হাতে এসেছে সেই রিপোর্ট অনুযায়ী, যুবককে ভোতা এবং ভারী কিছু দিয়ে মাথায় বারংবার আঘাত করা হয়। তার পায়ে এবং হাঁটুতে একাধিকবার আঘাত করে দুটি পা ভেঙে দেওয়া হয়। পরে যুবকের হাত এবং বুকেও মারধর করা হয়। পুলিশের অনুমান, এরশাদের পায়ে ক্রিকেট ব্যাট দিয়ে আঘাত করায় তার পা ও হাঁটু ভেঙে গিয়েছে। তবে, হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার মধ্যে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলে এরশাদের মৃত্যু হয়েছে বলে হাসপাতালের চিকিৎসক সূত্র পুলিশকে জানিয়েছে।

অন্যদিকে, কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দারা ধৃতদের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পেরেছেন, তারা এরশাদকে মারধরের প্রমাণ লোপাট করতে সিসিটিভি ফুটেজ মুছে ফেলে দিয়েছেন। আরও জানা গেছে, ‘উদয়ন’ হস্টেলের পাশে থাকা একটি কম্পিউটার দোকানে ছিল সিসিটিভি। হস্টেলের আবাসিকরা যখন এরশাদকে হস্টেলে মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়ে মারধর করে তখন জনা কুড়ি আবাসিক এসে ওই কম্পিউটারের দোকানে হানা দেয়। তাদের মধ্যে ছিল ধৃতরাও। তারা কম্পিউটার থেকে সিসিটিভির ফুটেজ খতিয়ে দেখে। তারা সিসিটিভি ফুটেজে দেখতে পায় এরশাদকে হস্টেলে মধ্যে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। প্রমাণ লোপাট করতে তারা কম্পিউটার খুলে হার্ড ডিস্ক থেকে সেই সব সিসিটিভির ফুটেজ ডিলিট করে দেয়। ওই কম্পিউটার দোকানের মালিক নাকি আবাসিকদের এই কাণ্ডের কথা জানিয়েছেন তদন্তকারী পুলিশকেও। ফলে, এরশাদ হত্যার তথ্য প্রমাণ পাওয়া নিয়ে সমস্যা দেখা দিতে পারে। তদন্তে নেমে কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দারা হস্টেলের মধ্যে থাকা সিসিটিভির কিছু ফুটেজ সংগ্রহ করেছেন বলে জানা যাচ্ছে। তা থেকে এরশাদকে মারধরের প্রকার জানা যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। লালবাজার সূত্রের খবর, সেদিন ঠিক কী ঘটেছিল তা জানতে ধৃত আবাসিকদের প্রত্যেকের বয়ান নেওয়া হবে।

গোয়েন্দা সূত্র অনুযায়ী ধৃতদের মধ্যে ১২ জন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর পড়ুয়া এবং বাকি দু’জন প্রাক্তন ছাত্র। এই দুই প্রাক্তন ছাত্রের পরিচালনায় এরশাদকে মারধরের ঘটনা ঘটেছে বলে জানা যাচ্ছে। ধৃতদের থেকে নেওয়া বয়ান মিলিয়ে দেখা হবে কোনও অসঙ্গতি আছে কিনা। সেই বুঝে ব্যবস্থা নেওয়া যাবে বলে জানান গোয়েন্দারা।

▶ *এরপর আটের পাতায়*

প্রথম নজর

জয়নগরের স্কুলে উদ্ধার কালনাগিনী

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

আপনজন: স্কুল থেকে উদ্ধার প্রায় চার ফুটের একটি কালনাগিনী সাপ জয়নগরে,তুলে দেওয়া হলো বন দফতরের হাতে।স্থানীয় সূত্রে জানা গেল,শনিবার জয়নগর থানার পশ্চিম গাববেড়িয়া হাইস্কুলে এসে পড়ুয়াদের চোখে পড়ে তিনতলার ক্লাস রুমের বাইরে একটি বিষধর সাপ ঘুরছে।তাঁরা ভয়ে চিৎকার করলে স্কুলের শিক্ষকেরা চলে আসে সেখানে। এবং এই স্কুলের সহ শিক্ষক তথা জয়নগর ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সহকারী সভাপতি আনিসুর রহমান মোল্লা তৎক্ষনাৎ বন দফতরের আধিকারিকের সাথে যোগাযোগ করেন।এবং তাঁর পরে বন দফতরের বারুইপুর রেঞ্জের বন কর্মীরা এসে সাপটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। বন দফতর সূত্রে জানা গেল, সাপটি বিরল প্রজাতির কালনাগিনী সাপ।সচরাচর এদের দেখতে পাওয়া যায় না।তবে সাপটিকে তাঁরা নিয়ে গিয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর নরেন্দ্রপুর অভয়ারণ্যে ছেড়ে দেবে বলে জানা গেল।আর সাপটি বন দফতরের হাতে যাওয়ার পরে হাঁফছেড়ে বাঁচলেন স্কুল কর্তৃপক্ষ।

বোলপুরে উচ্ছেদ চলছেই

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: শনিবার সকাল থেকে ফের বোলপুর পৌরসভায় যে সকল ব্যবসায়ীরা সরকারি জায়গায় দোকান ঘর করেছিলেন বা সামনে জায়গা ঘিরে রেখেছিলেন। সেইসব যবর দখল জায়গাগুলি বুলডোজার দিয়ে ভেঙে ফেলা হয়। এই বুলডোজার অভিযানে উপস্থিত ছিলেন বোলপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান মাননীয়া পর্ণা ঘোষ মহাশয়া ও বোলপুরের বাইশটা ওয়ার্ডের কাউন্সিলর গণ। আজ সকালে চিত্রা মোড় থেকে শুরু করে শান্তিনিকেতনের কাছাকাছি যত্রতত্র অবৈধ ভাবে যে সকল ফুটপাত ব্যবসায়ীরা ব্যবসা করছিলেন তাদের দোকান ঘর গুলি বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়।

করণদিঘির খন্তা গ্রামে ৫ দিন বিদ্যুৎ নেই, বিক্ষোভ এলাকাবাসীর

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● করণদিঘী

আপনজন: করণদিঘি ব্লকের রসাখোয়া খন্তা গ্রামের মানুষ গত ৫ দিন ধরে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আছেন। প্রচন্ড গরমে এলাকাবাসী অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, বিশেষ করে বৃদ্ধ ও শিশুরা। বিদ্যুৎ দপ্তরের সাথে যোগাযোগ করার পরেও বিদ্যুৎ পরিষেবা পুনরায় চালু হয়নি, যা স্থানীয় জনগণের মধ্যে তীব্র অসন্তোষের জন্ম দিয়েছে।
শনিবার, গ্রামের লোকজন রসাখোয়া রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযোগ করেছেন যে, ট্রান্সফরমারটি খারাপ হয়ে গেছে এবং বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীদের বারবার ফোন করার পরেও সাড়া পাওয়া যায়নি। বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা জানিয়েছেন যে, প্রচন্ড গরমে বিভিন্ন স্থানে বিদ্যুৎ ট্রান্সফরমার বিকল হয়ে যাচ্ছে, যা বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যাহত করছে। বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা আরও জানান যে, দপ্তরের একমাত্র গাড়ি থাকার কারণে সব জায়গায় সঠিক সময়ে পৌঁছানো সম্ভব হচ্ছে না। তবে দ্রুত বিদ্যুৎ পরিষেবা পুনরায় চালু করার চেষ্টা চলছে বলে তারা আশ্বস্ত করেছেন।
গ্রামের মানুষ অবিলম্বে বিদ্যুৎ পরিষেবা চালু করার দাবি জানিয়েছেন। তারা আশা করছেন যে, বিদ্যুৎ দপ্তর দ্রুত সমস্যার সমাধান করে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা পুনরায় ফিরিয়ে আনবে।
এই পরিস্থিতিতে, গ্রামবাসীরা বিদ্যুৎ দপ্তরের থেকে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন এবং অবিলম্বে বিদ্যুৎ সরবরাহ পুনরায় চালু করার দাবিতে তাদের বিক্ষোভ চালিয়ে যাচ্ছেন।

৮ পৌরসভায় পিছিয়ে কেন, বৈঠক তৃণমূলের

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: লোকসভা নির্বাচনে মুর্শিদাবাদ জেলার ৮ পৌরসভায় ভোটের নিরিখে তৃণমূল পিছিয়ে। দিন কয়েক আগে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের পৌরসভাগুলি নিয়ে বৈঠক করেন। পৌর পরিষেবা নিয়ে যথেষ্ট কড়া নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। এবারে মুর্শিদাবাদ জেলার ৮টি পৌরসভা নিয়ে বৈঠক করলেন রাজ্যের পৌর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব জলি চৌধুরী। শনিবার দুপুরে মুর্শিদাবাদ পৌরসভা পরিচালিত নেতাজি আবাসে জেলার ৮ পৌরসভার প্রতিনিধিদের নিয়ে বৈঠক করেন তিনি। উপস্থিত ছিলেন মুর্শিদাবাদ, কান্দি ও বেলডাঙ্গা পৌরসভার পুরপ্রধান ইন্দ্রজিৎ ধর, জয়দেব ঘটক, অনুরাধা হাজরা। এছাড়াও বাকি পাঁচটি পৌরসভার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন এদিনের বৈঠকে। আগামী ৮ই জুলাই থেকে রাজ্যের প্রতিটি পৌরসভায় বাজার এলাকায় রাত্রিকালীন পরিচ্ছন্নতার কাজ শুরু করা, শনিবার-রবিবার পৌরসভার কাজ চালু রাখা সহ একাধিক পৌর পরিষেবার বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় এদিনের বৈঠকে।
মুর্শিদাবাদের পুরপ্রধান ইন্দ্রজিৎ ধর বলেন, 'আগামী ৮ই জুলাই থেকে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশমতো প্রতিটি পৌরসভা রাত্রিকালীন পরিচ্ছন্নতার কাজ এবং শনিবার ও রবিবার পৌরসভার কাজ শুরু করলেও আমরা বিলম্ব না করে আজ রবিবার থেকেই শুরু করছি সেই পরিষেবা।'

হাতে থালা,মুখে হুইসেল নিয়ে হকারদের বিক্ষোভ প্রদর্শন

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ ● বীরভূম

আপনজন: পৌরসভার নির্দেশিকা অনুযায়ী ২৮ তারিখের মধ্যে রামপুরহাটের প্রাণ কেন্দ্র পাঁচ মাথার মোড়ে ফুটপাত এর সমস্ত দোকানদাররা মালপত্র সরিয়ে নিয়েছেন। নচেৎ ২৯ তারিখে উচ্ছেদ অভিযানের কথা ছিল ডাকবাংলা মোড় থেকে কামারপট্টি হয়ে মহাজনপট্টি পর্যন্ত।কিন্তু ভোর পাঁচটা থেকেই সমস্ত হকাররা তাদের পরিবারবর্গকে নিয়ে ডাকবাংলা মোড়ে ও পাঁচ মাথায় মোড়ে জমায়েত হয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন শুরু করেন। তাদের দাবি রুটি রুজি বন্ধ তথা পেটের ভাত বন্ধ করা চলবে না। বিকল্প ব্যবস্থা না করে ফুটপাত উচ্ছেদ করতে দেব না। তাই তারা জেসিবি মেশিন ও ইলেকট্রিক অফিসের গাড়ি ঘুরিয়ে দেয়। তারপর আন্দোলন শুরু করে যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের দাবি মানা না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা এ আন্দোলন চালিয়ে যাবে বলে জানান। প্রথমে ডাকবাংলা মোড় থেকে তৃণমূল পার্টি অফিস হয়ে স্টেট ব্যাংক হয়ে কোর্টের গলি হয়ে মিছিল করে পাঁচ মাথায় অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করেন। এবং সকাল দশটার সময় এসডিও অফিসের সামনে তারা অনশনে বসবেন বলেও হুমকি দেন। রামপুরহাট শহর জুড়ে ফুটপাতে বসবাসকারী ব্যাবসায়িক থেকে ছোট বড় সব ধরনের দোকান ও ছোট ব্যবসায়ী ও হকারদের উচ্ছেদের প্রতিবাদেই শনিবার বীরভূমের রামপুরহাট শহরের ডাকবাংলা মোড়ে সকল ব্যবসায়ী রং তথা রাজনৈতিক দল ভুলে একসাথে বিক্ষোভ প্রদর্শনে সামিল হতে দেখা যায় । তাদের দাবি দীর্ঘদিন ধরে ব্যবসা করার পর এই উচ্ছেদ আমরা মানছি না। যে কোন উপায়ে এই উচ্ছেদ অভিযান আমরা মানবো না, তার জন্য যা করতে হয় আমরা করবো। এছাড়াও আওয়াজ ওঠে যে রামপুরহাট শহরে স্টেট ব্যাংক এর পাশে সরকারি জায়গায় তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয় রয়েছে। সেই কার্যালয় উচ্ছেদ না করে ফুটপাতে বসবাসকারী ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদ মানছিনা, মানবনা। এই দাবিতে বীরভূমের রামপুরহাট বাস স্ট্যান্ড থেকে হাতে থালা বাসন এবং মুখে হুইসেল বাঁশি বাজিয়ে মিছিল করে পাঁচমাথা মোড়ে বসে ক্ষনিকের জন্য অবস্থান বিক্ষোভের পর মিছিলটি শহরের দিকে বেরিয়ে যায়।সরকারি জায়গায় অবৈধভাবে দখল করে থাকা তৃনমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয় অক্ষত অবস্থায় রেখে হকারদের উচ্ছেদ সম্পর্কে বিক্ষোভ প্রদর্শনের পর সিপিআইএম বীরভূম জেলা সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য সঞ্জীব বর্মন এবং জাতীয় কংগ্রেসের জেলা সভাপতি তথা প্রাক্তন বিধায়ক মিল্টন রশিদ তৃনমূল কংগ্রেস ও অভিষেক ব্যানার্জী কে একহাত নেন।

বিএসএফের বিধি নিষেধে ক্ষতির মুখে কৃষক, প্রতিবাদে রাস্তা অবরোধ

এম মেহেদী সানি ● বনগাঁ

আপনজন: সীমান্তবর্তী এলাকার বাসিন্দাদের সঙ্গে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর দ্বন্দ্ব বরাবরের। শনিবার উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার গাইঘাটার আংরাইল সীমান্ত এলাকায় কৃষকের ফসল তুলতে বাঁধা দেওয়ার অভিযোগ তুলে সরব হলেন কৃষকেরা। মাঠ থেকে ফসল তুলে আনতে দিচ্ছে না বিএসএফ। ফলে মাঝেমধ্যে ফসল নষ্ট হয়ে ক্ষতির মুখে পড়ছে কয়েক হাজার কৃষকেরা।
গাড়ি ব্যবহারে হঠাৎ হঠাৎ নিষেধাজ্ঞা জারি করায় অন্যান্য হাটে যেতে সমস্যা হয়ে পড়ছে কৃষকেরা। বিএসএফের বিরুদ্ধে এমনই অভিযোগ এনে আংরাইল বাজারে রামনগর রোড অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করে গ্রামের বাসিন্দারা। মহিলারাও সামিল হয় বিক্ষোভ আন্দোলনে। স্থানীয়দের বক্তব্য, শনি মঙ্গলবার এলাকায় হাট বসে। হাটবারে কৃষকরা মাঠে থেকে ফসল তুলে হাটে নিয়ে এসে বিক্রি করে। অভিযোগ, মাঝেমধ্যেই বিএসএফ মাঠের থেকে ফসল আনতে বাধার সৃষ্টি করে। অবরোধকারীদের কথায়, শনিবার সকালে হঠাৎই বিএসএফের পক্ষ থেকে জানানো হয় গাড়িতে করে সবজি নিয়ে যাতায়াত করা যাবে না। ফলে মাঠে কয়েকশ কেজি সবজি নিয়ে শতাধিক কৃষক সমস্যায় পড়ে। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিএসএফের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা, অন্যদিকে গাইঘাটা থানার পুলিশ। পরে পুলিশি তৎপরতায় অবরোধ উঠে গেলেও গাইঘাটা থানার পুলিশের পক্ষ থেকে চাষীদেরকে আশ্বস্ত করা হয়, পুলিশি মধ্যস্থতায় সমস্যাগুলি নিয়ে খুব দ্রুত বিএসএফের সঙ্গে এলাকাবাসীর একটি বৈঠক করে সমস্যাগুলি সমাধানের চেষ্টা করা হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

আতঙ্কে ডোমজুড়ের স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: আসানসোলের পর গত ১১ জুন হাওড়া ডোমজুড়েও সোনার দোকানে ভয়াবহ ডাকাতির ঘটনা ঘটেছিল। ডোমজুড়ের সেই ডাকাতির ঘটনায় এখনও পর্যন্ত অভিযুক্তরা অধরা। আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা।
কিছুদিন যাবৎ তাঁদের সন্দেহ এলাকায় বেশ কয়েকটি সোনার দোকানে ফের রেইকি করছে দুষ্কৃতীরা। সিসিটিভি ফুটেজ ঘেঁটে তারা বুঝতে পারেন আবারও ডাকাতির উদ্দেশ্যে প্রায় ৫-৬টি দোকানে চলছে সেই রেইকির কাজ। এরপর সমস্ত সোনার ব্যবসায়ীরা থানার সহযোগিতা নিয়ে শনিবার সিসিটিভি ফুটেজ অনুসন্ধানের কাজে নামেন। এই ঘটনায় ফের আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

তৃণমূলের জোর প্রচার বাগদা উপনির্বাচনে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বাগদা

আপনজন: বাগদা বিধানসভার বিধায়ক বিশ্বজিৎ দাস বিধায়ক পদ থেকে পদত্যাগ করে বনগাঁ লোকসভায় দাঁড়ানোয় বাগদা বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচনের দরকার হয়ে পড়ে। আগামী ১০ জুলাই সেই উপনির্বাচন। বাগদা বিধানসভা উপনির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী মধুপর্ণা ঠাকুরের সমর্থনে কর্মীসভায় হাজির ছিলেন রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সুব্রত বক্সী,সাংসদ পার্থ ভৌমিক,রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ,জেলা পরিষদের সভাধিপতি তথা বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামী, সাংসদ মমতাবালা ঠাকুর, রাজ্য সহ সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার, বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস,বিধায়ক রহিমা মন্ডল, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ, ব্লক সভাপতি পরিতোষ কুমার সাহা,নিলীমেষ দাস সহ স্থানীয় নেতৃত্বরা।

১২ লক্ষ টাকা ব্যয়, তবু জল না মেলায় ক্ষোভ

উম্মার সেখ ● কান্দি

আপনজন: গ্রামবাসীদের জন্য তৈরি হওয়া জল প্রকল্প তৈরি হলেও মেলেনি জল। ক্ষুব্ধ বড়ঞা ব্লকের বেলগ্রামের বাসিন্দারা। ১২ লক্ষ টাকা ব্যয় নির্মিত প্রকল্পের কাজ ভোটের তিন মাস আগে শুরু হলেও আজও অসম্পূর্ণ। পরিষেবা না পেয়ে ক্ষুব্ধ মুর্শিদাবাদের বড়ঞা ব্লকের বিপ্রশেখর গ্রাম পঞ্চায়েতের বেলগ্রামের বাসিন্দারা।
পানীয় জলের সমস্যা ছিল বহুদিনের সেই সমস্যা ভোটের আগে সমাধান করেছিলেন তৎকালীন সাংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরী কিন্তু তা আজও হয়নি সম্পূর্ণ। গ্রামবাসীদের দাবি স্বাধীনতার পর থেকেই গ্রামে পানীয় জলের সংকট আর সেই সংকট নিরশনে তৎকালীন সাংসদ এই ব্যবস্থাপনা উদ্যোগ নিলেও তা সম্পূর্ণ না হওয়ায় ব্যাপক সমস্যা শিকার হয়ে দিন কাটাতে হচ্ছে গ্রামের বাসিন্দাদের যদিও এ ঘটনায় স্থানীয় কংগ্রেস নেতৃত্বের দাবি নির্বাচনের কারণে ঠিকাদার সংস্থা কিছুদিন কাজ বন্ধ রেখেছিল তবে অসম্পূর্ণ হওয়া কাজ অতি দ্রুত সম্পূর্ণ হবে যদিও কংগ্রেসের বর্তমানে পরাজয় ও এই ঘটনা নিয়ে বহরমপুরের প্রাক্তন সাংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরী ও কংগ্রেসকে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি স্থানীয় শাসক দলের নেতৃত্ব।

নতুন টোটো ইউনিয়ন গঠন ও আলোচনা সভা শ্রমিক ইউনিয়নের

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: তৃণমূল কংগ্রেস শ্রমিক সংগঠনের জলঙ্গী ব্লকের দক্ষিণ জোন ব্লক সভাপতি ফিরোজ আহম্মেদ এর উপস্থিতে প্রায় দুশো টোটো গাড়ির চালক নিয়ে তাদের গাড়ি চালানোর দিকনির্দেশনা ও নিয়ম দেওয়া হয় এদিনের আলোচনা সভা থেকে। আলোচনা শেষে সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতি, সহ-সভাপতি, সম্পাদক সহ-সম্পাদক এবং কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত করা হয় টোটো ইউনিয়নের পক্ষ হইতে ।
শ্রমিক সংগঠনের ব্লক সভাপতি ফিরোজ আহমেদ নবনির্বাচিত টোটো ইউনিয়নের সভাপতি, সম্পাদকদের নাম ঘোষণা করেন। টোটো ইউনিয়নের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন জেকের আলী মন্ডল,সহ সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন দু জন ভাদু মন্ডল,সেলিম মন্ডল। সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন শাহারুল মন্ডল, সম্পাদক দুজন হয়েছেন রিংকু মন্ডল ও সুমন মোল্লা।কোষাধ্যক্ষ হয়েছেন হাদিউল মন্ডল। ব্লক সভাপতি আরো বলেন এই কমিটি আগামীতে টোটো ইউনিয়ন পরিচালনা করবেন।
তার সঙ্গে কিভাবে টোটো ইউনিয়ন কে আরো শক্তিশালি করা যায় সেই বিষয়ে নজর দিবে এবং কাজ করবে । আর কি কি বলেন শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি ফিরোজ আহম্মেদ তিনি আরো বলেন পুলিশ প্রশাসনের সহযোগিতায় এবটি সুনির্দিষ্ট নিয়ম নীতি বানিয়ে প্রত্যেক টোটো চালক কে দেওয়া হবে সেই অনুযায়ী টোটো চালাতে হবে ।
কারণ পুলিশরা আপনাকে আমাকে এবং প্রত্যেক নাগরিক কে ভালো রাখতে কাজ করে। তাদের কে সহযোগিতা করে আগামীতে রাস্তায় টোটো চলবে । টোটো চালক ভাইদের যেমন রুজির প্রশ্ন তেমনি পুলিশ প্রশাসনের ল এন্ড অডার। সব দিক বজায় রেখে আগামীতে চলতে হবে ।

ভোরের আলো ফুটতেই চলল বুলডোজার

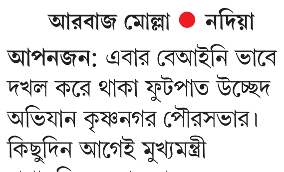

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: এবার বেআইনি ভাবে দখল করে থাকা ফুটপাত উচ্ছেদ অভিযান কৃষ্ণনগর পৌরসভার। কিছুদিন আগেই মুখ্যমন্ত্রী প্রশাসনিক সভায় রাজ্যের সমস্ত পৌরসভাকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছিলেন বেআইনিভাবে দখল করে রাখা ফুটপাত দখল মুক্ত করতে হবে। যে সমস্ত মানুষজন বেআইনিভাবে ফুটপাতের ওপর দখলদারি করে ব্যবসা করছে তাদেরকে সেখান থেকে সরিয়ে দেওয়ার কথা জানিয়েছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। তাই শনিবার ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই বুলডোজার দিয়ে কৃষ্ণনগর পৌরসভা এলাকার বিভিন্ন জায়গায় হকার উচ্ছেদ অভিযানে নামল কৃষ্ণনগর পৌরসভা । এদিন দুটি বুলডোজার সঙ্গে নিয়ে প্রথমে কৃষ্ণনগর জেলা পরিষদের সামনে দখল করে রাখা বিভিন্ন জায়গা পরবর্তীতে কৃষ্ণনগর পুলিশ লাইন চত্বর এবং তারপর কৃষ্ণনগর ডিএম অফিসের সংলগ্ন জায়গা তত সহ পুলিশ সুপারের অফিসের পাশে ফুটপাতের ওপর দখল করে রাখা বেআইনি দোকান উচ্ছেদ করতে উদ্যোগী হল কৃষ্ণনগর পৌরসভা। পুলিশ জেলার ডিএসপি এবং কৃষ্ণনগর থানার আইসির নেতৃত্বে এই হকার উচ্ছেদ অভিযান চলে।

স্নান করতে গিয়ে জলে তলিয়ে গেল ৩ স্কুলছাত্র

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মালদা

আপনজন: স্কুল ছুটির পর গঙ্গায় স্নান করতে গিয়ে জলে তলিয়ে গেল ৩ স্কুল ছাত্র। ঘটনার পর থেকে উদ্ধার কাজে নামেন স্থানীয়রা। উদ্ধার কাজে নামানো হয় বিপর্যয় মোকাবিলা দলের কর্মীদেরও। শনিবার বিকেল পর্যন্ত গঙ্গায় নিখোঁজ ছাত্রদের উদ্ধার করা সম্ভব হয় নি। রাতেও উদ্ধার কাজ চলবে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট ব্লকের বিডিও সুকান্ত সিকদার। ঘটনাটি বৈষ্ণবনগর থানার বীরনগর এলাকার। নিখোঁজ ছাত্ররা বীরনগর উচ্চ বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্র। গঙ্গা সংলগ্ন বীরনগর উচ্চ বিদ্যালয়। তীব্র গরমের জন্য এখন স্কুল সকালে পঠন-পাঠন হচ্ছে। এদিন সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ স্কুল ছুটির পর ৮ ছাত্র গঙ্গায় স্নান করতে নামে। গঙ্গার পাড়ে তারা কেউ কেউ স্কুলের পোশাক খুলে রাখে। ৩ ছাত্র আগেই স্নান করে উঠে যায়। বাকি ৫ ছাত্রের জলে তলিয়ে যাওয়ার উপক্রম হলে কয়েক জন শ্রমিক এসে ২ ছাত্রকে উদ্ধার করলেও বাকি ৩ ছাত্র মুহূর্তে জলে তলিয়ে যায়। গঙ্গার পাড়ে ওই সময় ছাই ফেলার কাজ করছিলেন শ্রমিকরা। নিখোঁজ ছাত্রদের নাম আকাশ মণ্ডল, তুষার সাহা ও কৃষ্ণ সাহা। সংশ্লিষ্ট থানার পুরাতন ১৭ মাইল এলাকায় বাড়ি তাদের। ঘটনার খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসেন স্থানীয় প্রাক্তন বিধায়ক স্বাধীন সরকার। ছুটে আসেন বীরনগর উচ্চ বিদ্যালয়ের ছুটে আসেন শিক্ষক-শিক্ষিকারা। শিক্ষক মোক্তার হোসেন জানান, 'এদিন শনিবার বলে তাড়াতাড়ি ছুটি হয় স্কুল। ছুটির পর কয়েকজন ছাত্র গঙ্গায় স্নান করতে গিয়ে ৩ ছাত্র তলিয়ে যায়। আমরা ঘটনার খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসি এবং থানা-সহ অন্যান্য জায়গায় খবর দেওয়ার ব্যবস্থা করি।'

রাইস মিল অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে দুই নয়া সাংসদকে সংবর্ধনা

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: পূর্ব বর্ধমানের রাইস মিল অ্যাসোসিয়েশন ধান থেকে চাল উৎপাদন করে গোটা জেলা রাজ্য এমনকি দেশে মানুষের কাছে খাদ্য পৌঁছাচ্ছে । করণার সময় যেভাবে তারা কাজ করেছে সরকারিভাবে তারা প্রশংসিত হয়েছে। লকডাউনের সময় চালু উৎপাদনে ব্যাঘাত ঘটতে দেয়নি। এই সংস্থা সারা বছর ধরে মানুষের পাশে থাকে। কখনো টিবি রোগীদের পুষ্টিকর খাদ্য বিতরণ, অসহায় দুস্থদের বস্ত্র বিতরণ ,খাবার বিতরণ , রক্তদান শিবির সহ বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডে যুক্ত থাকে । বর্ধমান জেলার রাইস মিলস এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে অ্যাসোসিয়েশনের সভাকক্ষে একটি সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মূলত উক্ত সম্বর্ধনা সভায় নবনির্বাচিত লোকসভার সাংসদ কীর্তি আজাদ ঝা বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্র এবং সাংসদ ডক্টর শর্মিলা সরকার বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্র থেকে জয় যুক্ত হওয়া দুই সাংসদ কে সম্মাননা জানানো হয়।তাদেরকে বরণের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান কর্মসূচি শুরু করা হয়, চন্দনের ফোঁটা, গোলাপের মালা, উত্তরীয় পরিয়ে এই সংগঠন বরণ করে নেই । সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার, তৃণমূল জেলা সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি, বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাস সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এই মঞ্চ থেকে মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার রাইস মিল এসোসিয়েশনের ভুয়সী প্রশংসা করেন । তিনি বলেন এই সংগঠন সারা বছর ধরে মানুষের পাশে থেকে কাজ করে আমি একজন কৃষক পরিবারের সন্তান হয়ে এই সংস্থার ডাকে বার বার উপস্থিত হয়। কেন্দ্রের জনবিরোধী নীতি রাইস মিল শিল্পকে ধ্বংস করে দিচ্ছে ।কেন্দ্র সরকার চাল উৎপন্ন না করে সরাসরি ধান রপ্তানি করছে নেপালে যাতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এই রাইস মিল গুলি। সংগঠনের সভাপতি আব্দুল মালেক বলেন রাইস মিল শিল্প ধুঁকছে ।কেন্দ্রের জনবিরোধী নীতি সম্ভাবনাময় এই শিল্পকে ক্ষতির দিকে ঠেলে দিচ্ছে। দুই সাংসদকে অনুরোধ করবো তারা এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন সাংসদে ।

প্রথম নজর

ইসরায়েলের সিদ্ধান্তে সৌদি আরবের নিন্দা

আপনজন ডেস্ক: সৌদি আরব শনিবার অধিকৃত পশ্চিম তীরে বসতি বাড়ানোর ইসরায়েলের নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্তের নিন্দা করেছে।
সৌদি প্রেস এজেন্সি প্রচারিত এক বিবৃতিতে সৌদি আরবের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে, ‘সৌদি আরব আন্তর্জাতিক আইনের চলমান ইসরায়েলি লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে কঠোরভাবে আপত্তি জানাচ্ছে।’ মন্ত্রণালয় সতর্ক করে বলেছে, “যদি ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ বসতি সম্প্রসারণ পরিকল্পনা চালিয়ে যায়, তবে এর ‘ভয়াবহ পরিণতি’ হতে পারে।”
এর আগে ইসরায়েলের কট্টরপন্থী অর্থমন্ত্রী বৃহস্পতিবার ঘোষণা করেন, তার সরকার পশ্চিম তীরের বসতি সম্প্রসারণ ও ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
আন্তর্জাতিক মঞ্চে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনিদের কার্যক্রমের প্রতিক্রিয়া হিসেবে এসব ব্যবস্থা নেওয়া হবে।একজন জ্যেষ্ঠ ফিলিস্তিনি কর্মকর্তা ইসরায়েলের এই পদক্ষেপের সমালোচনা করে বলেছেন, এটি ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে ‘গণহত্যার যুদ্ধ’ চালানোর লক্ষ্যে নেওয়া হয়েছে।

সার্বিয়ায় ইসরায়েলি দূতাবাসের বাইরে তীর-ধনুকের হামলা, হতাহত ২

আপনজন ডেস্ক: সার্বিয়ার রাজধানী বেলগ্রেডে অবস্থিত ইসরায়েলি দূতাবাসের বাইরে শনিবার তীর-ধনুক দিয়ে হামলা হয়েছে। এতে এক পুলিশ সদস্য আহত এবং হামলাকারী নিহত হয়েছেন।
দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আইভিকা ড্যাসিক সাংবাদিকদের হামলার তথ্য নিশ্চিত করে বলেন, পুলিশ হামলাকারীকে গুলি করে হত্যা করেছে। তবে তাকে এখনো শনাক্ত করা যায়নি।
ওই ব্যক্তি পুলিশ সদস্যর ঘাড়ে আঘাত করেছিলেন। হামলার পর ওই পুলিশ সদস্যকে অস্ত্রপচারের জন্য হাসপাতালে নেওয়া হয়। তার অবস্থা আশঙ্কাজনক।
সার্বিয়ার সম্প্রচারমাধ্যম বি৯২ ড্যাসিককে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছে, হামলাকারী স্থানীয় সময় সকাল ১১টার দিকে ইসরায়েলি দূতাবাসের সামনে একটি ছোট ভবনের কাছে গিয়েছিলেন।
সেখানে তিনি যাদুঘর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন বলে জানা গেছে। এরপর ওই হামলাকারী ভবনটির দরজা খুলে তীর-ধনুক দিয়ে পুলিশ সদস্যকে আঘাত করেন। তখন ওই পুলিশ সদস্য লোকটিকে লক্ষ্য করে পাল্টা গুলি করেন। এর প্রায় আধ ঘন্টা পর লোকটি মারা যান।
মামলাটি বিশেষ প্রসিকিউটরদের তত্ত্বাবধানে নেওয়া হয়েছে এবং সতর্কতামূলক ব্যবস্থা আরো কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।
এদিকে ইসরায়েলের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, হামলার সময় দূতাবাস বন্ধ ছিল এবং তাদের কোনো কর্মী আহত হননি।
বেলগ্রেডের এ রকম হামলা প্রথম নয়। এর আগেও ইসরায়েলি দূতাবাসে হামলার চেষ্টা হয়েছে। ৭ অক্টোবর দক্ষিণ ইসরায়েলে হামাসের হামলার পর ইসরায়েল গাজা উপত্যকায় যুদ্ধ শুরু করার পর থেকে ইসরায়েলি দূতাবাসগুলোর ওপর একাধিকবার হামলাচেষ্টা হয়েছে।

কেনিয়ায় সরকার-বিরোধী বিক্ষোভ, নিহত ৩০

আপনজন ডেস্ক: আফ্রিকার ভারত মহাসাগর উপকূলবর্তী দেশ কেনিয়ায় সরকারবিরোধী বিক্ষোভে এখন পর্যন্ত অন্তত ৩০ জন নিহত হয়েছেন। চলতি সপ্তাহে কর বাড়ানোর বিতর্কিত আর্থিক বিল পাসের প্রতিবাদে কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবিসহ সারা দেশে ব্যাপক সহিংস বিক্ষোভ করেন কয়েক হাজার মানুষ। আর সে সময়ই এই প্রাণহানির ঘটনা ঘটে। জানা গেছে, বিতর্কিত আর্থিক বিলটি পাসের পরই সংসদ ভবন প্রাঙ্গণে ঢুকে পরে বিক্ষোভকারীরা। সে সময় সংসদ সদস্যরা বেসমেন্টে আশ্রয় নেন। শুধু রাজধানী নাইরোবি নয়, নতুন বিলের বিরুদ্ধে দেশজুড়েই বিক্ষোভ হচ্ছে। কারণ এই বিলের মাধ্যমে ট্যাক্স বাড়ানো হয়েছে।
হিউম্যান রাইটস ওয়াচ মনিটর এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, কেনিয়ার নিরাপত্তা বাহিনী ২৫ জুন (মঙ্গলবার) বিক্ষোভকারীদের ভিড়ের ওপর সরাসরি গুলি করে। এমনকি পালিয়ে যেতে উদ্যত হওয়া বিক্ষোভকারীদের ওপর পুলিশ গুলি চালিয়েছিল।
এ সময় নিহতের সংখ্যা উল্লেখ করে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের আফ্রিকা চ্যাপ্টারের পরিচালক ওতসিয়েনো নামওয়ায়া বলেছেন, ‘প্রতিবাদকারীরা পালানোর সময় ন্যায্যতা ছাড়াই সরাসরি ভিড়ের ওপর গুলি করা কেনিয়ার ও আন্তর্জাতিক আইনের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।’
প্রসঙ্গত, কেনিয়ার ঋণের বোঝা হালকা করার প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে ২৭০ কোটি ডলার আয়ের লক্ষ্যে নতুন আর্থিক বিল করতে চায় সরকার। দেশটির বার্ষিক রাজস্বের ৩৭ শতাংশই চলে যায় ঋণ শোধ করতে। রুটি, রান্নার তেল, গাড়ির মালিকানা এবং আর্থিক লেনদেনের ওপর প্রস্তাবিত নতুন কর বাতিলের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সরকার ইতিমধ্যে কিছু ছাড় দিয়েছে। কিন্তু প্রতিবাদকারীদের সন্তুষ্ট করার জন্য তা যথেষ্ট ছিল না। তারা চায়, পুরো বিলটিই বাতিল করা হোক।

ইসরায়েলকে ২০০০ পাউন্ডের হাজার হাজার বোমা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র

আপনজন ডেস্ক:গাজায় যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে বাইডেন প্রশাসন ইসরায়েলে বিপুল সংখ্যক অস্ত্রশস্ত্র পাঠিয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে ১০ হাজারের বেশি অত্যন্ত বিধ্বংসী ২০০০-পাউন্ড বোমা এবং হাজার হাজার হেলফায়ার মিসাইল। দুই মার্কিন কর্মকর্তা অস্ত্র চালানের নতুন একটি তালিকা সম্পর্কে জানিয়েছেন।
এ বিষয়ে প্রকাশ্যে কথা বলার অনুমোদন নেই এমন কর্মকর্তারা রয়টার্সকে জানিয়েছেন, গত অক্টোবরে গাজা যুদ্ধের শুরু এবং সাম্প্রতিক দিনগুলোতে যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলে কমপক্ষে ১৪ হাজারটি ২০০০ পাউন্ডের এমকে-৮৪ বোমা, সাড়ে ৬ হাজার রাউন্ড ৫০০ পাউন্ডের বোমা, ৩০০০ হেলফায়ার প্রিসিশন গাইডেড এয়ার টু গ্রাউন্ড মিসাইল, এক হাজার বাংকার বাস্টার বোমা, ২ হাজার ৬০০টি এয়ার ড্রপড বোমা এবং অন্যান্য অস্ত্র পাঠিয়েছে।
যদিও কর্মকর্তারা বলেননি কবে এসব চালান করা হয়েছে, তবে অস্ত্রের মোট সংখ্যা থেকে এটি স্পষ্ট যে, অস্ত্র সরবরাহ সীমিত করার আন্তর্জাতিক আহ্বান এবং সম্প্রতি মার্কিন প্রশাসনের ইসরায়েলের জন্য শক্তিশালী বোমার একটি চালান স্থগিত করার সিদ্ধান্ত সত্ত্বেও মিত্রদের জন্য মার্কিন সামরিক সহায়তা সরবরাহে উল্লেখযোগ্য কোনো বিরতি দেওয়া হয়নি।
সেন্টার ফর স্ট্র্যাটেজিক অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজের অস্ত্র বিশেষজ্ঞ টম কারাকো বলেছেন, ‘যদিও একটি বড় সংঘাতে এই সংখ্যক অস্ত্র তুলনামূলকভাবে দ্রুতই শেষ হয়ে যেতে পারে, তবে এই তালিকাটি স্পষ্টভাবে ইসরায়েলি মিত্রদের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনকেই প্রতিফলিত করে।’
তিনি আরো বলেন, ‘ তালিকাভুক্ত অস্ত্রশস্ত্রগুলো ইসরাইল হামাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বা হিজবুল্লাহর সঙ্গে সম্ভাব্য সংঘর্ষে ব্যবহার করবে।’ সরবরাহকৃত অস্ত্রের এই সংখ্যা নিয়ে করা প্রতিবেদনে গাজা যুদ্ধের শুরু থেকে ইসরায়েলে পাঠানো অস্ত্রের সর্বশেষ ও বিস্তৃত পরিসংখ্যান রয়েছে।
হোয়াইট হাউস এ বিষয়ে রয়টার্সকে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হয়নি। ওয়াশিংটনে ইসরায়েলের দূতাবাসও তাৎক্ষণিকভাবে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হয়নি।
মার্কিন কর্মকর্তাদের একজন বলেছেন, গাজা সংঘাত শুরু হওয়ার পর থেকে ইসরায়েলে পাঠানো অস্ত্রের একটি বড় তালিকার অংশ এই চালান।
বাইডেন প্রশাসনের একজন সিনিয়র কর্মকর্তা বুধবার সাংবাদিকদের বলেছেন, ওয়াশিংটন ৭ অক্টোবর থেকে ইসরায়েলে ৬.৫ বিলিয়ন মূল্যের অস্ত্র পাঠিয়েছে।
সাম্প্রতিক সময়ে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু দাবি করেছেন, ওয়াশিংটন অস্ত্র সরবরাহ আটকে রেখেছে। এ কথা বারবার অস্বীকার করেছেন মার্কিন কর্মকর্তারা। তবে অস্ত্রের চালান পাঠানোয় কিছু ‘বাধা’র কথা স্বীকার করেছে তারা। বাইডেন প্রশাসন গাজার ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় শক্তিশালী বোমার পরিণতির কথা ভেবে ২০০০ পাউন্ড বোমার একটি চালান স্থগিত করে। তবে মার্কিন কর্মকর্তারা জোর দিয়ে বলেছেন, অন্যান্য সব অস্ত্র সরবরাহ অব্যাহত রয়েছে।
একটি ২০০০-পাউন্ড বোমা পুরু কংক্রিট এবং ধাতু ভেদ করে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ব্যাসার্ধ তৈরি করতে পারে। বৃহস্পতিবার রয়টার্স জানিয়েছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলের সঙ্গে রাফাহতে সামরিক অভিযান নিয়ে উদ্বেগের কারণে মে মাসে বড় বোমার একটি চালান স্থগিত করে। বিষয়টি প্রকাশের পর আবার আলোচনা শুরু হয়।মার্কিন কর্মকর্তাদের একজন বলেছেন, পেন্টাগনের নিজস্ব মজুদে পর্যাপ্ত পরিমাণে অস্ত্র রয়েছে।

লেবানন সীমান্তে ইসরায়েলের সেনা সমাবেশ শুরু!

আপনজন ডেস্ক: গত কয়েক মাস ধরে হিজবুল্লাহর এসব হামলার তীব্রতা আরও বেড়েছে। হিজবুল্লাহ যেন সীমান্ত এলাকায় আর হামলা না চালাতে পারে সেজন্য তাদের বিরুদ্ধে পূর্ণমাত্রার যুদ্ধের হুমকি দিয়ে আসছে দখলদার ইসরায়েল। এ নিয়ে বর্তমানে বেশ উত্তেজনা বিরাজ করছে।
এরইমধ্যে ইরান-সমর্থিত সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহর সঙ্গে যুদ্ধের আশঙ্কার মধ্যে এবার লেবানন সীমান্তে সেনা সরিয়ে নেয়া শুরু করেছে ইসরায়েল। পূর্ণমাত্রায় যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসেবে দেশটির সেনাবাহিনী এরই মধ্যে তাদের সামরিক মহড়ার ভিডিও প্রকাশ করেছে। বৃহস্পতিবার ইসরায়েলি গণমাধ্যম এ খবর দিয়েছে।
ইসরায়েলি সেনাবাহিনী বিবৃতিতে বলেছে, গোলানি ব্রিগেডের ১২তম ব্রিগেড যুদ্ধ পরিস্থিতিতে লড়াইয়ের অনুকরণে একটি মহড়া চালিয়েছে। সেনাবাহিনীর ৫৫তম রিজার্ভ প্যারাট্রুপারস ব্রিগেডও সামরিক মহড়া চালিয়েছে। সেখানে যুদ্ধের পরিস্থিতি অন্তর্ভুক্ত ছিল, যার মধ্যে ছিল জটিল ভূখণ্ডে চলাচল ও পার্বত্য পথে অগ্রসর হওয়া।
মার্কিন গোয়েন্দারা জানিয়েছেন, জেরুজালেম ও হামাস গাজায় যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে পৌঁছাতে ব্যর্থ হলে আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ইসরায়েল ও হিজবুল্লাহর মধ্যে বড় ধরনের সংঘর্ষ শুরু হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।
এদিকে, গাজায় বোমা হামলা অব্যাহত রেখেছে ইসরায়েলি বাহিনী। দক্ষিণাঞ্চলীয় রাফা শহরের কাছে আল-মাওয়াসিতে বাস্তুচ্যুত লাখো ফিলিস্তিনি আশ্রয় নিয়েছে।

দ্বিতীয় দফায় গড়ালো ইরানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন

আপনজন ডেস্ক: ইরানে অনুষ্ঠিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ভোট গণনা শেষ হয়েছে। ভোটের ফলে সংস্কারপন্থী প্রার্থী মাসুদ পেজেশকিয়ান এগিয়ে থাকলেও প্রেসিডেন্ট হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ৫০ শতাংশ ভোট পাননি তিনি। তাই দেশটির প্রেসিডেন্ট নির্বাচন এখন দ্বিতীয় দফায় গড়িয়েছে।
বার্তা সংস্থা তাসনিম নিউজ এজেন্সির খবর অনুযায়ী, আগামী শুক্রবার (৫ জুলাই) দ্বিতীয় দফার নির্বাচনের ভোট হবে।
শনিবার (২৯ জুন) ইরানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ভোট গণনা শেষ হয়েছে। সংস্কারপন্থী প্রার্থী মাসুদ পেজেশকিয়ান এবং ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনেয়ির ঘনিষ্ঠ সাইদ জালিলি যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছেন।
ইরানের নির্বাচন কমিশনের মুখপাত্র নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করে বলেছেন, নির্বাচনে মোট ২ কোটি ৪৫ লাখ ৩৫ হাজার ১৮৫ ভোট পড়েছে। ভোটের হার ৩৯ দশমিক ৯২ শতাংশ।
ঘোষিত ফলাফল অনুযায়ী, মাসুদ পেজেশকিয়ান পেয়েছেন এক কোটি ৪ লাখ ১৫ হাজার ৯৯১ ভোট, যা মোট ভোটের ২৪ দশমিক ৪৫ শতাংশ। আর জালিলি পেয়েছেন ৯৪ লাখ ৭৩ হাজার ২৯৮ ভোট, যা মোট ভোটের ৩৮ দশমিক ৬১ শতাংশ। এ ছাড়া পার্লামেন্ট স্পিকার মোহাম্মদ বাঘের গালিবাফ ১৩ দশমিক ৭৮ শতাংশ এবং কট্টরপন্থী মোস্তফা পুর মোহাম্মদি শূন্য দশমিক ৮৪ শতাংশ ভোট পেয়েছেন।
এর আগে হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় নিহত ইরানের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসির উত্তরসূরি বাছাইয়ে শুক্রবার (২৮ জুন) আগাম নির্বাচনের ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের জন্য ছয়জনকে প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দেয় গার্ডিয়ান পরিষদ। পরে দুই কট্টরপন্থী নিজেদের প্রার্থিতা প্রত্যাহার করলে শেষ পর্যন্ত নির্বাচনের মাঠে লড়াই করেন চার প্রার্থী।
ইরানের নিয়ম অনুযায়ী নির্বাচনে কোনো প্রার্থী যদি নূন্যতম ৫০ শতাংশ ভোট না পান, তবে নির্বাচন দ্বিতীয় দফায় গড়াবে। প্রথম দফার নির্বাচনে প্রথম ও দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা দুই প্রার্থীর মধ্যে লড়াই হবে তখন। প্রথম দফার ফল ঘোষণার পর প্রথম যে শুক্রবারটি আসবে, সেদিনই হবে দ্বিতীয় দফার ভোট। ইরানের মূল ক্ষমতা সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনির হাতেই নিহিত। তাই প্রেসিডেন্ট যেই হোক না কেন এতে ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি বা মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে সশস্ত্র গোষ্ঠীর প্রতি সমর্থনের বিষয়ে বড় কোনও নীতিগত পরিবর্তন হবে না।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

প্রেসিডেন্ট নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোই বাইডেনের ‘সবচেয়ে বড় জনসেবা’

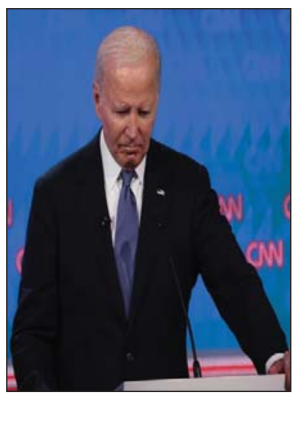

আপনজন ডেস্ক: চলতি বছর নভেম্বরের মার্কিন নির্বাচন থেকে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে সরে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে প্রভাবশালী সংবাদপত্র নিউ ইয়র্ক টাইমস। প্রতিদ্বন্দ্বী সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে চ্যালেঞ্জ করতে অন্য ডেমোক্র্যাট সুযোগ দেওয়ার জন্যও বলেছে সংবাদপত্রটি। এ সময় বাইডেনের জন্য প্রেসিডেন্ট নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোই সবচেয়ে বড় জনসেবা বলে উল্লেখ করেছে নিউ ইয়র্ক টাইমস সম্পাদকীয় বোর্ড।
জো বাইডেনকে ‘একজন মহান সরকারি সেবকের ছায়া’ হিসেবে অভিহিত করে পত্রিকাটির সম্পাদকীয় বোর্ড বলেছে, প্রেসিডেন্ট এবং ট্রাম্পের মধ্যে বৃহস্পতিবারের বিতর্ক প্রমাণ করেছে ৮১ বছর বয়সী বাইডেন-তার নিজের পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়েছেন। দ্বিতীয় মেয়াদে তিনি কী করবেন, তার ব্যাখা দিতে হিমশিম খেয়েছেন। হিমশিম খেয়েছেন ট্রাম্পের উসকানির জবাব দিতে। হিমশিম খেয়েছেন ট্রাম্পকে তার মিথ্যা কথা, ব্যর্থতা ও ভয়ানক সব পরিকল্পনার জন্য জবাবদিহি করাতে। একাধিকবার তিনি একটা বাক্য শেষ করতে গিয়ে সংগ্রাম করেছেন।
বাইডেন এখন যা করতে পারেন, তা হলো, তিনি পুনরায় নির্বাচন করছেন না—এই ঘোষণা দেওয়া। দেখা যাচ্ছে, প্রেসিডেন্ট এক বেপরোয়া জুয়ায় লিপ্ত আছেন। ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে প্রেসিডেন্ট হওয়া ঠেকাতে ডেমোক্র্যাট নেতাদের মধ্যে নিজেকে স্পষ্টবাদী, বাধ্যকারী ও উদ্যোমী ব্যক্তি হিসেবে উপস্থাপন করার মতো অধিকতর যোগ্য বিকল্প রয়েছেন। ট্রাম্প ও বাইডেনের ঘাটতিগুলোর মধ্যে এর যেকোনোটি বেছে নিতে ভোটারদের বাধ্য করার মধ্য দিয়ে দেশের স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তা ঝুঁকি গ্রহণ করার কোনও কারণ দলের নেই। আমেরিকানরা যা নিজেদের চোখে দেখেছেন, বাইডেনের সেই বয়স ও দুর্বলতা তারা এড়িয়ে যাবেন বা হিসেবে নেবেন না— সরলভাবে এটা আশা করা হবে এক বড় জুয়া’, বলেছে নিউইয়র্ক টাইমস।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.২২মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.৩০ মি.

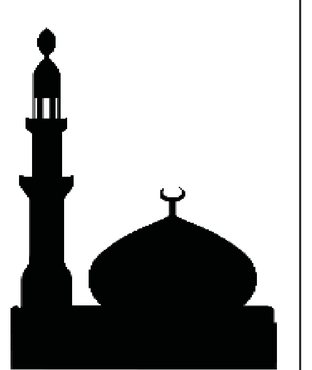

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.২২	৪.৫৫
যোহর	১১.৪৫	
আসর	৪.১৮	
মাগরিব	৬.৩০	
এশা	৭.৫১	
তাহাজ্জুদ	১০.৫৫	

নেপালে ভয়াবহ ভূমিধস, ৩ শিশুসহ নিহত ৯

আপনজন ডেস্ক: হিমালয় পর্বমালার দেশ নেপালের পশ্চিমাঞ্চলে ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে সৃষ্ট ভূমিধসে ৩ শিশুসহ অন্তত ৯ জন নিহত হয়েছে। নিহতদের মধ্যে ৫ জনেই এক পরিবারের সদস্য। ভূমিধসের সময় তারা ঘুমিয়ে ছিলেন। শনিবার ডিজান ভাট্টরাই নামের এক কর্মকর্তার বরাতে এই খবর জানিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স। ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসকিউ অ্যান্ড রিডাকশন ম্যানেজমেন্ট অথরিটির মুখপাত্র ডিজান ভট্টরাই বলেন,কাঠমান্ডু থেকে প্রায় ২৫০ কিলোমিটার পশ্চিমে গুলমি জেলার মালিকা গ্রামে এই ঘটনা ঘটেছে।

জুমার নামাজ শেষে ট্রাকচাপায় নিহত ১৪ নাইজেরীয়

আপনজন ডেস্ক: নাইজেরিয়ায় ট্রাকচাপায় ১৪ জন নিহত হয়েছে। দেশটির উত্তরাঞ্চলীয় কানো শহর থেকে ৩০ কিলোমিটার দূরে ইমাওয়া গ্রামে শুক্রবার জুমার নামাজের পর দুর্ঘটনাটি ঘটে।
নাইজেরিয়ার সড়ক নিরাপত্তা সংস্থা এ তথ্য নিশ্চিত করেছে এএফপি শনিবার এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে।
ফেডারেল রোড সেফটি কমিশন পরে রাতে এক বিবৃতিতে জানায়, এদিন মুসল্লিরা জুমার নামাজ পড়ে মসজিদ থেকে বের হচ্ছিলেন। এ সময় মালবাহী একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তাদের চাপা দিয়ে চলে যায়। এ ঘটনায় ১৪ জন নিহত ও আরো কয়েকজন আহত হয়েছে। গণমাধ্যমটির তথ্য অনুসারে, দুর্বল সড়ক ব্যবস্থাপনার কারণে নাইজেরিয়ায় সড়ক দুর্ঘটনা খুব স্বাভাবিক একটি বিষয়। গতি ও ট্রাফিক নিয়ম না মানার কারণে এ সব দুর্ঘটনা ঘটছে। কমিশনের হিসাবে, ২০২৩ সালে দেশটিতে সড়ক দুর্ঘটনায় পাঁচ হাজারেরও বেশি মানুষ নিহত হয়েছে। এর আগের বছর এ সংখ্যা ছিল সাড়ে ছয় হাজার। যদিও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা গত বছরের একটি প্রতিবেদনে অনুমান করেছে, নাইজেরিয়ায় গত এক বছরে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রায় ৪০ হাজারের মতো মানুষ মারা গেছে।

অবিস্ফোরিত অস্ত্র দিয়েই ইসরায়েলি সেনাদের ওপর সফল হামলা হামাসের, নিহত ৪

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলের অবিস্ফোরিত অস্ত্র দিয়েই গাজায় হানাদার ইসরায়েলি সেনাদের ওপর হামলা চালিয়েছে ফিলিস্তিনি সশস্ত্র সংগঠন হামাসের আল-কুদস ব্রিগেডের যোদ্ধারা। এ হামলায় চার ইসরায়েলি সেনা নিহত হয়েছে এবং আহত হয়েছে আরো পাঁচ সেনা।
শুক্রবার (২৮ জুন) গাজার শুজাইয়া এলাকায় ইসরায়েলের স্থল অভিযানের পর এ ঘটনা ঘটে। এক বিবৃতিতে, ফিলিস্তিনি ইসলামিক জিহাদের সশস্ত্র শাখা আল-কুদস ব্রিগেড জানায় যে, তারা শুজাইয়ার একটি আবাসিক ভবন বিস্ফোরণে উড়িয়ে দিয়েছে, এতে চার ইসরায়েলি সেনা নিহত এবং পাঁচজন আহত হয়েছে।
ফিলিস্তিনি যোদ্ধারা জানান, তারা ইম্প্রুভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (আইইডি) এবং অবিস্ফোরিত এফ-১৬ ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করে এই হামলা চালিয়েছে। এফ-১৬ ক্ষেপণাস্ত্রটি ইসরায়েলের একটি যুদ্ধবিমান থেকে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। সেটি বিস্ফোরিত না হওয়ায় যোদ্ধারা তা উদ্ধার করে। ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ আন্দোলন হামাসের সশস্ত্র শাখা কাসসাম ব্রিগেডও জানিয়েছে, তারা অ্যান্টি-ট্যাংক রকেট এবং ছোট অস্ত্র দিয়ে ইসরায়েলি বাহিনীর মধ্যে হতাহত সৃষ্টি করেছে।

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
১৯ বর্ষ, ১৭৫ সংখ্যা, ১৬ আষাঢ় ১৪৩১, ২৩ জিলহজ, ১৪৪৫ হিজরি

চক্ষু খুলিয়া দেখিতে হইবে

উন্নয়নশীল বিশ্বে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে 'বাহিরের লোক' কখন কীভাবে ঢুকিয়া পড়ে, তাহার হদিস রাখাটাই দুষ্কর। ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকেন্দ্রিক স্বার্থ হাসিলের জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে অনুপ্রবেশ করিয়া তাহারা সেই রাজনৈতিক দল এবং পাশাপাশি দেশ ও জাতির কী মহাসর্বনাশ করে, সেই দৃষ্টান্তের অভাব নাই। আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে হরহামেশা বলিতে দেখা যায়, সরকারের বিরুদ্ধে চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র চলিতেছে, সরকার পতনের নীলনকশা চলিতেছে। সরকারপ্রধানের মুখে এই ধরনের কথা দেশ ও জনগণের জন্য অশনিসংকেত নিঃসন্দেহে। কারণ, চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র, গোপন আঁতাঁত, নীলনকশা—এই সকল বিষয় কোনো দেশের জন্যই শুভ সংবাদ নহে। তবে কাহারা করিতেছে এই ষড়যন্ত্র, পিছন হইতে কলকাঠিই-বা নাড়িতেছে কাহারা—এই সকল প্রশ্নের উত্তর খোঁজা হয় না কেন? কেন একটি বা দুইটি কেস স্টাডি করিয়া দেখা হয় না? স্বাধীনতাবিরোধীদের প্রতিহত করিবার কথা বলা হইতেছে, কিন্তু দলের শীর্ষ পর্যায়ের রাজনৈতিক নেতার অথবা আমলার ছত্রছায়া ও মদতেই যে দলে অনুপ্রবেশ ঘটিতেছে না, তাহা কে গ্যারান্টি দিয়া বলিতে পারিবে? পত্রপত্রিকা খুলিলেই বিভিন্ন এলাকায় রাজনৈতিক সহিংসতায় প্রাণহানির খবর পাওয়া যাইতেছে। ইহাকে 'অভ্যন্তরীণ কোন্দল' বলা হইতেছে বটে, কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই কি ইহা সত্য? যাহারা বা যাহাদের পূর্বপুরুষ দেশের স্বাধীনতার পথে চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, তাহারা নিশ্চয়ই এখন হাত গুটাইয়া বসিয়া নাই! ষড়যন্ত্রের জাল কোথা হইতে এবং কোথায় বসিয়া বিস্তার করা হইতেছে, তাহা স্টাডি করিয়া দেখিতে হইবে। ব্যস্ততার ভিড়ে ইহা অতি কঠিন ও সময়সাপেক্ষ বটে, তথাপি স্বাধীনতার দীর্ঘসময় পরও যেই হেতু স্বাধীনতাবিরোধী বা চক্রান্তকারীদের প্রতিহতের কথা উঠে বারবার, তাই খুঁজিয়া দেখা দরকার—স্বাধীনতাবিরোধীদের বিচরণ ঠিক কোথায়।

দীর্ঘদিন ধরিয়া আমরা লক্ষ করিয়া আসিতেছি, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে একশ্রেণির নেতার উদয় ঘটিয়াছে, যাহাদের বিরুদ্ধে রহিয়াছে হাজারো অবৈধ ব্যবসায়-বাণিজ্যের অভিযোগ। রাজনৈতিক দলের নাম ভাঙাইয়া রাতারাতি কোটিপতি বনিয়া যাওয়া এই সকল উঠতি নেতা, পাতি নেতা রাজনীতির খাতায় নাম লিখিয়াছে। কেহ কেহ ক্ষমতার চেয়ারও বাগাইয়া নিয়াছে। স্থানীয় পুলিশ, প্রশাসন হইতে শুরু করিয়া সরকারের বিভিন্ন স্পর্শকাতর প্রতিষ্ঠানও তাহাদের সঙ্গে হাত মিলাইয়া এক ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করিতেছে। এই সকল 'বাইরের লোকের' একমাত্র টার্গেট হইল টাকাপয়সা, তথা ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ। ফলে একটি সময়ে স্বার্থে আঘাত লাগিলেই তাহারা বড় অপরাধ-অপকর্মে জড়াইয়া পড়িবে—ইহাই স্বাভাবিক। দেশব্যাপী যেইভাবে 'রাজনৈতিক অন্তঃকোন্দলে' নেতাকর্মী শিকার হইতেছেন, তাহার পরিপ্রেক্ষিতে খুঁজিয়া দেখার সময় হইয়াছে— এই সকল কর্মকাণ্ড যে বা যাহারা ঘটাইতেছেন, তাহাদের শিকড় আসলে কোথায়? ইহাদের মধ্যে বহু স্বাধীনতাবিরোধী ঘাপটি মারিয়া বসিয়া নাই তো? বস্তুত, ইহারা অবৈধ টাকা কামাইয়া দলের লোকজনকে খরিদ করিয়া নিজেদের ক্ষমতা পাকাপোক্ত করিয়াছে। এখন সুযোগ বুঝিয়া কোপ দিতেছে। মাস্তান বাহিনী, পেটোয়া বাহিনী তৈরি করিয়া তাহারা একসময় অন্য দল এবং সাধারণ জনগণের ওপর দমন-পীড়ন চালাইয়াছে; এখন দলের মধ্যে বিশৃঙ্খলা পাকাইতেছে। তাহাদের থামাইতে না পারিলে অদূর ভবিষ্যতে আরো কী কী দেখিতে হইবে, তাহাই বড় প্রশ্ন!

খ্রিষ্টধর্মাবলম্বীসহ তাবত্ বিশ্ববাসীর নিকট 'জুডাস' নামটি খুবই ঘৃণিত। পৃথিবীর সবচাইতে জঘন্য বিশ্বাসঘাতক হলো যিশুর সহচর এই জুডাস, যিনি মাত্র ৩০ রৌপ্যমুদ্রার বিনিময়ে যিশুকে রোমান সৈন্যদের হাতে ধরাইয়া দিয়েছিলেন। চুক্তি অনুযায়ী, লাস্ট সাপারের পরে ভিড়ের মধ্যে যিশুর গালে চুমো খাইবে জুডাস, আর সেই চুমোর মাধ্যমেই শনাক্ত করা হইবে যিশুকে। বলা বাহুল্য, এমনটিই ঘটিয়াছিল। 'অর্থের বিনিময়ে' কাছের মানুষের সর্বনাশ করার এই রকম বহু নজির ইতিহাসে আছে। অর্থাত্, অর্থের নিকট বিক্রি হওয়া লোকেরা সর্বদাই বিপজ্জনক। অতএব, আজ রাজনৈতিক দলের যেই সকল লোক অর্থের নিকট বিক্রি হইয়া স্বাধীনতাবিরোধীদের শক্তিশালী করিতেছেন, তাহাদের জুডাসের চুমোর বিষয় স্মরণে রাখিতে হইবে। ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থে এই সকল ব্যক্তি কখন কাহার হইবে, তাহার গ্যারান্টি নাই।

• • • • • • • • • • • • •

আরএসএসের সঙ্গে মোদি-অমিত শাহর সংঘাত কতটা গড়াবে

ভারতে হিন্দুত্ববাদী সংগঠন অগণিত। তবে তারা যৌথ পরিবারের মতো। এই পরিবারের 'কর্তা' নিশ্চিতভাবে আরএসএস। লোকসভা নির্বাচনের আগে থেকে মনে হচ্ছিল, আরএসএসের 'প্রচারকেরা' বিজেপির মোদি-অমিত শাহ জুটির ওপর সন্তুষ্ট নয়। তখন সেটা ছিল কেবলই আঁচ-অনুমান। নির্বাচনে ৬৩টি আসন কমে যাওয়ার পর সেই অনুমান প্রকাশ্যে সত্য হিসেবে হাজির হলো। আরএসএসের অনেকে বিজেপির নেতৃত্ব নিয়ে অসন্তোষের কথা জানাচ্ছেন এখন। প্রশ্ন উঠেছে, কর্তা কি তবে পরিবার পুনর্গঠনের দিকে যাবেন? এটা কি তবে নাগপুর বনাম আহমেদাবাদ দ্বন্দ্ব? লিখেছেন **আলতাফ পারভেজ...**

ভারতে হিন্দুত্ববাদী সংগঠন অগণিত। তবে তারা যৌথ পরিবারের মতো। এই পরিবারের 'কর্তা' নিশ্চিতভাবে আরএসএস। লোকসভা নির্বাচনের আগে থেকে মনে হচ্ছিল, আরএসএসের 'প্রচারকেরা' বিজেপির মোদি-অমিত শাহ জুটির ওপর সন্তুষ্ট নয়। তখন সেটা ছিল কেবলই আঁচ-অনুমান।

নির্বাচনে ৬৩টি আসন কমে যাওয়ার পর সেই অনুমান প্রকাশ্যে সত্য হিসেবে হাজির হলো। আরএসএসের অনেকে বিজেপির নেতৃত্ব নিয়ে অসন্তোষের কথা জানাচ্ছেন এখন।

প্রশ্ন উঠেছে, কর্তা কি তবে পরিবার পুনর্গঠনের দিকে যাবেন? এটা কি তবে নাগপুর বনাম আহমেদাবাদ দ্বন্দ্ব?

নাগপুর থেকে মোহন ভগত যা বললেন

ভারতের সমাজজীবনে হিন্দুত্ববাদের কাঠামোগত শক্তির জায়গায়টা যাঁরা টের পান, সে রকম অনেকের কাছেই নরেন্দ্র মোদির চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ বা আরএসএসের প্রধান।

এখনকার সেই পদাধিকারী মোহন ভগত নির্বাচনী প্রচারকালেই বিজেপি নেতাদের বিরুদ্ধে 'অসম্মানের' অনুযোগ তুলেছিলেন। বিশেষ করে যখন বিজেপির সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা বলছিলেন, তাঁদের দল 'একা একা চলতে সক্ষম' এবং 'একাই চলছে'।

নাড্ডার মতে, আরএসএস হলো বিজেপির সাংস্কৃতিক 'গণসংগঠন'। অর্থাৎ 'পার্টি' হলেন তাঁরা। গুরুত্ব বেশি তাঁদেরই। এ রকম ব্যাখ্যার মানে হলো হিন্দুত্ববাদীদের এত দিনের পুরো সাংগঠনিক কাঠামো উল্টিয়ে দেখাতে চাওয়া। মোহন ভগতের এটা সহ্য করতে পারার কথা নয়।

অমিত শাহ-মোদি জুটি মণিপুরের গন্ডগোল যেভাবে মোকাবিলা করেছেন, সেটি নিয়েও গেরুয়া শিবির অসন্তুষ্ট। সেখানকার হিন্দু মেইতেইরা চলমান ওই দাঙ্গার বড় এক শিকার। কিন্তু মোদি দাঙ্গার ১৩ মাস পরও ওদিকে যাননি। সেখানকার আরএসএস কর্মীরা তাই ক্ষুব্ধ।

এ রকম বিবিধ পটভূমিতেই নির্বাচনের পরপর ১০ জুন নাগপুরে আরএসএস সদরে মোহন ভগত প্রথম বক্তৃতায় বলছিলেন, 'যে কাজ করে...কিন্তু কাজ নিয়ে নির্মোহতার আবেগ তৈরি হয়নি; যার ভেতর অহং রয়ে গেছে-অন্যদের প্রতি সম্মানের ঘাটতি রয়েছে, তাকে কোনোভাবে আমরা জনগণের সেবক বলতে পারি না।'

এ রকম কথাবার্তার শ্রোতাদের স্পষ্টই মনে হচ্ছিল, এসব বলা হচ্ছে বিজেপির হর্তাকর্তাদের উদ্দেশ্যে। ভগত আরও বলছিলেন, নির্বাচনী প্রচারে মর্যাদা ও সংযমের ব্যাপার লঙ্ঘিত হয়েছে। নির্বাচনকে যুদ্ধ ভাবা ঠিক নয়। আরএসএস এ রকম 'যুদ্ধের' জন্য নয়। শত্রু নয়, নির্বাচনে থাকে প্রতিপক্ষমাত্র।

বলা বাহুল্য, বিজেপির নির্বাহীরা এটাকে যুদ্ধ হিসেবেই নিয়েছিলেন। মোদি ভোটারদের মন বিষিয়ে তুলতে মুসলমান তোষণের বহু প্রমাণবিহীন অভিযোগ তুলেছেন কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। মুসলমানদের তিনি বলেছেন 'অনুপ্রবেশকারী'। কখনো কখনো 'বেশি বাচ্চা উৎপাদনকারী' বলেও তাঁদের সম্বোধন করা ৩.০হয়েছে।

এসবের বিপরীতে মোহন ভগতের বক্তব্য বেশ বিস্ময় তৈরি করেছে। নাগপুর ভাষণে তাঁর আরও সুপারিশ ছিল, 'আরএসএস কর্মীদের ভারতের বহুত্বকে মেনে নিতে হবে; সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে থাকার অভ্যাস লাগবে।' তিনি নির্বাচনকালে 'প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে মিথ্যাচারেরও' নিন্দা করেন।

এ রকম একটা ভাষণ ভারতজুড়ে যে ব্যাপক মনোযোগ কেড়েছে এবং সেটা যে নির্বাচনের ফলাফলের সঙ্গে মিলিয়ে বিশ্লেষণ করা হচ্ছে, তা অস্বাভাবিক নয়।

ইতিমধ্যে নরেন্দ্র মোদির তৃতীয় মন্ত্রিসভা আগের মতোই কাজকর্মে নেমে পড়েছে। কিন্তু দলের সর্বত্র একটা চাপা অস্বস্তি লুকানো যাচ্ছে না। হিন্দুত্ববাদী গণসংগঠনগুলোতেও নানা গুঞ্জন। গত এক দশকে এই প্রথম বিজেপি কর্মীদের অস্বস্তির কারণ কোনো বিরোধী দল নয়, খোদ তাদের প্রাণপ্রিয় আরএসএস।

মোদিও কি আরএসএসের জন্য অস্বস্তির কারণ

নরেন্দ্র মোদি ও বিজেপি কর্মীদের ৪০০ আসন পাওয়ার স্বপ্ন দেখিয়ে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতাও পেল না।

ইতিমধ্যে নরেন্দ্র মোদির তৃতীয় মন্ত্রিসভা আগের মতোই কাজকর্মে নেমে পড়েছে। কিন্তু দলের সর্বত্র একটা চাপা অস্বস্তি লুকানো যাচ্ছে না। হিন্দুত্ববাদী গণসংগঠনগুলোতেও নানা গুঞ্জন। গত এক দশকে এই প্রথম বিজেপি কর্মীদের অস্বস্তির কারণ কোনো বিরোধী দল নয়, খোদ তাদের প্রাণপ্রিয় আরএসএস। জুন মাসের আগেও এ রকম একটা মুহূর্তের কথা ভাবা যেত না। কিন্তু এখন অবস্থা এমন, আরএসএস নির্বাহী পরিষদের সদস্য ইন্দ্রেশ কুমার প্রকাশ্যে এ-ও বলে ফেলেছেন, 'যারা ভগবান রামের পূজা দেয়, কিন্তু অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে, তারা ২৪১-এ এসে আর এগোতে পারে না।'

সংঘ পরিবারের দুর্গ বলে খ্যাত উত্তর প্রদেশে ৮০টির মধ্যে ৭৫টি আসনে দাঁড়ানো তাদের প্রার্থীদের ভোট ৭২টি আসনেই কমল। কেবল কমেছে বললেও পুরোটা বলা হয় না। আগেরবার যেখানে তারা ৫০ শতাংশ ভোট পেয়েছিল, এবার পেল ৪১ শতাংশ।

খোদ মোদির আসনেও প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে তার ভোটের ব্যবধান কমেছে। বিজেপি তাঁকে অবতারের মতো তুলে ধরলেও মোদির বিপরীতে কংগ্রেস প্রার্থী ৪ লাখ ৬০ হাজার ভোট পেয়েছেন। আগে মোদি এই আসনে ৬৪ শতাংশ ভোট পেয়ে জিতলেও এবার ৫৪ শতাংশ ভোট পেয়ে জিতলেন।

মোহন ভগত এ 'সুযোগ'ই নিলেন নাগপুরে। বিজেপির সূক্ষ্ম সমালোচনার ভেতর দিয়ে তাঁর সংগঠন একদিকে পরাজয়ের দায় এড়িয়ে গেল, অন্যদিকে বিজেপিতে শুদ্ধি অভিযানের প্রয়োজনীয়তার কথাও হয়তো জানাল। নির্বাচনের আগে আগে বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে যেভাবে বন্ড কেলেঙ্কারি ফাঁস হয়, তার সাফাই গাওয়া আরএসএস প্রচারকদের জন্য যে স্বস্তিকর ছিল না, তারও ইন্ধন হয়ে থাকতে পারে মোহন ভগতের চলতি বিরক্তি।

আরএসএসের মুখপত্র 'অর্গানাইজার'-এও নির্বাচনের পর বিজেপি নেতৃত্বের স্পষ্ট সমালোচনা দেখা গেছে। তবে এটা এখনো অস্পষ্ট, আরএসএস মোদি-অমিত শাহ জুটিকেই বলি দিতে চাইছে কি না।

আরএসএসকে নিয়ে বিজেপির ভীতির কারণ আছে

চারবার গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী এবং তিনবার ভারতের প্রধানমন্ত্রী হতে পারায় হিন্দুত্ববাদী শিবিরে অবশ্যই নরেন্দ্র মোদির জন্য একটা বিশিষ্ট জায়গা ইতিমধ্যে তৈরি হয়ে গেছে। তারপরও এই ধারার রাজনীতিতে আরএসএস প্রধানের কথাই শেষ কথা। নাড্ডা যা-ই বলুন, শতাব্দীপ্রাচীন দল আরএসএস কর্মীরাই হলো বিজেপির প্রচার মেশিন ও ভোটশক্তি। এ কারণে মোহন ভগতের নাগপুরের বয়ান বিজেপি শিবিরের উৎকণ্ঠা সৃষ্টি না করে যায়নি।

স্বভাবতই প্রশ্ন উঠেছে, মোদি-অমিত শাহ-আদিত্যনাথ-হিমন্ত শর্মা-নাড্ডারা এখন কী করবেন? টিম মোদির সামনে পথ তিনটি—মোহন ভগতদের সঙ্গে দূরত্ব বাড়ানো অথবা নিজেদের টিম থেকে দু-একজনের পদত্যাগ কিংবা নাগপুরের মুরব্বিদের সঙ্গে একটা আপস-মীমাংসায় আসা, আরএসএসকে শক্তির ভরকেন্দ্র হিসেবে মেনে নেওয়া। এ তিন বিকল্পের তৃতীয়টি সবার আগে শুরু হওয়ার মতো এবং সেটা দ্রুতই হতে হবে। কারণ, আপসের উদ্যোগ সফল না হলে এই দ্বন্দ্ব মাঠপর্যায়ে ছড়াবে এবং তার একটা প্রতিক্রিয়া দেখা যাবে সামনের রাজ্য নির্বাচনগুলোয়।

আগামী আট মাসের মধ্যে চারটি রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন হবে। এসব রাজ্যে গত নির্বাচনে প্রায় ৮০টি লোকসভা আসন ছিল। হরিয়ানা, ঝাড়খন্ড, দিল্লির পাশাপাশি এ তালিকায় আছে মহারাষ্ট্রের মতো গুরুত্বপূর্ণ 'যুদ্ধক্ষেত্র'ও।

এ চার রাজ্যের কোথাও কংগ্রেস, কোথাও বিজেপি ভালো করলেও সব মিলে আসনের হিসাবে উভয় পক্ষের প্রায় সমান আসন ছিল। বিধানসভা নির্বাচনে হবে প্রকৃত জয়-পরাজয়ের মীমাংসা।

যদিও রাজ্য নির্বাচনের ফল কেন্দ্রীয় সরকারের উত্থান-পতনে কোনো প্রভাব রাখে না, কিন্তু এবার খেলার আমেজ একদম ভিন্ন। কংগ্রেস এসব রাজ্যের নির্বাচনে এ রকম বার্তা দিতে মরিয়া যে মোদির জনপ্রিয়তা প্রকৃতই পড়ছে।

বিজেপিও দেখাতে চায় তারা ফুরিয়ে যাচ্ছে না। দেখার বিষয় হলো, আরএসএস কী করে? তাদের কর্মীরা কি অমিত শাহ ও নাড্ডার মনোনীত প্রার্থীদের জন্য ভোট চেয়ে যথারীতি ঘরে ঘরে যাবেন? ভারতের তাবৎ রাজনৈতিক ভাষ্যকার এখন এ বিষয়ে নজর রাখছেন।

ইতিমধ্যে নরেন্দ্র মোদির তৃতীয় মন্ত্রিসভা আগের মতোই কাজকর্মে নেমে পড়েছে। কিন্তু দলের সর্বত্র একটা চাপা অস্বস্তি লুকানো যাচ্ছে না। হিন্দুত্ববাদী গণসংগঠনগুলোতেও নানা গুঞ্জন। গত এক দশকে এই প্রথম বিজেপি কর্মীদের অস্বস্তির কারণ কোনো বিরোধী দল নয়, খোদ তাদের প্রাণপ্রিয় আরএসএস।

জুন মাসের আগেও এ রকম একটা মুহূর্তের কথা ভাবা যেত না। কিন্তু এখন অবস্থা এমন, আরএসএস নির্বাহী পরিষদের সদস্য ইন্দ্রেশ কুমার প্রকাশ্যে এ-ও বলে ফেলেছেন, 'যারা ভগবান রামের পূজা দেয়, কিন্তু অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে, তারা ২৪১-এ এসে আর এগোতে পারে না।'

এ রকম বক্তব্যে যে তিরস্কার ঝরে পড়ছে, মোদি ও অমিত শাহ তাকে অগ্রাহ্য করবেন কীভাবে?

আলতাফ পারভেজ ইতিহাস *বিষয়ে গবেষক*

সৌ: প্র: আ:

আলী হামাদে

হিজবুল্লাহ ও ইসরায়েল কি সরাসরি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে

হিজবুল্লাহ ও ইসরায়েলের মধ্যে সামরিক উত্তেজনা ৭ অক্টোবরের পর থেকে নাটকীয়ভাবে তীব্র আকার ধারণ করে। দুই পক্ষকে পূর্ণ মাত্রার যুদ্ধের কিনারে নিয়ে দাঁড় করিয়ে দেয়। সম্প্রতি সংঘাতের তীব্রতা ও মাত্রা এতটাই বেড়েছে যে দুই পক্ষ যেকোনো সময় সরাসরি যুদ্ধে নেমে পড়তে পারে।

আমরা যখন যুদ্ধের কিনারে পৌঁছে যাওয়ার কথা বলছি, তার মানে হচ্ছে হিজবুল্লাহ ও ইসরায়েল খুব বিপজ্জনক পরিস্থিতির কাছাকাছি একটা জায়গায় চলে এসেছে।

সম্প্রতি দুই পক্ষের মধ্যে হিংসা-বৈরিতা যেভাবে বেড়েছে, সেটাকে সংঘাতের গতিমুখ বদলে দেওয়ার একটা সূচনাবিন্দু বলে মনে হতে পারে। দুই পক্ষই সম্ভাব্য একটা দীর্ঘস্থায়ী ও বিপজ্জনক যুদ্ধের জন্য মঞ্চ প্রস্তুত করছে বলে মনে হতে পারে।

এ মাসে হিজবুল্লাহর সবচেয়ে উঁচু সারির ফিল্ড কমান্ডারদের একজন আবু তালেবকে হত্যা করে ইসরায়েল। এ ঘটনায় হিজবুল্লাহ প্রতিশোধমূলক হামলা চালালেও এখন পর্যন্ত নিজেদের জোর করে সংযত রেখেছে বলে মনে হয়। অন্যদিকে ইসরায়েলও তাদের দিক থেকে এখনো লাল রেখা অতিক্রম না করার ব্যাপারে সতর্ক। এরপরও দুই পক্ষের মধ্যে বাড়তে থাকা উত্তেজনাটি ক্রমবর্ধমান উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

হিজবুল্লাহর সামরিক শক্তি ও দোরগোড়ায় তাদের উপস্থিতি বিবেচনায় গাজার হামাস থেকে হিজবুল্লাহকে ইসরায়েল তাদের অস্তিত্বগত হুমকি বলে মনে করে। জটিল এ পরিস্থিতি শুধু ইসরায়েলের ওপর নয়, মধ্যপ্রাচ্যে পশ্চিমাদের বৃহত্তর স্বার্থের ওপর ভয়ংকর চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে।

আপাতভাবে হিজবুল্লাহ ও ইসরায়েল—দুই পক্ষের কারোরই বিপজ্জনক সীমারেখা অতিক্রমের অভিপ্রায় নেই। কিন্তু তাদের মধ্যে চলমান পাল্টাপাল্টি হামলা এবং গাজা সংঘাতের কারণে সৃষ্ট রাজনৈতিক অচলাবস্থার কারণে দুই পক্ষের কোনো একটা পক্ষ বড় কোনো ভুল করে বসতে পারে। তাতে যেকোনো সময়ই সরাসরি যুদ্ধ বেধে যেতে পারে।

এ ছাড়া দুই পক্ষ বর্তমানে যে নিয়মনীতি বজায় রেখে চলছে, তাতে আকস্মিকভাবে কোনো বড় ধরনের বদল হলে, ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও দুই পক্ষ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে পারে।

গাজা যুদ্ধ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসনের আগ্রহ ক্রমেই কমে যাওয়ার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলো খুব নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। প্রাথমিকভাবে এ সংঘাতের গুরুত্ব হারানোর কারণ হলো, মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রচারণা পর্ব। যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ সমস্যার চাপে গাজা যুদ্ধ এখন চাপা পড়ে গেছে।

মার্কিন ভোটাররা মূলত অর্থনৈতিক সমস্যা ও অভিবাসী—এ দুই বিষয়ে মনোযোগ দিচ্ছেন। দুই প্রেসিডেন্ট প্রার্থী খুব গভীরভাবে দেশীয় রাজনীতি নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচারণার বিষয়টি সামনে আসায় বাইডেন প্রশাসনের পক্ষে মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাতের সঙ্গে যুক্ত পক্ষগুলোকে, বিশেষ করে ইসরায়েলের ওপর চাপ সৃষ্টি করার সুযোগটা সীমিত হয়ে পড়েছে।

এ প্রেক্ষাপটে যুক্তরাষ্ট্রের ইসরায়েলপন্থী লবি ক্ষমতায়িত হবে। তারা হামাসের বিরুদ্ধে ইসরায়েলি নীতি রক্ষায় আরও কার্যকর ভূমিকা রাখার সুযোগ পাবে। নেতানিয়াহু সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে বাইডেন প্রশাসনকে তারা বাধা দেবে।

এ প্রেক্ষাপটের কারণে আসন্ন সংকটের যে গুরুত্ব, সেটা খাটো হবে। ইসরায়েলের যুদ্ধকালীন মন্ত্রিসভা থেকে বেনি গানৎসের সরে যাওয়ার পরও ইসরায়েল সরকারের ভাগ্য খারাপ হয়ে যায়নি। বেনি গানৎসে এমন একজন প্রভাব তৈরিকারী রাজনীতিবিদ, যাঁকে যুক্তরাষ্ট্রবান্ধব বলে মনে করা হয়। যাহোক নেতানিয়াহু তাঁর যুদ্ধ মন্ত্রিসভা ভেঙে দেওয়ায় সেটা লেবানন ফ্রন্টে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে।

লেবানন এ মুহূর্তে একটা বিপজ্জনক পর্ব পার করছে। দেশটি খাদের এমন কিনারে এসে দাঁড়িয়েছে যে সামনে পা বাড়ালেই অতল গহ্বরে পড়ে যেতে হবে। ইসরায়েলের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ইরানের প্রক্সি হিজবুল্লাহর বিচরণক্ষেত্র হওয়ায় আঞ্চলিক সংঘাতের প্রধান মঞ্চ হয়ে উঠতে পারে লেবানন।

হিজবুল্লাহর সামরিক শক্তি ও দোরগোড়ায় তাদের উপস্থিতি বিবেচনায় গাজার হামাস থেকে হিজবুল্লাহকে ইসরায়েল তাদের অস্তিত্বগত হুমকি বলে মনে করে। জটিল এ পরিস্থিতি শুধু ইসরায়েলের ওপর নয়, মধ্যপ্রাচ্যে পশ্চিমাদের বৃহত্তর স্বার্থের ওপর ভয়ংকর চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে।

বৈশ্বিক পরিসরে হিজবুল্লাহ সম্প্রতি তাদের যে সামরিক শক্তি প্রদর্শন করছে, সেটা তাদের অবস্থান সুদৃঢ় করার বদলে বরং পতনের একটা ক্ষেত্র তৈরি করতে পারে।

দৃশ্যমানভাবে তীব্র হওয়া উত্তেজনা ইসরায়েল ও হিজবুল্লাহর পাশাপাশি অবস্থান, কত দিন টেকসই থাকবে, তা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

সরাসরি যুদ্ধ এখন না-ও বাধতে পারে। কিন্তু আসন্ন দিনগুলোতে বড় কোনো সংঘাতের কালো ছায়া মধ্যপ্রাচ্যের আকাশে ঝুলছে।

এদিকে সাধারণ লেবাননি নাগরিকেরা যে প্রশ্ন নিয়ে সরগরম হয়ে পড়েছেন, যে সংঘাত ইসরায়েলের চেয়ে লেবাননের ওপর অনেক বেশি চাপ তৈরি করেছে সেটি থামানোর সময় কি হয়নি।

আলী হামাদে লেবাননের আনাহার পত্রিকার সাংবাদিক আরব নিউজ থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্তাকারে অনূদিত

পায়ে হেঁটে হজে যাচ্ছেন কাকদ্বীপের হাবিবুল্লাহ শেখ

এম মেহেদী সানি ● কাকদ্বীপ

আপনজন: পদব্রজে হজে যাওয়ার ঘটনা নতুন নয়, আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে ওঠার আগে বহু ভারতীয় হেঁটে হজ করেছেন। সম্প্রতি সময়ে শিহাব চত্তুরের নামও সকলের জানা, যাত্রাপথে সামাজিক গণমাধ্যমে কার্যত ভাইরাল হয়েছিলেন তিনি। ফের এ বছরও ভারত থেকে পায়ে হেঁটে হজে যাচ্ছেন এক যুবক। পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কাকদ্বীপ থানার অন্তর্গত দক্ষিণ চন্ডিপুর গ্রামের বছর তেত্রিশের যুবক হাবিবুল্লাহ শেখ গত ১৩ই এপ্রিল হজ যাত্রার উদ্দেশ্যে পায়ে হেঁটে হজ যাত্রার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন। প্রচারের আলোয় না থাকলেও বর্তমানে তিনি অবস্থান করছেন ইরানের বান্দার আব্বাসে। জানা গিয়েছে, একদিকে হজ করার অদম্য ইচ্ছা এবং অন্যদিকে আর্থিক সংকটের মধ্যেও মহান সৃষ্টিকর্তাকে খুশি করার উদ্দেশ্যেই হাবিবুল্লাহ শেখের হজ গমন।

হাবিবুল্লাহ শেখের বাড়ি থেকে গন্তব্যস্থলের দূরত্ব ৭৭০০ কিলোমিটার, দীর্ঘ এ যাত্রায় তিনি ভারত, পাকিস্তান, ইরাক, ইরান এবং কুয়েত সীমান্ত অতিক্রম করে সৌদি আরবে পৌঁছাবেন। ইতিমধ্যেই তিনি ভারত এবং পাকিস্তান অতিক্রম করেছেন। পায়ে হেঁটে হজ করার উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পর ভারতের একাধিক রাজ্য পার করে হাবিবুল্লাহ পাকিস্তান সীমান্ত পার হয়ে সমস্যায় পড়েন। সে দেশে মাত্র ৭২ ঘন্টার ভিসা পান তিনি। যে কারণে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে পায়ে হাঁটার পরিবর্তে বিমানে পাকিস্তান অতিক্রম করতে হয় হাবিবুল্লাহ শেখ'কে। যদিও একই সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন শিহাব চত্তুর। পাকিস্তানে প্রবেশ করার জন্য শিহাবের কোনো ভিসা ছিল না। ভিসা পাওয়ার জন্য তিনি দীর্ঘ ১ মাস অপেক্ষা করেন। শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ তাকে ভিসা প্রদান করে।

হাবিবুল্লাহ শেখ আপনজন প্রতিনিধিকে ফোনে জানান, তিনি বর্তমানে ইরানের বান্দার আব্বাসে অবস্থান করছেন, সৌদি আরব পৌঁছাতে এখনো মাস ছয়েক সময় লাগবে। সেখানে পৌঁছে তিনি ওমরা হজের কাজ সম্পন্ন করবেন এবং ফরজ হজের জন্য প্রস্তুতি নেবেন। হবু হাজী হাবিবুল্লাহ জানান, যাত্রাপথে তিনি বহু মানুষের ভালোবাসা পাচ্ছেন, প্রতিদিন নিয়ম করে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার পথ হাঁটছেন তিনি। যাত্রাপথে তেমন কোনো সমস্যা নেই বললেই চলে। সামাজিক গণমাধ্যমে শিহাব চত্তুরের মতো হাবিবুল্লাহ শেখের তেমন প্রচার নেই বললেই চলে, সে প্রসঙ্গে জানতে চাওয়া হলে হাবিবুল্লা জানান আমার ভাইরাল হওয়ার ইচ্ছা নেই। তবে স্বপ্ন ছোঁয়ার উদ্দেশ্য নিয়েই নীরবে হেঁটে চলেছেন হাজার হাজার কিলোমিটার। সাত ভাইয়ের মধ্যে সবার বড় সে, শিক্ষাগত যোগ্যতা উচ্চমাধ্যমিক, বাকি ছয় ভাই কোরআনের হাফেজ, বাবা স্থানীয় এক মসজিদে ৪০ বছরের ইমামতি করছেন, পরিবারের সদস্যদের মধ্যে আরও রয়েছেন মা, স্ত্রী, দুই পুত্র ও এক কন্যা। সকলের সহযোগিতা পাচ্ছেন হবু হাজী হাবিবুল্লাহ। ২০২৫ সালে তিনি হজ সম্পন্ন করবেন। যাত্রাপথে যাতে কোনো সমস্যা সৃষ্টি না হয় সেজন্য দেশবাসীর কাছে দোয়ার আবেদন করেছেন হাবিবুল্লাহ শেখ।

প্রথম নজর

বিদ্যুৎ না থাকায় জাতীয় সড়ক অবরোধ, বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: মালদহের গাজোলের সৈয়দপুরে ঘন ঘন লোডশেডিং হওয়ার ফলে বিদ্যুৎ না থাকায় পথ অবরোধ করলেন স্থানীয় এলাকার গ্রামবাসীরা। তারা ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন। শনিবার সকালের ঘটনা। এদিন ১ ঘন্টা অধিক সময় ধরে তারা প্রতিবাদ করেন। গাজোল থানার পুলিশ গিয়ে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। তারা অবরোধ তুলে নেন। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, এলাকায় ঘন ঘন কারেন্ট চলে যাচ্ছে। আর দীর্ঘ কয়েক ঘন্টা পরে আসছে।কেউ ঠিক মত ঘুমাতে পারছেন না। শিশুদের অবস্থা শোচনীয়। সাব মার্সিবল থেকে জল পাওয়া যাচ্ছে না। রান্না অসুবিধা হচ্ছে। সেজন্য পথ অবরোধ। গ্রামবাসীরা বলেন, আমাদের কথা কেউ শোনে না। দীর্ঘদিন ধরে এমন ভাবে ভুক্তভুগী আমরা। আমার সঠিক পরিষেবা চাই। না হলে আগামী দিনে অনেক বড়

কলকাতায় ভার্চুয়াল সাহিত্য অনুষ্ঠান

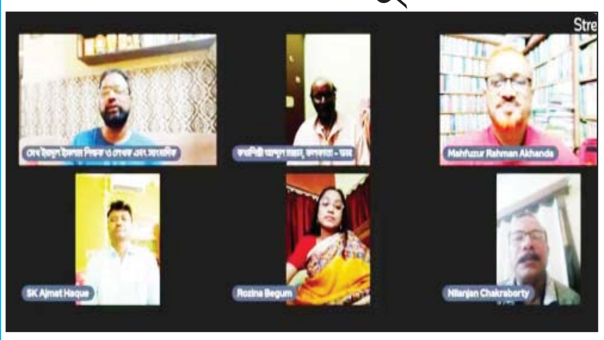

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: 'সমাজ কল্যাণে গান কবিতার অবদান' শীর্ষক ২৯ জুন ২০২৪ সন্ধ্যায় বাংলার জনরবের ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে মুখ্য আলোচক হিসেবে অংশ নেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক হিস্ট্রি এ্যান্ড কালচারের প্রফেসর ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ। তিনি আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে কয়েকটি গান এবং তাঁর 'প্রেম কিনেছি হৃদয় দামে' কাব্যগ্রন্থ থেকে তিনটি কবিতাও পরিবেশন করেন। নিউজ পোর্টালের বাংলার জনরবের সাহিত্য বিভাগ দ্বারা আয়োজিত এদিনের মাসিক ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানের আমন্ত্রিত অতিথি সাহিত্যিক সেখ আজমত হক ম্যাথু এ্যানডের উক্তি 'পোয়েট্রি ইজ দ্য ক্রিটিসিজম অফ লাইফ এ্যান্ড ইটস দ্য মিরর অফ দ্য সোসাইটি' উল্লেখ করে বলেন সাহিত্য হল জীবনের প্রতিচ্ছবি বা সমাজের দর্পণ। আর বাংলা সাহিত্যের শুরু চর্যাপদ দিয়ে। সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে সমাজ জীবনকে সরাসরি প্রভাবিত করে আসছে গান কবিতা। আর সেই গান কবিতা সাহিত্যিকরা রচনা করেন সমাজের প্রতি তাঁদের দায়বদ্ধতা থেকেই। উল্লেখিত বিষয়ে আলোচনার পাশাপাশি বাংলার কিংবদন্তি সাহিত্যিকদের কয়েকটি গান কবিতার কথা উল্লেখ করে স্বরচিত কবিতা পাঠ করে শোনান। তাঁর পরিবেশিত 'বাবা' কবিতাটি ভীষণ অনুভূতি প্রবণ। আমন্ত্রিত অতিথি বিশিষ্ট কবি নীলাঞ্জন চক্রবর্তী নির্দিষ্ট বিষয় কেন্দ্রীক সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন মানবজীবনে গান কবিতার প্রভাব যুগযুগ ধরে চলে আসছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে রোজিনার কণ্ঠে কাজী নজরুল ইসলামের সম্প্রীতির গান 'মোরা এক বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু মুসলমান' দিয়ে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি হয়। এদিন অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত ভাষণ বাংলার জনরবের সম্পাদক সেখ ইবাদুল ইসলাম। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সেখ আব্দুল মান্নান।

শিক্ষার্থীদের প্রেরণায় শিক্ষামূলক আলোচনা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বসিরহাট

আপনজন: বসিরহাটের 'কাটিয়াহাটি আল-হেরা একাডেমী' এবং ওই প্রতিষ্ঠানেরই মাদ্রাসা বিভাগ 'কাটিয়াহাটি আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া'র শিক্ষার্থীদের প্রেরণায় অনুষ্ঠিত হলো শিক্ষামূলক আলোচনা সভা এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিবির। বিশেষজ্ঞদের মতে পুঁথিগত বিদ্যা চর্চার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের উত্তরনের পথ দেখাতে তারেকে অনুপ্রাণিত করা খুবই জরুরী। মূলত সেই বাণীকেই গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এই নয়া উদ্যোগ। এ দিনের আলোচনা সভায় মুখ্য আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট মোটিভেশনাল স্পিকার আবেদীন হক আদি। বক্তব্যের মধ্য দিয়ে তিনি ছাত্রদের ভবিষ্যৎ দিশা ও তার বাস্তবায়নের নানা দিকনির্দেশনা দেন। অন্যদিকে 'কাটিয়াহাটি আল-হেরা একাডেমী'র তিন বিভাগের শিক্ষক শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণ শিবিরও অনুষ্ঠিত হয় কর্মসূচি দ্বিতীয় পর্যায়ে। শিক্ষকরা কিভাবে পড়াবেন, কিভাবে কথা বলবেন, শারীরিক ভাষা কেমন হবে, কিভাবে ছাত্রছাত্রীদের স্বপ্ন দেখাবেন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হয় ওই শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিবিরে। সভায় উপস্থিত ছিলেন 'কাটিয়াহাটি আল-হেরা একাডেমি'র সম্পাদক হাজী আকবর আলি সরদার, ডিরেক্টর বিশিষ্ট শিক্ষক আবুসিদ্দিক খান, ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য হাফেজ আবু বকর সরদার প্রমুখ।

বালির বস্তা দিয়ে ভাঙন রোধের কাজেও দেদার দুর্নীতির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: বালির বস্তা দিয়ে ভাঙন রোধের কাজেও দেদার দুর্নীতি! বস্তা ভর্তি বালি নিয়ে গঙ্গা ভাঙ্গন প্রতিরোধ করার কথা থাকলেও নৌকায় করে আসা বস্তা গুলোতে অর্ধেকের চেয়ে কম থাকছে বালি! শুধু তাই নয়, বালির বদলে বস্তায় মাটি! আর যা নিয়েই ক্ষোভ প্রকাশ করে বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন সামশেরগঞ্জের পশ্চিম দেবিদাসপুর গ্রামের বাসিন্দারা। শনিবার বিকেলে গ্রাম বাসীদের দফায় দফায় বিক্ষোভ ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় এলাকায়। আটকে দেওয়া হয় বালি বোঝাই চারটি নৌকা। গ্রাম বাসীদের প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়ে পালিয়ে যান কন্ট্রাকটর। উল্লেখ্য, ২০২০ সালের পর থেকে গঙ্গার ভয়াবহ ভাঙনে বিপর্যস্ত হয়ে ওঠে মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জের বিভিন্ন প্রান্ত। ভাঙ্গন রোধে কাজ নিয়ে কেন্দ্র রাজ্য টানাপোড়েনের মধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভাঙন অধ্যুষিত এলাকার জন্য ১০০ কোটি টাকাও বেশি টাকা বরাদ্দ করেন। সেই মোতাবেক বালির বস্তা দিয়ে শুরু হয় কাজ। সামশেরগঞ্জের চাচন্ড, লোহরপুর সিকদারপুর, দেবীদাসপুর সহ বিভিন্ন প্রান্তেই চলছে বালির বস্তা দিয়ে ভাঙ্গন প্রতিরোধের কাজ। কিন্তু এই কাজ নিয়ে প্রথম থেকেই কার্যত ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন গ্রামবাসীরা। প্রায় সব জায়গাতেই ভাঙ্গন প্রতিরোধের কাজে ব্যাপক দুর্নীতি হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন তারা। শনিবার বিকেলে ভাঙন প্রতিরোধের কাজে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে কার্যত বিক্ষোভে সরব হন শামশেরগঞ্জের পশ্চিম দেবীদাসপুর গ্রামের বাসিন্দারা। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, শুধুমাত্র বস্তা গণনা করা হচ্ছে। প্রতিটি বস্তায় ৩৫ কেজির উপড়ে বালি আসার কথা থাকলেও অর্ধেকেরও কম করে নিয়ে আসা হচ্ছে বালি। ১৫ থেকে ১৬ কেজি করে বালি থাকছে সেই বস্তাগুলোতে। শুধু তাই নয়, কোন কোন বস্তায় বালির বদলে মাটি ভরে নিয়ে আসা হচ্ছে। বারবার কন্টাকটারকে অভিযোগ করেও কোনরকম কাজ হচ্ছে না বলেই অভিযোগ গ্রামবাসীদের। অবিলম্বে গঙ্গা ভাঙন প্রতিরোধের কাজে দুর্নীতি বন্ধ করে স্বচ্ছ ভাবে কাজ করার দাবিতে সরব হয়েছেন সাধারণ মানুষ।

ক্যানিংকে যানজট মুক্ত করতে প্রশাসনিক প্রচার

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● ক্যানিং

আপনজন: ইংরেজ আমলের ঐতিহ্যবাহী শহর ক্যানিং। বর্তমানে মাতলা ১ ও ২ এবং দিঘীরপাড় পঞ্চায়েতের অধিনস্ত ঐতিহ্যবাহী তথা সুন্দরবনের প্রবেশদ্বার ক্যানিং শহর। প্রতিদিনই লক্ষ লক্ষ মানুষজন এই শহরের বুক দিয়ে বাস,অটো,টোটো,ম্যাজিক গাড়ি কিংবা ট্রেনে করে কলকাতায় যাতায়াত করেন।এমনকি দেশ বিদেশের হাজার হাজার পর্যটকরা ক্যানিং হয়ে সুন্দরবন ভ্রমণ করতে যান।এহেন ক্যানিং শহরের নাম পৃথিবী খ্যাত। বর্তমানে শহরের বিভিন্ন প্রান্তে নোংরা আবর্জনায় ভরপুর,ফুটপাথ জবরদখল করে অবৈধ দোকানপাট গজিয়ে ওঠা।যত্রতত্র বাস,অটো,টোটোর দৌরাত্ম্যে যানজট সৃষ্টি হয়। যাতায়াতের জন্য চরম ভোগান্তিতে পড়তে হয় সাধারণ মানুষদেরকে। ক্যানিং শহরের বাসস্ট্যান্ড এলাকায় সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত যানজট একটা নিত্যদিনের রুটিন হয়ে গিয়েছে। এই নির্দিষ্ট রুটিনের ফলে পাঁচ মিনিটের রাস্তা যাতায়াত করতে সময় লাগে ত্রিশ থেকে চল্লিশ মিনিট পর্যন্ত। ঐতিহ্যবাহী ক্যানিং শহরের পরিকাঠামো ভাবে এমন অব্যবস্থার জন্য সাধারণ মানুষ সামাজিক মাধ্যমকে হাতিয়ার করে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়।ঐতিহ্যবাহী ক্যানিং শহর যাতে তার ঐতিহ্য ফিরে পায়। এমন ঘটনার পর নড়েচড়ে বসে প্রশাসন।শনিবার প্রশাসনের তরফে নির্দিষ্ট করে সতর্কবার্তা মাইকিং করে সমগ্র ক্যানিং শহরে সচেতনতার বার্তা দেওয়া হয়।এমনকি ডেডলাইনও বেঁধে দেওয়া হয়।আগামী ৩ জুলাইয়ের মধ্যে ফুটপাথ দখল করে অবৈধভাবে গজিয়ে ওঠা দোকান সরিয়ে নিতে হবে।জনসাধারণের যাতায়াতের সুবিধার জন্য উন্মুক্ত করতে হবে ফুটপাথ। কোনপ্রকার দখলদারী,গাজোয়ারী এমনকি দাদা,দাদা দিদির সুপারিশও গ্রাহ্য করা হবে না। এছাড়াও অটো, টোটো, ম্যাজিক এবং বাস চালকদেরকেও সতর্ক করা হয়। যত্রতত্র গাড়ি নিয়ে দাঁড়ানো যাবে না।দৌরাত্ম্য বন্ধ করতে হবে। যাতে করে যানজট না হয় সেদিকে নজর রাখতে হবে। কোন ভাবেই ক্যানিং শহরের ঐতিহ্য ক্ষুন্ন হতে দেওয়া যাবে না। পাশাপাশি প্রশাসনের তরফে সমস্ত যানবাহন যাতে ক্যানিং নতুন বাসস্ট্যান্ড থেকে যাতায়াত করে তারজন্য ১৫ জুলাই থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।এদিন সকালে ক্যানিং মাতলাব্রীজ রোডের রবীন্দ্র মূর্তির পাদদেশ থেকে শুরু করে সমগ্র ক্যানিং শহর পরিক্রমা করে প্রশাসনের পক্ষ থেকে মাইকিং করে সতর্কবার্তা এবং নির্দিষ্ট ভাবে ডেডলাইন বেঁধে দেওয়া হয়। নির্দিষ্ট ডেডলাইন অতিক্রম করার পর ক্যানিং স্বাভাবিক ছন্দে না ফিরলে প্রশাসনের তরফ থেকে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণের হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়।

ভেনামি চিংড়ি চাষে ক্ষতির মুখ দেখছেন চাষিরা

আসিফা লস্কর ● পাথরপ্রতিমা

আপনজন: দীর্ঘ সাফল্যের পর ভেনামি চিংড়ি চাষে ক্ষতির মুখ দেখছেন চাষিরা। সুন্দরবনের উপকূলীয় এলাকায় বেশ কয়েকবছর ধরে এই চিংড়ি চাষ করে মৎস্যজীবীরা আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছিলেন। কিন্তু এবছর কিছু চাষি হঠাৎ ক্ষতির সম্মুখীন হন। খোঁজ নিয়ে জানা গিয়েছে, প্রাচীন পদ্ধতিতে দেশীয় বাগদা চিংড়ি চাষ করলে হেক্টরপ্রতি ৪০০ থেকে ৫০০ কেজির মতো বাগদা চিংড়ি উৎপাদন সম্ভব। তবে এই চিংড়ি নিবিড় পদ্ধতিতে চাষ করলে হেক্টর প্রতি দেড় টন থেকে দুই টন চিংড়ি পাওয়া সম্ভব। অন্যদিকে, ভেনামি চিংড়ি চাষ করা হলে হেক্টর প্রতি ৮ থেকে ১০ টন পর্যন্ত চিংড়ি পাওয়া সম্ভব। এতে লাভ হয় প্রচুর। কিন্তু সঠিক উপায়ে ভেনামি চিংড়ি চাষ না করা গেলে ওই চিংড়ি চাষে ক্ষতি হতে পারে। জল ও বর্জ্য পদার্থ শোধন, বায়ু সঞ্চালন, স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা, রোগের তথ্য সংরক্ষণ, খাদ্য প্রয়োগসহ অন্যান্য তথ্য না রাখলে এই চিংড়ি চাষে ক্ষতি হতে পারে। এই চিংড়ি চাষে ৯০ দিনের কালচারের সময় লাগে। সেই কালচারের সময় কম হলে অথবা মড়ক দেখা দিলে এই চিংড়ি চাষে ক্ষতির মুখে পড়তে পারে মৎস্যজীবীরা।

রাধানগরে বিদ্যুৎ অফিস ভাঙচুর, গ্রেফতার ১০

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: রাধানগরে বিদ্যুৎ অফিস ভাঙচুর চালায় স্থানীয় কিছু যুবক, পুলিশি তৎপরতায় ঘটনাস্থল থেকেই গ্রেপ্তার ১০ জন। বিষ্ণুপুর থানার রাধানগরে রয়েছে বিদ্যুৎ দপ্তরের একটি শাখা অফিস। সেখানেই স্থানীয় কিছু যুবক ভাঙচুর চালায় বিদ্যুৎ দপ্তরের ওই অফিসে। অভিযোগ বেশকিছু দিন ধরে এলাকায় বিদ্যুৎ বিভ্রাট হচ্ছিল। যে কারণেই এলাকার বেশ কিছু যুবক একজোট হয়ে বিদ্যুৎ দপ্তরে যায় সেখানেই উত্তেজিত হয়ে বিদ্যুৎ দপ্তরে কর্মীদের সঙ্গে বাক্য বিনিময়ে জড়িয়ে পড়ে। এরপরেই স্থানীয় যুবকরা উত্তেজিত হয়ে ভাংচুর চালায় ওই বিদ্যুৎ দপ্তরের অফিসে। জানা যায় বেশ কিছু কম্পিউটার, চেয়ার টেবিলে ভাঙচুর চালায় তারা। ভাঙচুর করে অফিসে থাকা অন্যান্য জিনিসপত্রও। ঘটনার খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ। ঘটনাস্থল থেকেই হাতে নাতে দশ জন যুবককে আটক করে বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ। পরে বিদ্যুৎ দপ্তরের অভিযোগের ভিত্তিতে ওই ১০ যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়। আজ প্রত্যেক অভিযুক্তকে তোলা হয় বিষ্ণুপুর মহকুমা আদালতে বিষ্ণুপুর থানা পুলিশের পক্ষ থেকে।

উচ্ছেদ নিয়ে আইন সবাইকে মানতে হবে: ফিরহাদ হাকিম

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: জমি দখল নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সক্রিয় হতে বলেছেন। তার জন্য মানুষের সাহায্য দরকার। কিছু অসাধু ব্যক্তি নিজের স্বার্থে এটা বেআইনি ভাবে ব্যবহার করছেন বলে জানান মেয়র। শনিবার কলকাতা পুরসভায় সরাসরি মেয়রের সঙ্গে ফোনে কথা বলার অনুষ্ঠানে মেয়র বলেন, অনেক জায়গায় গঙ্গার পাড় ভাঙছে। আমরা যারা বাসস্থান হারাচ্ছি তাদেরকে বিকল্প ব্যবস্থা করে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। উচ্ছেদ নিয়ে মেয়র বলেন আইন সবাইকে মানতে হবে। আমার জীবন যাপন করার অধিকার আছে। কিন্তু আমাদের আইন মানতে হবে। আমরা চাই না বুলডোজার দিয়ে ভেঙে গুড়িয়ে দেব। আমরা চাই যে হকারদের সিস্টেমের মধ্যে নিয়ে এসে সমস্যার সমাধান করতে। লিভ আন্ড লেট লিভ করতে হবে। বেরোনো আর ঢোকার রাস্তা ছেড়ে রাখতে হবে। সেটা সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ আছে। যেটা এন আর এস হয়েছে। চলাচলের পথ ফাঁকা রাখতে হবে। রাস্তায় যদি দাঁড়াতে না পারে তাহলে তো একটা বড় বিপদ হয়েছে। আমাদের অভিযান চালাতে হবে কেন। একটা সুস্থ সমাজে কেন বলতে হবে। মানুষ নিজেই তো সরিয়ে দেবে বলে মন্তব্য করেন মেয়র।

ইলেকট্রিক শক লেগে মৃত্যু হল যুবকের

নকিবউদ্দিন গাজী ● সাগর

আপনজন: স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার গঙ্গাসাগরের মুড়িগঙ্গা ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বামনখালী এলাকায় আজ দুপুর নাগাদ বাড়িতে ইলেকট্রিকের কাজ করছিল গৌরহরি দাস নামের বছর ৩৬ এর এক যুবক এরপর ইলেকট্রিক শক লাগে তড়িঘড়ি বাড়ির লোকেরা যুবককে উদ্ধার করে সাগর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করে। খবর পেয়ে সাগর থানার পুলিশ এসে ওই যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে কাকদ্বীপ মর্গে। তার মৃত্যুতে শোকের ছায়া এলাকায়।

অবসাদে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: মানসিক অবসাদে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করলেন সামশেরগঞ্জের এক প্রধান শিক্ষক। মৃত ওই শিক্ষকের নাম চিন্ময় প্রধান। তিনি সামশেরগঞ্জের গাজিনগর মুক্তি কমিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। মৃত শিক্ষকের বাড়ি বহরমপুরে। দেনায় জর্জরিত হয়ে মানসিক অবসাদেই ওই শিক্ষক আত্মহত্যা করেছেন বলেই জানিয়েছে পরিবারের সদস্যরা। প্রধান শিক্ষকের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ধুলিয়ান অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক। তার মৃত্যুতে পারিবারিক পেনসন সহ বেনিফিট দ্রুততার সঙ্গে করে দেওয়ার বিষয়টি আশ্বস্ত করেছেন এসআই।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

সাত সকালে পথ দুর্ঘটনা বারুইপুরে

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● বারুইপুর

আপনজন: শনিবার সাত সকালে ভয়াবহ দুর্ঘটনা বারুইপুরে,মৃত দুই,গুরুতর আহত তিন।বারুইপুর থানার সাহাপাড়া এলাকায় শনিবার সকালে একটি সব্জি বোঝাই বোলেরো গাড়ি সূর্যপুর হাট থেকে সব্জি কিনে বিক্রির জন্য কলকাতার বাজারে যাওয়ার পথে বারুইপুর সাহা পাড়ার কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে একটি বিদ্যুতের খুঁটিতে ধাক্কা মারে।সেই সময় বারুইপুরের দিক থেকে জয়নগরের দিকে আসা একটি বালি বোঝাই লরি ওই দুর্ঘটনাগ্রস্ত বোলেরো গাড়িকে ধাক্কা মারে। এই দুর্ঘটনার ফলে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে দুই সব্জি বিক্রেতার। দুর্ঘটনার বিকট আওয়াজ পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে রক্তাক্ত অবস্থায় গুরুতর আহত তিনজনকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। তাদের অবস্থা আশঙ্কা জনক থাকায় সাথে সাথে চিকিৎসকরা কলকাতার চিত্তরঞ্জন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে দেয়।দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে চলে আসে বারুইপুর থানার পুলিশ। মৃতদেহ দু'টি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে তদন্তের কাজ শুরু করেছে বারুইপুর থানার পুলিশ।

তৃণমূলের রক্তদান উৎসব বাড়বেড়িয়ায়

সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: মন্ত্রী পুলক রায়ের নির্দেশে এবং বহিরা অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে ঘরসপল্পে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হল। উল্লেখ্য, রাজ্যের মন্ত্রী পুলক রায় রক্তের ঘাটতি মেটাতে তাঁর নিজের কেন্দ্রের ১৩টি অঞ্চলেই তিনটি করে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করার কথা বলেছেন। সেই মতো শনিবার বহিরা অঞ্চলে সেই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন হাওড়া জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ অজয় মণ্ডল,উলুবেড়িয়া-১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অতীন্দ্র শেখর প্রামাণিক,পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ শেখ মুরাদ আলি, হাওড়া গ্রামীণ জেলার তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি দেবাশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়,উলুবেড়িয়া দক্ষিণ কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের যুব সভাপতি সেলিম মোল্লা,বহিরা অঞ্চলের কার্যকরী সভাপতি রহিম মীর প্রমুখ।

দুষ্কৃতী তাণ্ডব নবাবপুরে

সেখ আব্দুল আজিম ● হুগলি

আপনজন: শনিবার দিনে দুপুরে তাণ্ডব দুষ্কৃতীদের। চন্ডীতলা থানার অন্তর্গত নবাবপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে ছিটি পুকুর উত্তরপাড়ার বাসিন্দা সেখ আমজেদকে দিনে দুপুরে কয়েকজন বহিরাগত দুষ্কৃতি মারধর করতে থাকে। পথচারীরা দুষ্কৃতীদের ধরে ফেলে চলে গণধোলাই। চন্ডীতলা থানায় খবর গেলে তৎক্ষণাৎ পুলিশ চলে আসে। একটি বাইক এবং তিনজনকে গ্রেফতার করেছে চন্ডীতলা থানার পুলিশ। দুষ্কৃতদের চন্ডীতলা গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসা করা হয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে চন্ডীতলা থানার পুলিশ।

দৈনিক বাংলা সংবাদপত্র
আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

রবি-আসর

- প্রবন্ধ: সারমাদ শহীদ: মুঘল ভারতের এক রহস্যপুরুষ
- নিবন্ধ: ফুটপাত, ফুডপাত ও ফুটো পাতের গল্প
- বিশেষ নিবন্ধ: উত্তরবঙ্গের বর্ষাকাল এবং নদী সমূহ
- ধারাবাহিক গল্প: রূপা এখন একা
- ছড়া-ছড়ি: বর্বরোচিত

মুঘল ভারতের এক রহস্যপুরুষ

সারমাদ শহীদ

সারমাদের জন্ম ১৫৯০ সালে আর্মেনিয়ার ইহুদি পরিবারে। ইহুদি এবং খ্রিষ্টীয় শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন অল্প বয়সেই। বাদ থাকেনি পারসিক সংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতেও। পরবর্তীতে গ্রহণ করেন ইসলাম ধর্ম। মুসলিম বিশ্বের অন্যতম প্রভাবশালী দার্শনিক মোল্লা সাদরার কাছ থেকে করেন শিক্ষা লাভ। লিখেছেন **আহমেদ দীন**।

বেপরোয়া বলে কুখ্যাতি ছিল। মানতেন না স্বয়ং সম্রাটকেও।
একদিন কোথাও যাচ্ছিলেন সম্রাট। যথারীতি তিনিও বসে ছিলেন পথের পাশে। তাকে দেখে সওয়ারি থেকে নেমে এগিয়ে এলেন সম্রাট। কাপড় দিয়ে ঢাকতে বললেন শরীর। কিন্তু নিতান্ত উপেক্ষায় জবাব এলো, "প্রয়োজন মনে হলে তুমিই ঢেকে দাও, পাশেই রাখা আছে কম্বল"।
কম্বলটা টান দিতেই হতভম্ব সম্রাট। কেটে রাখা অনেকগুলো তাজা মাথা। তারই ভাই, ভাইপো এবং আত্মীয়দের; যাদের তিনি নিজেই হত্যা করেছিলেন পূর্বে। বেপরোয়া লোকটি মুখ খুললেন আরেকবারের জন্য, "এবার তাহলে বলো কী ঢাকবো? আমার শরীর নাকি তোমার পাপ?"
আলোচিত সম্রাট মুঘল শাসক আওরঙ্গজেব এবং বেপরোয়া রহস্যময় ব্যক্তিটি সারমাদ শহীদ। হয়তো গল্পটা অনেকটাই অতিরঞ্জিত, কিন্তু যুগ যুগ ধরে লোকমুখে প্রচলিত আখ্যানতে উত্থাপিত হয়েছে দুজনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।
সপ্তদশ শতকের মুঘল ভারত। বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনের নতুন জোয়ার চলছে চারদিকে। বারানসির গঙ্গাপাড় থেকে দিল্লি পর্যন্ত হচ্ছে জ্ঞানতাত্ত্বিক তর্ক-বিতর্ক। প্রাচীন ভারতীয় ন্যায় ও জৈন দর্শনের সাথে মুসলিম সুফি ইবনুল আরাবির 'ওয়াহদাতুল ওজুদ' মতবাদের তুলনা আলোচনা তখন তুঙ্গে। চলছে দার্শনিক ইবনে রুশদ্ থেকে সুফি জালালুদ্দিন রুমিকে নিয়ে ব্যাখ্যা। নব্য প্লেটোবাদীবাদীদের তত্ত্বও বাদ যায়নি। ইউরোপীয়দের আগমনের আগেই আধুনিকতা যেন পৌঁছে গেছে ভারতের মাটিতে। আর তাকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন সম্রাট আকবরের প্রপৌত্র দারা শিকোহ। কিন্তু পরিণাম তার ভালো হয়নি। নিজের অধিকার দিল্লির মসনদ থেকে কেবল বঞ্চিতই করা হলো না, নিশ্চিৎ করা হলো মৃত্যু। শত্রুর শেষ রাখতে নেই। তাই হয়তো পরিণাম ভালো হলো না দারা শিকোহর অন্যতম প্রিয় ব্যক্তি সারমাদের জন্যও। আওরঙ্গজেব তাকে শিরোচ্ছেদে মৃত্যুদণ্ড দেন। অথচ যে সকল অপরাধের জন্য তাকে দণ্ড ভোগ করতে হলো; তা থেকে তিনি মুক্ত। ক্ষমতার কাণ্ড দেখে কেবল হেসেছেন তিনি। আর কথাগুলো হয়ে উঠেছে কবিতা- 'যুম বা দরে মারেফাত গাদায়ে না কুনান', বা পরম সত্যের দরজা ভিন্ন আমি কারো কাছে ভিক্ষা চাই না।
সারমাদের জন্ম ১৫৯০ সালে আর্মেনিয়ার ইহুদি পরিবারে। ইহুদি এবং খ্রিষ্টীয় শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন অল্প বয়সেই। বাদ থাকেনি পারসিক সংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতেও। পরবর্তীতে গ্রহণ করেন ইসলাম ধর্ম। মুসলিম বিশ্বের অন্যতম প্রভাবশালী দার্শনিক মোল্লা সাদরার কাছ থেকে করেন শিক্ষা লাভ। তুলনামূলক ধর্মের আলোচনায় বিশেষ অনুরাগ ছিল তার। মওলানা আবুল কালাম আজাদের মতে, তাঁর আরবি আর ফারসি ভাষার দখল ছিল 'দরজায়ে কামেল' বা সহজ কথায় বিস্ময়কর। তার নিজের জবানে-
সারমাদ! তু হাদিসে কাবা ও
দ্যায়ের মা কুন
দর ওয়াদিয়ে শক চু গুমরাহোঁ
স্যায়ের মা কুন
হাঁ শেওয়ায়ে বন্দগি যে শ্যায়তান
আমুয
য়াক কিবলা গুযি, সিজদায়ে বর
গ্যায়ের মা কুন'।
ও সারমাদ, কাবা আর মন্দিরের
গল্প বলো না আর,
সন্দেহের অন্ধ গলিতে ঘুরে মরো
না আর,
শিখতে হয় তো শয়তানের কাছ
থেকে শিখে নাও বন্দেগী,
সিজদা করতে হয় শুধু
একজনকেই, অন্য আর কারো
সামনে না।
(সারমাদ শহীদের রুবাইয়্যাত, পৃষ্ঠা- ৭৪)
১৬৩১ সালে থাট্টায় আগমন করেন সারমাদ শহীদ। ভারতের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির কথা শুনে আট দশজনের মতোই আসাটা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যেই। মুঘল ভারতের প্রশাসনিক ভাষা তখন ফারসি এবং পারসিক পণ্যের বাজারও ছিলো বেশ চড়া। বর্তমান করাচির কাছাকাছি শহরটি ছিল তৎকালীন মুঘল সাম্রাজ্যের অন্যতম প্রধান বন্দর।
ঐতিহাসিকরা প্রায়ই দাবি করেন, ভারতে প্রবেশ করার অনেক পথ আছে, কিন্তু বের হবার কোনো পথ নেই। সারমাদের জন্য কথাটা আরো বেশি করে সত্য। এখানকার জ্ঞানতাত্ত্বিক তর্ক-বিতর্ক এবং ধর্মালোচনা তাকে মুগ্ধ করে দারুণভাবে। তাই যাই যাই করেও ফিরে যাওয়া আর হয়ে উঠলো না। কোনো এক কবিতার জলসায় পরিচয় হয় হিন্দু বালক অভয় চাঁদের সাথে। ধীরে ধীরে ঘনিষ্ঠ হতে থাকে সম্পর্ক। অভয় চাঁদ তার কাছে থেকে ইহুদি ধর্মের পাশাপাশি হিব্রু ও ফারসি ভাষায় বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেন। প্রথমবারের মতো তাওরাত অনুবাদ করেন ফারসি ভাষায়।
এই সময় থেকেই প্রায়শ তিনি একরকম বিবসন হয়ে থাকা শুরু করেন। বড় করতে থাকেন চুল এবং নখ। এজন্য অবশ্য কেউ কেউ সারমাদকে মালামাতিয়া সুফি সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করতে চান; যারা নিজেদের গুণাবলিকে গোপন করে লোকসমাজে নিজেকে পরিত্যক্ত হিসাবে উপস্থাপন করেন।
সেই যা-ই হোক, অভয় চাঁদকে নিয়ে সারমাদ বসবাস করতেন লাহোরে। তার রহস্যজনক আচরণ নানা রকম প্রতিক্রিয়া তৈরি করে সমাজে। ১৬৪৪ সালে হায়দ্রাবাদে ফিরে আসতে হয়। ততদিনে দাক্ষিণাত্যে সারমাদের অনুসারী দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষত তার পাণ্ডিত্যপূর্ণ বাগ্মীতার কারণে। অধিকাংশই ছিল সরকারি উঁচু পর্যায়ের। সারমাদ অভয় চাঁদকে সাথে নিয়ে মুবিদ শাহকে দাবিস্তান লেখায় সহযোগিতা করলেন। গ্রন্থটি পরবর্তীতে প্রামাণ্য বলে উৎস হিসেবে স্বীকৃত হয়। এদিকে কবি ও আধ্যাত্মবাদী হিসাবে সারমাদের জনপ্রিয়তা তুঙ্গে। জন্ম নিল অজস্র শত্রুও। তার লেখাতেই বোঝা যায়,
কতো শত বন্ধু ক্ষণে ক্ষণে পরিণত
হলো শত্রুতে,
সেই পরমের অনুরাগ বাঁচিয়ে
রেখেছে আমার হৃদয়।
বন্ধুকে দূরে রেখে আমি এককে
করেছি আলিঙ্গন,
অবশেষে আমি হয়েছি সে, আর সে
হয়েছে আমি।
(প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৫৬)
হায়দ্রাবাদ থেকে দিল্লি যাবার পথে আগ্রাতে বিরতি দিলেন। সেবারেই বন্ধুত্ব হলো মুঘল দরবারের সুফি শেখ খাজা সৈয়দ আবদুল কাসিম শাবজুরির সাথে। এদিকে শাহজাদা দারা শিকোহ ছিলেন অতীন্দ্রিয়বাদ ও আধ্যাত্মিকতার প্রতি অনুরাগী। ধর্মের পাশাপাশি দর্শনের প্রতিও তার আগ্রহ ছিলো তীব্র। পিতা সম্রাট শাহজাহানের কাছে আবদার করেন সারমাদের আধ্যাত্মিকতা পরীক্ষার। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বেশকিছু প্রশ্ন করা হলো সারমাদকে। প্রজ্ঞাপূর্ণ উত্তরে শাহজাহান সন্তুষ্ট হলেও নগ্নতার ব্যাপারে প্রশ্ন তুললেন শেষমেশ। এবার সারমাদের জবাব ছিলো কবিতায়-
'অলৌকিককে স্বীকার করেও প্রশ্ন
তুলছো নগ্ন কেনো,
যা কিছু দৃশ্যমান আছে, তাদের
মধ্যে সত্য নেই;
সত্য থাকে খুব গোপনে স্বচ্ছ মনের
তলায় জেনো,
ভালোবাসা খুব যত্নে উঠছে বেড়ে
সেই বুকেই'।
সারমাদকে আর জিজ্ঞাসা করা হয়নি। শাহজাদা দারা শিকোহ সেই থেকেই তার শিষ্য বনে গেলেন। গুরুর নির্দেশনায় মুঘল দরবারকে পরিণত করলেন আন্তঃধর্মীয় আলোচনার অন্যতম কেন্দ্রে। সামনে আসতো প্রাচীন ভারতীয় দর্শন ও ধর্ম, পারসিক চিন্তাধারা, গ্রিক অধিবিদ্যা আর সেই সাথে মুসলিম দার্শনিকদের বিভিন্ন মতবাদ। যেমনটা পিতামহ আকবরের (১৫৫৬-১৬০৫) সময়ে হয়েছে। মুসলিম শায়খদের পাশাপাশি উপস্থিত হতেন হিন্দু পণ্ডিতগণ। নানা বিশ্বাস ও অঞ্চলের জ্ঞানীরাও আমন্ত্রিত হতে থাকেন। বিষয়টা শাহজাদা আওরঙ্গজেব ঠিক ভালোভাবে নেননি। তাছাড়া উত্তরাধিকার প্রশ্ন তো ছিলোই। এজন্য দারার পাশাপাশি সারমাদও পরিণত হন চক্ষুশূলে।
শাহজাহান দুর্বল হয়ে পড়লে সাম্রাজ্যের ভার বিভক্ত হলো। সুজা ও মুরাদ বাংলায়, আওরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যে এবং দারা শিকোহ দিল্লিতে থাকলেন। ক্রমে উত্তরাধিকারের জন্য দারা শিকোহর সমর্থক ও আওরঙ্গজেবের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে পড়লো। বলা ভালো, দারার সমর্থকেরা ছিল শিখ, শিয়া, সুফি এবং সুন্নিসহ প্রায় সব মতের। আওরঙ্গজেব পৃষ্ঠপোষকতা দিতেন কেবল গোঁড়া সুন্নিপন্থীদের। দিনশেষে জয়ী হলেন আওরঙ্গজেব। আর তাই দারা শিকোহ সমর্থকদের উপর নেমে এলো খড়গ। স্বয়ং দারাকেই হত্যা করা হলো ১৬৫৯ সালে।
নতুন সম্রাটের বিচারক মোল্লা কাওয়ি সামনে আনলেন সারমাদের মামলা। আসলে সারমাদ দারা শিকোহর কাছের মানুষ, এটাই ছিল তার বড় অপরাধ। কিন্তু মৃত্যুদণ্ড দেবার জন্য একটা অজুহাত দরকার। রাজনীতিতে ধর্মকে জড়ানোর চিরকালীন প্রথা আরো একবারের জন্য প্রয়োগ করা হলো। প্রথমেই একটা রুবাইয়্যাত দেখিয়ে দাবি করা হলো সারমাদ নবী মুহম্মদ (সা.) এর মি'রাজকে অস্বীকার করেছে। রুবাইয়্যাতটি নিম্নরূপ-
'পরম সত্যের রহস্য যে জানে,
সে বিশাল আকাশ থেকেও
বিশালতর হয়ে যায়;
মোল্লা বলে মুহম্মদ জান্নাতে
আরোহণ করেছিলেন,
সারমাদ বলে জান্নাত নেমে
এসেছিল মুহম্মদের সামনে'।
মাওলানা আবুল কালাম আজাদের মতে, তিনি যে স্তরে পৌঁছেছিলেন, মোল্লাদের প্রলাপ সেখানে পৌঁছায় না। (সারমাদ শহীদের রুবাইয়্যাত, পৃষ্ঠা- ৩৬)
সে যা-ই হোক, সারমাদের উপর পরবর্তী অভিযোগ এলো নগ্নতা নিয়ে। মোল্লা কাওয়ি আসলেন কারণ জানতে, 'তোমার তো এতো জ্ঞান, তবে নগ্ন থাকো কেন'? সারমাদ জবাব দিলেন, কী করি, শয়তান আমার উপর কাওয়ি (আসীন; শাব্দিকভাবে কাওয়ি অর্থ আসীন হওয়া) হয়েছে। তারপর শোনালেন একটা রুবাইয়্যাত-
আমার দীর্ঘাঙ্গি প্রিয় তুচ্ছ করে
রেখেছে আমায়,
মদিরায় ছলছল চোখ তার, হুশ
কেড়েছে আমার;
নিজের আলিঙ্গনে রেখে নিজেই
খুঁজে ফিরি তারে,
এ যে আশ্চর্য তস্কর, কেড়ে নিল
বসন আমার।
শুনে কাজি রেগে গেলেও আওরঙ্গজেব আরেকটু শক্ত করতে চাইলেন অভিযোগ। কয়েকজন বৃদ্ধ ডেকে তাদের সামনে হাজির করা হলো সারমাদকে। সম্রাট প্রশ্ন করলেন প্রথমে- 'লোকে বলে দারা সম্রাট হবে বলে সারমাদ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল। কথাটা কি সত্য'? জবাব এলো, 'হ্যাঁ, আমার ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয়ে হয়েছে। দারা শিকোহ এখন অনন্তের সম্রাট'।
এরপর এলো নতুন অভিযোগ। সারমাদকে কালেমা পাঠ করতে বলা হলো। কারণ বহুল প্রচলিত ছিল সে 'লা ইলাহা' বা 'উপাস্য নেই' এর বেশি পড়ে না। দেখা গেলো ঘটনা সত্য। উলামারা সারমাদকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। সারমাদ সহজ ভঙ্গিতে জবাব দিলেন, 'আমি এখনো 'না' এর স্তরে আছি; হ্যাঁ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারিনি। 'আল্লাহ ছাড়া' যোগ করতে গেলে তা মিথ্যা বলা হবে। যা ভেতর থেকে আসে না, তা কেমন করে বলি'?
উলেমাদের চোখে সারমাদের এই কথা সুস্পষ্ট কুফরি। হয় তওবা করতে হবে, নয়তো মৃত্যুদণ্ড। সারমাদ তওবা করতে অস্বীকার করলেন। ওলেমারাও ফতোয়া দিতে বিলম্ব করলো না। ঠিক পরের দিন তাকে নেয়া হলো বধ্যভূমিতে। সময়টা ১৬৬১ খ্রিস্টাব্দ। আওরঙ্গজেবের রাজগদিতে বসার তিন বছর পূর্ণ হয়নি তখনো। আসাদুল্লাহ নামের এক দরবেশ সারমাদের ভক্ত ছিলেন। অবস্থার জটিলতা বুঝতে পেরে কাছে গিয়ে বললেন, 'লোকেরা আপনার সাথে এমন ব্যবহার করছে। আপনি একটু অভ্যাস বদলালেই তো হয়।'
সারমাদ আবৃত্তি করলেন জবাবে,
উম্র য়েস্ত কে আওযাহ মনসর
কেহেন শুদ,
মন আয সরে নও জলওয়া দেহেম
দার রসন রা;
অর্থাৎ বহুদিন কেটে গেছে মনসুরের
আনাল হকের পর,
এবার আমি এলাম বদ্ধভূমিতে
লাবণ্য দিতে। মানসুর হাল্লাজ ছিলেন মুসলিম সুফিবাদের অন্যতম বিখ্যাত চরিত্র। 'আনাল হক্ব' বা 'আমিই সত্য' দাবি করার জন্য তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। পরবর্তীতে অনেক সুফি এমনকি ধর্মতাত্ত্বিকেরাও মানসুরকে স্বীকার করেছে সুফিবাদের শহীদ হিসাবে।
যাহোক, সারমাদকে টেনে নেয়া হলো বাজারের মধ্য দিয়ে। রায় দেখার জন্য দলে দলে মানুষ এসেছিল। দর্শকের এই কোলাহল তাকে সামান্যও বিচলিত করেনি। বরং উচ্চারণ করলেন-
বা যর্ম ইশক ত আম মিকশান্দ ও
গোগায়েস্ত,
ত মিম্বরে বর সরে বাম আ- কে
খশ তামাশায়েস্ত।
অর্থাৎ তোমার প্রেমিক হবার
অপরাধে বাজারে টেনে আনা হলো
আমায়,
কী কোলাহল! ওগো, চৌকাঠে
এসে দাঁড়াও, দেখো কী অপূর্ব
উৎসব!
সারমাদ আল্লাহর প্রেমে এমন গভীরভাবে অভিন্ন হয়েছিলেন যে তিনি মাত্র একবারই মাথা তুলে চেয়েছিলেন- এমনটাই দাবি করেছেন মওলানা আবুল কালাম আজাদ। যখন ঘাতক ঝকঝকে তলোয়ার হাতে সামনে এগিয়ে এলো, ঘাতকের চোখে চেয়ে ঈষৎ হাসলেন তিনি। হয়তো কিছুক্ষণ ভাবলেন। তারপর বললেন –
ফিদায়ে তু সাহাবিম,
বায়াঁ বায়াঁ, কে তা হার সুরতে মে
আয়ি,
মান তারা খুব মি শানাসাম।
অর্থাৎ আহা! তোমার জন্য মরণে
কী সুখ!
এসো! এসো! যে সাজেই সাজো
তুমি
আমি তোমাকে চিনি।
সারমাদের শিরচ্ছেদ করা হয় দিল্লির জামা মসজিদের কাছে। কিংবদন্তি আছে, তার কর্তিত মুখ থেকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' উচ্চারিত হয়। তাকে সমাধিস্থ করা হয় সে জায়গাতেই। সমাধিটা এখন তীর্থ ভূমি হিসাবে পরিগণিত। ধনী দরিদ্র সবাই আসে সূরা ফাতিহা ঠোঁটে ধরে। সারমাদ বোধ হয় আগেই বুঝতে পেরেছিলেন এই কথা। হয়তো এজন্যই বলা হয়েছিল-
উ সরে তরবাত হাফিয চ গুজরে
হিম্মত খোয়াহ,
কে যেয়ারত গাহে রিন্দা জাহা
খোয়াহাদ বুদ
অর্থাৎ আমার সমাধি পাশে সম্ভ্রম
মনে এসো, জেনে রেখো
প্রেমের আঘাতে দীর্ণ সবার জন্য
এই সমাধি হবে উপসনালয়।
সারমাদ শহীদ। মুসলিম সুফিচিন্তায় অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব বলে স্বীকৃত হন পরবর্তীকালে। স্বীকার করা হয় মানসুরে সানী বা দ্বিতীয় মানসুর হাল্লাজ হিসাবে। তার কবিতা আলোচিত হয় রুমি, হাফিজ, গালিব এবং ইকবালের মজলিসে। শুধু দারা শিকোহ না, সারমাদ শহীদের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে আওরঙ্গজেব মুঘল সাম্রাজ্যকে এমন এক উচ্চতায় আসীন করলেন, যার ঠিক পরেই ছিল অপ্রতিরোধ্য পতন।

ফুটপাত, ফুডপাত ও ফুটো পাতের গল্প

মুদাসসির নিয়াজ

আমরা যারা হররোজ ট্রেনে-বাসে বাদুড়ঝোলা হয়ে কলকাতা বা শহরতলিতে কাজ করতে আসি, তারা সাধারণত বাস থেকে নেমে কিছুটা পদব্রজে কর্মক্ষেত্রে যাই। অফিস যেতে ফুটপাত আমাদের সবেধন নীলমণি। কিন্তু সেখানেও স্বস্তি নেই। হাওড়া স্টেশনের সাবওয়ে থেকেই শুরু হয়ে যায় হকারদের উপদ্রব বা দৌরাত্ম্য। চব্বিশ ইন্টু ছয় - দুবেলা চলে আমাদের যন্ত্রণায় পদচারণা। ইডলি-ধোসা, মোমো, রোল-চাউ-মোগলাই, ঝালমুড়ি, পেয়ারা, চা-বিস্কুট, বিড়ি-সিগারেট, খৈনি-গুটখা থেকে শুরু করে খবরের কাগজ, রুমাল, মোবাইলের কভার, হেডফোন আরও কত কী বসে পসরা সাজিয়ে। দেদার চলে রমরমা ব্যবসা। আর যারপরনাই দুর্ভোগ পোহাতে হয় আমাদের। ফুটপাতের এইসব অস্থায়ী দোকানদারদের মেজাজ বা টেম্পার এত বেশি যে, মুখ লাগানোই মুশকিল। কথা কাটাকাটি থেকে বচসা শুরু হলে ওদের লোকজন এসে রীতিমতো চোখ রাঙিয়ে, কলার ধরে, গলা ধাক্কা দিতে দিতে নিয়ে যাবে অজানা গন্তব্যে। যেন আপনি মিস্টার ডেলি প্যাসেঞ্জার অপরাধী। তাই উপরি পাওনা হিসেবে কদাচিৎ জুটতে পারে, 'চল ফোট ইঁহাসে' কিংবা 'মারেগা ঝাপড়, জিন্দেগী ভর ইয়াদ রহেগা' ইত্যাদি অমৃত ভাষণ। কখনও সখনও আরো আগে বেড়ে যা শুনতে হয়, তা আর কহতব্য নয়। এদের অধিকাংশই অবাঙালি। মগের মুলুক নাকি রে বাবা। আমরাও তো রক্ত মাংসের মানুষ। এমন অভব্যতা আলবাৎ আপনার আমার আত্মসম্মানে লাগে, লাগবে, লাগারই কথা। অগত্যা আমরা কেউ কেউ এর বিহিত চেয়ে নিরুপায় হয়ে পুলিশের কাছে যাই। বিশেষ করে যারা একটু রাশভারি লোক, তারা এর শেষ দেখে ছাড়ার প্রতিজ্ঞা করে বসেন। কিন্তু পেট বড় বালাই। ওদেরও তো খিদে পায়। আর খিদে পেলে ওরা ইয়ে (উহ্য) খায়। আপনার আমার মতো ভাত তরকারি খেলেও এদের পেট ভরে না। তাই ওরা কেয়ার অফ ফুটপাতওয়ালাদের থেকে মাসোহারা নেয়। গোদা বাংলায় বললে, তোলা নেয় বা ঘুস খায়। পুলিশ, দাদা, মাস্তান, সিকি-আধুলি মার্কা নেতা এবং সর্বোপরি হকারদের সম্মিলিত দাপটে ফুটপাত এখন ফুডপাথে পরিণত হয়েছে। কলকাতা থেকে শুরু করে জেলা শহরতলির রাস্তাগুলোরও একই দশা। অর্থাৎ ফুটপাত এখন আর ফুটপাত নেই, বেশিরভাগই চলে গেছে দখলদার ও হকারদের কব্জায়। কোথাও গড়ে তোলা হয়েছে অবৈধ স্থাপনা, হনুমানজীর বেদী বা মন্দির, কোথাওবা ত্রিপল খাটানো অস্থায়ী তাঁবু। যেখানে খেটে খাওয়া কুলি-মুটে মজদুররা রাতে মাথা গোঁজার ঠাঁই বানিয়েছে। কোথাও ফুটপাতের ওপর তৈরি হয়েছে মোটর মেকানিক গ্যারেজ। কালিঝুলি মেখে কর্ণবিদারী আওয়াজ, আর কালো ধোঁয়া ছাড়ছে সাইলেন্সার থেকে। কোথাও বাঙালির বহুচলের তুফান তোলার জন্য চায়ের দোকান। সকাল-সন্ধ্যা টিফিন করার জন্য ঘুগনি কিংবা আলুরদম-মুড়ি অথবা তেলেভাজার দোকান। কোথাও ক্ষুর-কাঁচি নিয়ে বসেছেন কম পয়সার নাপিত ভায়া। কত রকম ছোটখাটো ব্যবসা যে ফুটপাতে জাঁকিয়ে বসেছে, তার ইয়ত্তা নেই। মাঝে মধ্যে ফুটপাত দখলমুক্ত করতে অভিযান চালানো হয়। তখন অন্তত কয়েকদিনের জন্য হলেও ফুটপাতগুলি পথচারীর চলাচলের উপযোগী হয়। কিন্তু

কিছু দিন যেতে না যেতেই ফের দখল হয়ে যায় উদ্ধারকৃত ফুটপাত। মহামান্য ফুটপাত বাবাজী আবার যে কে সেই বা তথৈবচ হয়ে যায়। সাধু ভাষায় বললে, শ্রীমান ফুটপাত তার স্বমহিমায় ফিরে যায়। এ যেন চোর-পুলিশ বা রোদ-বৃষ্টির লুকোচুরি খেলা। খেলা হবে নয়; এই খেলা মান্ধাতা আমল থেকেই চলছে। এর নেপথ্যে যারা থাকে, তারা জগন্নাথ নয়; তাদের হাত যথেষ্ট লম্বা। কর্তাব্যক্তিদের হাত থাকার পাশাপাশি থাকে হরেক রকম অজুহাত। অনেকে বলেন, এভাবে এত মানুষের পেটে লাথি মারাটা কি ঠিক? বিজ্ঞ মহল থেকে দাবি তোলা হয়, পুনর্বাসনের বন্দোবস্ত করার পরেই হকার উচ্ছেদ বা ফুটপাত দখল-মুক্ত করা উচিত। না হলে শহরে চুরি-ডাকাতি-ছিনতাই বাড়বে। শহরবাসীর জীবন অতিষ্ঠ হয়ে যাবে। এমন ব্যাপারে নানা মুনির নানা মত কর্ণকুহরে প্রবেশ করে। এক্ষেত্রে চাক্কি পিসিং ছাড়া আমরা জনতা জনার্দনের কী বা করার থাকে। বেশি কথা বললে, নিজের চরকায় তেল দেওয়ার মতো উপদেশ শুনতে হয়। যাহোক, একথা অনস্বীকার্য যে, ফুটপাত বে-দখল বা জবরদখল হয়ে যাওয়ায় পথচারীদের বাধ্য হয়েই রাস্তার ধার দিয়ে চলাচল করতে হয়। এর ফলে অনেক সময় পথচারীদের দুর্ঘটনার শিকার হতে হয়। জীবনহানিও হয়। একথা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট যে, সরকার বা প্রশাসনের রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকলে ফুটপাত দখলমুক্ত করা বাঁয়া হাত কা খেল। কিন্তু তারপর কী হবে? কোথাকার জল কোথায় গড়াবে? অগত্যা সরকার ব্যাকফুটে চলে যেতে বাধ্য হন। কেউ বলছে, কর্পোরেট মহলের চাপে ফুটপাতকে হকার বা দখলমুক্ত করার কাজ চলছিল। তাদের যুক্তি, কম পয়সায় কেনাকাটি কিংবা খাওয়া-দাওয়া সেরে নিলে, শপিং মল কি মাছি তাড়াবে? বাবুদের ভূরিভোজ ও রসনাতৃপ্তির জন্য নামিদামি ঝাঁ চকচকে হোটেল- রেস্টুরেন্টগুলো কি ভ্যারেন্ডা ভাজবে? তাই সব দিক বিবেচনা করে সাপও না মরে, আবার লাঠিও না ভাঙে - এমন ব্যালেন্স করে চলতে হয় প্রশাসন ও সরকারকে। কিন্তু এটা তো ঠিক যে, অপারেশন সানশাইন বা ফুটপাত দখলমুক্ত করতে পারলে যানজট অনেকখানি কমে যাবে। এই যানজট মুক্ত করতেই সরকার কোটি কোটি টাকা খরচ করে শহরের বুকের ওপর একের পর এক উড়ালপুল, ফুট ওভার, আন্ডারপাস বা সাবওয়ে কতকিছু বানিয়েছে। তাতেও কিন্তু গণপরিবহনে পর্যাপ্ত গতি আসেনি। মিছিল-নগরী কলকাতার চাক্কা সোম থেকে শনি পুরো জ্যামই থাকে। ধর্মতলা থেকে হাওড়ার মতো ১০-১২ মিনিটের পথ পাড়ি দিতে আধা ঘন্টা বা তারও বেশি সময় ওয়েস্ট হয়। আর এই একবিংশ শতাব্দীতে সবথেকে দামি হল সময়। একটুখানি সময় বাঁচাতে মানুষ কত পয়সা খরচ করে। কিন্তু বিশেষ করে সারাদিনের কাজকাম সেরে বাড়ি ফেরার পথে বাসেই ফ্রেজেড হয়ে যায় অনেকটা সময়। অথচ ঘড়ির কাঁটায় ২৪ ঘন্টাতেই দিন-রাত। এর মধ্যেই সবকিছু সারতে হবে। ফুটপাত হকার মুক্ত হলে মানুষ বা নিত্যযাত্রীরা গণপরিবহনে চড়ে স্বস্তি পাবে। শহরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে। শহরের হাল বা স্বাস্থ্য ফিরবে। মানুষ ফুটপাত দিয়ে পায়ে হেঁটে স্বচ্ছন্দে নির্ধারিত সময়ে স্বল্প দূরত্বে পৌঁছাতে পারবে। কল্লোলিনী কলকাতার অহংকার ও অলংকার রাজনৈতিক মিটিং-মিছিলের জ্বালায় যানজটে আটকা পড়লে মানুষ বাস থেকে নেমে ফুটপাত দিয়ে হেঁটে গন্তব্যে পৌঁছাতে পারবে। পথচারীদের দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর হার কমবে। কিন্তু এলিট বাবুরা তো চারচাকা পার্কিং করে টেরি বাগিয়ে গটমট করে আমিনিয়া, রয়্যালে ঢুকে যাবেন কিংবা শপিং করতে বিগ বাজার, সিটি মার্টে এন্ট্রি নেবেন। আমাদের মতো নিম্নমধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তের আটপৌরে লোকেরা কোথায় যাবে, কোথায় খাবে, কোথায় পটল মুলো ঝিঙে ঢ্যাঁড়স ইত্যাদি খরিদ করবে? সব দিক ভাবতে হবে বৈকি। সরকার তো সবার। বাঙালির-অবাঙালির, ঘটির-বাঙালের সব্বার। আর পাঁচটা বিষয়ের মতো এক্ষেত্রেও মেরিটস-ডিমেরিটস বা ভাল-মন্দ উভয় দিকই আছে। তাহলে করণীয় কী? শুনো হে পাঠকগণ, যাহা করিতে হইবে তাহা এক্ষণে করিলাম বর্ণন। বন্ধ করিতে হইবে ফুটপাত বিক্রি, লিজ বা ইজারা দেওয়া, বন্ধ করতে হবে তোলাবাজি-মাসোহারা, হটাইতে হইবে দালালচক্র, লাগাম পরাতে হবে দুর্নীতিবাজ কাউন্সিলর বা ওয়ার্ড মেম্বারদের দাদাগিরিতে। শোনা যায়, এসব টাকার ভাগ-বাটোয়ারা নাকি অনেক উপরতলা পর্যন্ত চলে যায়। এই অশুভ পরম্পরার অবসান হোক। সবাই মানবিক হোক, সবার শুভবুদ্ধির উদয় হোক, সবাই সংবেদনশীল হোক - এই কামনা করি। তবেই ফুটপাত হবে পাবলিকের, পথচারীদের। সেই সোনালি দিনের অপেক্ষায় রইলাম।

উত্তরবঙ্গের বর্ষাকাল এবং নদী সমূহ

সজল মজুমদার

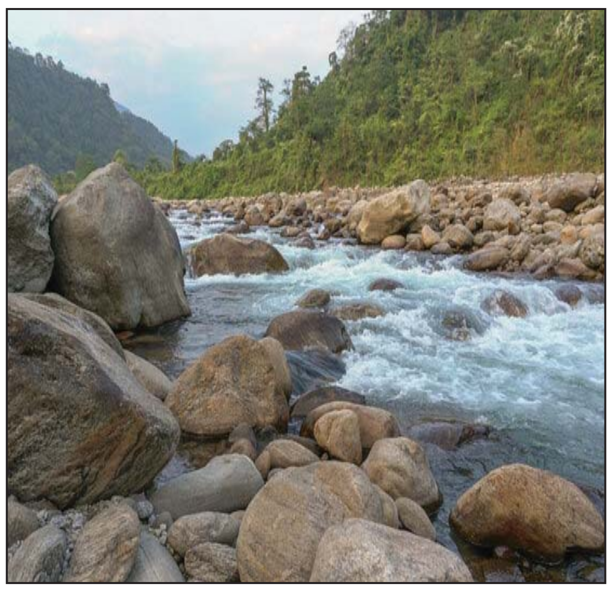

নদীর ধারে বাস,ভাবনা বারোমাস ' - বাস্তবিক অর্থেই কি তাই!!! অথচ মানব সভ্যতার বিকাশ ও কল্যাণ সাধন নদী কেন্দ্রিক সভ্যতাকে ঘিরেই গড়ে উঠেছিল। মায়ের সঙ্গে তার সন্তানের সম্পর্ক যেমন সুনিবিড় ঠিক তেমনি নদীর সাথে মানুষের। নদ নদীকে কেন্দ্র করেই মানুষ কৃষিকাজ, মৎস্য শিকার, শক্তি উৎপাদন, নদী কেন্দ্রিক পর্যটন, কৃষ্টি ও ধর্মীয় সংস্কৃতি চর্চা- প্রভৃতি প্রাচীনকাল থেকে করে আসছে। আবার এই নদীই ভরা বর্ষা ঋতুতে ভয়ংকর রূপ নেয়। আজ্ঞে হ্যাঁ, পশ্চিমবঙ্গের অভিন্ন অন্তপ্রাণ উত্তরবঙ্গ। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে অসংখ্য ছোট বড় নিত্যবহ ও অনিত্যবহ নদী। আত্রেয়ী, পুনর্ভবা, ইছামতি, টাঙ্গন,কুলিক, মহানন্দা, থেকে তিস্তা, তোর্ষা, জলঢাকা, কালজানি, রায় ডাক, সংকোশ এবং এগুলোর নানান শাখা নদী উপনদী উত্তরবঙ্গের প্রাণশক্তিকে প্রাচুর্য ভরিয়ে তুলেছে। উত্তরবঙ্গের আটটি জেলা মিলিয়ে সর্বমোট ২০০ টিরও বেশি নদী সমূহ রয়েছে। উত্তরবঙ্গের অরণ্য অঞ্চল, পাহাড়, ঝরনা, তুষারপাত, স্নিগ্ধ তরাই ডুয়ার্স,এবং উন্মুক্ত আকাশকে সম্পূর্ণতা দিয়েছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা এসব নদীগুলো। বর্ষাকাল চলেই এসেছে ফি বছরের মতো।যদিও প্রতিবারের বর্ষার ধরন, প্রকৃতি আলাদা আলাদা ধরনের হয়ে থাকে। দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ার সাথে হাওয়া বদল ঠিক এখানেই। বর্ষাকাল আসলেই নিত্যবহ নদীগুলো যৌবনাবতী হয়ে পড়ে। অতিরিক্ত জলস্ফীতির কারণে ভাঙ্গন, ধস, হড়পা বান, বাঁধভাঙ্গা বৃষ্টি বর্ষাকাল কে জনসাধারণের কাছে ভয়ঙ্কর করে তোলে। ইলেকট্রনিক এবং প্রিন্ট মিডিয়াতে এই সময়েই, " বর্ষার শুরুতেই বেসামাল উত্তরবঙ্গ" " উত্তরবঙ্গে প্রবেশ করেছে বর্ষা" " উত্তরবঙ্গে একনাগাড়ে চলছে, ভারী বৃষ্টি" " কয়েকদিনের মধ্যেই ফুলেঁ ফেঁপে উঠবে অমুক নদী" " বিপদ সীমার ওপর দিয়ে বইছে জল" " ৪৮ ঘন্টা ধরে অবিরাম বৃষ্টি" " তিস্তা পাড়ের বাসিন্দারা চরম আতঙ্কে" " সিকিম পাহাড়ে ধস নেমে রাস্তা অবরুদ্ধ "- এসব প্রাসঙ্গিক ট্যাগলাইনগুলো সকল জনগণের মনের মধ্যেও যেন ত্রাসের সৃষ্টি করে। বৃষ্টি, বন্যা, এবং ভূমিধ্বস যেন উত্তরবঙ্গের খরস্রোতা চির প্রবাহী নদী গুলোর সমার্থক। পাহাড়ি নদী সংলগ্ন অরণ্য অঞ্চলের বন্যপ্রাণ গুলোও চরম অসহায়তার সাথে জীবন অতিবাহিত করে। অনেক বন্যপ্রাণের জীবন বিপন্নও হয়ে থাকে। ভরা বর্ষার নদীতে উত্তাল জল তরঙ্গের আতঙ্কে নাদিয়ালি মাছের সন্ধানে জেলেরা দুরু দুরু বুকে নৌকা চালিয়ে জীবিকা নির্বাহের তাগিদে, ঝুঁকি নিয়ে মাছ শিকার করে থাকে। উত্তরবঙ্গের বর্ষাকালে নদীর জলস্রোতের বিকট শব্দ যেন নদী পাড়ের বাসিন্দাদের মনের কোণে এক চিলটে ভয়ের জন্ম দেয়। একবার ভাবুন তো, নদী সংলগ্ন কত ভিটে মাটি বর্ষায় নদী গুলো নিজেদের দখলে নিয়ে নেয় প্রায় প্রতিবছর। তথাপি নদী ভাঙ্গন রোখা গেছে কি!!! মালবাজারের হড়পা বানই হোক, কিংবা সিকিম পাহাড়ের ধস, অথবা গজলডোবার তিস্তার ভয়ঙ্কর রূপ - উত্তরবঙ্গে বর্ষাকাল কিন্তু ভয়াবহ। যদিও বৃষ্টিপাতের বিভিন্নতা এক্ষেত্রে রয়েছে। তবে উত্তরবঙ্গের গৌড়বঙ্গ অঞ্চল বর্ষার এই ভয়াবহতা থেকে কিছুটা হলেও ব্যতিক্রমী। এই অঞ্চলেও নদী বাঁধ ভেঙ্গে গিয়ে প্লাবিত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। অতীত ঘাটলেই স্মরণে আসবে। সামগ্রিকভাবে উত্তরবঙ্গের বর্ষাকাল নিছকই বৃষ্টিপাতের আনন্দকে উপভোগ করবার পরিবর্তে অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের অর্থাৎ উত্তরবঙ্গ বাসীদের ক্ষেত্রে দুর্ভোগ হয়ে দাঁড়ায়। বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিশ্ব উষ্ণায়নের সময়ও উত্তরবঙ্গে বর্ষাকাল যেন তার ঝোড়ো ইনিংসের দাপট এখনো বজায় রেখে চলেছে,আগামীতেও থাকবে আশা রাখছি।।

রূপা এখন একা

আহমদ রাজু

ছয়

রায়হান বাড়ি থেকে ছেড়ে যাওয়ায় বেশ খানিকটা স্বস্তি পায় সূচনা বেগম। তিতলিকে এখন নিজের মত ব্যবহার করছে। সে যখন যা বলছে তখন তাই করছে বাধ্য কাজের মেয়ের মতো। সেদিনই তিতলি প্রতিবাদ করার সাহস হারিয়ে ফেলেছিল, যেদিন ছোটভাই তার বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। যে কারণে সে আর প্রতিবাদ করে না এখন। শুধুমাত্র সূচনা বেগম যখন ছোট ভাইকে নিয়ে আজেবাজে কথা বলে তখন আর নিজেকে সামলে রাখতে পারে না তিতলি। তখন দু'কথা শুনিয়ে দিতে দ্বিধাবোধ করে না।

টিউবয়েলের ধারে বসে এটো থালাবাসন মাজায় ব্যস্ত তিতলি। ধীরপায়ে সেখানে আসে সূচনা বেগম। তিতলিকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'আমি বলেছিলাম না, ভাইয়েরা বাড়ি থেকে বের হলেই বোনদের কথা সব ভুলে যায়। আমার কথাতো বিশ্বাস হলো না, এবার নিজের চোখে দেখ। খুবতো ভাই ভাই করতিস।'

ভাবীর এমন ফোড়ন কাটায় কথা না বলে থাকতে পারে না তিতলি। বলল, 'ছোটভাই নিশ্চয়ই কোন কাজ জোটাতে পারেনি এখনও। একটা ব্যবস্থা হলেইতো আমাকে জানাতো।'

'হু, আর জানিয়েছে! দেগগে কোথায়....'

'ভাবী এসব অলুক্ষণে কথা মুখে আনতে তোমার লজ্জা করে না?'

'ও আমি বললে দোষ হয়, না? এতই যদি বোনের প্রতি দরদ থাকে তাহলে এতদিন হয়ে গেল, বোনের খোঁজ খবর নেয়নি কেন শুনি?'

'আজ হোক- কাল হোক ছোটভাই অবশ্যই আসবে। তবে তার সেই প্রতিজ্ঞা পূরণ করে।'

মুখ ঝামটা দিয়ে সূচনা বেগম বলে ওঠে, 'থাক থাক; আর ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখতে হবে না। তোর ভাইয়ের আসার সময় হয়ে গেল। এখন তাড়াতাড়ি রান্না ঘরে যা। সুজনের আবার ফাইনাল পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে। হয়তো দু'একদিনের মধ্যে সেও চলে আসবে। রান্নার যে ছিরি, ছেলেটা আসলে যেন একটু ভাল রান্না হয়।'

ভাবীর এমন অসংলগ্ন কথাবার্তায় শরীর জ্বলে ওঠে তিতলির। সে নিজেকে আর সামলাতে পারে না। বলল, 'রান্না খারাপ হয় আমি জানি, কিন্তু আমি যদি কোনদিন রাঁধতে না পারি তবে সেদিনতো সবাইকে উপোষই থাকতে হবে।'

'উপোষ থাকবো তাহলে তোকে খেতে দিচ্ছি কিসের জন্যে?'

'আমি এ বাড়ির মেয়ে। আর আমি বড় ভাইয়ের রোজগার খাচ্ছি-পরছি। তোমার কিছু নয়। বরং তুমি আমাদের খাচ্ছো-পরছো।'

'মুখ সামলে কথা বলবি তিতলি। এটা আমার স্বামীর বাড়ি।'

'ভাই আগে না স্বামী আগে?'

'স্বামী আগে।'

'তুমি ভুল ভাবছো ভাবী, ভাই-বোনের সম্পর্ক কখনও ছেদ হয় না বুঝলে।'

'যখন চুলের মুঠি ধরে বাড়ি থেকে বের করে দেবো তখন তোর ঐ ভাইও কিছু করতে পারবে না। এ বাড়িটা তোর ভাইয়ের নয়, আমার।'

'আমার বাবার বাড়ি এটা। আর তুমি আমার ভাইয়ের রোজগার খাচ্ছো-পরছো এটা অস্বীকার করতে পারবে না।'

'কী আমাকে খোটা দিস! নিজে কী রোজগার করে খাস? খাচ্ছিসতো আমাদের ঘাড়ে বসে, আবার চেটাং চেটাং কথা। এখনকার বাজারে কেউ কাউকে বসিয়ে বসিয়ে খাওয়ায় না বুঝলি।'

'আমি বসে খায় না; রীতিমত কাজ করে খাই। ভাই বাদ দাও অন্য কোন বাড়িতে এভাবে কাজ করলে তারা আমাকে প্রতিমাসে মাইনে দিয়ে খাইয়ে-পরিয়ে যত্ন করে রাখতো। তারা কথায় কথায় তোমার মতো খোঁটা দিতো না। শুধু পরের বাড়ি যেতে পারিনা তোমাদের কথা চিন্তা করে। আমার কারণে তোমাদের মান-সম্মানের ক্ষতি হোক তা আমি চাই না।'

'খুবতো মান-সম্মানের দোহাই দিচ্ছিস? মান-সম্মান বোঝার যোগ্যতা থাকলে বড় ভাবীর মুখের ওপর এভাবে কথা বলতিস না।'

'আমি বলতে চাইতে কিছু ভাবী; তুমিই আমার মুখ থেকে কথা বের করে নাও।' তিতলি আর কথা না বাড়িয়ে থালা-বাসন নিয়ে রান্না ঘরের দিকে চলে যায়।

'সূচনা এদিকে এসো, দেখে যাও আমি কাকে নিয়ে এসেছি।' নাসির উদ্দিন স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে হাঁক ছাড়ে।

স্বামীর গলা শুনে দৌঁড়ে আসে সূচনা বেগম। 'ওমা, এযে সুজন! তুই কেমন আছিস বাবা? মায়ের কথা এতদিনে মনে পড়লো?'

'মনেতো পড়ে সব সময় মা। কিন্তু পড়াশুনার চাপে আসতে পারিনি। আর তুমিইবা আমার কেমন মা, সন্তানকে দেখতে যাওনা একটি বারের জন্যেও।' বলল সুজন।

'যেতেতো ইচ্ছে করে বাবা; সময় পাইনে যে। এত বড় সংসারটা আমাকেই দেখতে হয়। চারিদিকে নজর না রাখলে কখন কী ঘটে বলা যায় না। এখানে কী আর শত্রুর অভাব আছে? তিতলি আজ একটু ভালভাবে রান্না করিস। আমার সুজন এসেছে।' তিতলিকে উদ্দেশ্য করে বলল কথাটি সূচনা বেগম।

সুজনকে কাছে টেনে নিয়ে সূচনা বেগম আবার বলে ওঠে, 'হ্যারে সুজন, তোর নানা-নানী, মামারা সবাই ভালো আছে তো? কতদিন তাদের দেখিনি।'

'হ্যাঁ, সবাই ভালো আছে।'

'ফুফুকে তো দেখছি না মা। তুমিতো আন্দাজে হুকুম করলে রান্না ভাল করতে। কই সে?'

'সে রান্না ঘরে রান্না করছে।' মুখে তাচ্ছিল্যের ভাব নিয়ে কথাটি বলল সূচনা বেগম।

'আমি ফুফুর সাথে দেখা করে আসি।' রান্না ঘরের দিকে পা বাড়ায় সুজন।

'ফুফু ও ফুফু; কোথায় তুমি? দেখছোনা তোমার সুজন এসেছে। তুমি কী তাকে ভুলে গেছো?'

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসে তিতলি। সুজনের মুখোমুখি হয়ে বলে ওঠে, 'সুজন সোনা আমার; তুই কখন এলি? আয় আমার কাছে আয়।' সুজনকে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে তিতলি।

'এইতো আসলাম। আচ্ছা ফুফু, মনি কাকা কোথায়? তাকে তো দেখছি না।'

'না সোনা; তোর মনি কাকা...।'

ঠোঁট কেঁপে ওঠে তিতলির।

'কী হলো তোমার, কাঁদছো কেন ফুফু? মনি কাকা কোথায় বললে নাতো?'

তিতলি কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলে ওঠে, 'তোর মনি কাকা এ বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে।'

'কোথায় গেছে মনি কাকা?'

'তাতো আমি জানি না সুজন।'

'মনি কাকা কেন চলে গেলো ফুফু? নিশ্চয়ই মা বকেছিল।'

'না বাবা, তেমন নয়।'

'তুমি কোনকিছু লুকায়ো না ফুফু।'

'নারে মানিক। তোর মনি কাকা বেকার ছিল। তাছাড়া নিজের পায়ে না দাঁড়ালে চলবে কেন?'

'তাইবলে সে বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে?'

'বাড়ি ছেড়ে যায়নি। আসলে সে কাজের সন্ধানে বাড়ি ছেড়েছে। কাজ পেলেই ফিরে আসবে।'

'যে বাড়িতে মনি কাকা নেই সে বাড়িতে আমি আর আসবো না। আর কোনদিন আসবো না।'

'ওরে সুজন নারে, তোর মনি কাকা তো আর চিরদিনের জন্যে চলে যায়নি। গেছে কাজের সন্ধানে। টাকা-পয়সা রোজগার করেই আসবে এ বাড়িতে।'

চোখে জল এসে যায় সুজনের। সে দুই হাতের পেছন পাশ দিয়ে চোখ কচলাতে কচলাতে বলল, 'আমি সত্যিই বলছি, এ বাড়িতে আমি আর আসবো না। যেখানে মনি কাকা নেই সেখানে আমাকে মানাবে না।'

'পাগল ছেলে, কাঁদছিস কেন? মনিকাকা নেইতো কী হয়েছে তোর ফুফু কী মরে গেছে? আর কারো জন্যে না হোক তোর এই ফুফু যতদিন বেঁচে আছে ততদিন তোকে এ বাড়ি আসতেই হবে। বল তুই আমার কথা ফেলবি না?'

'আসবো ফুফু; আসবো। শুধু তোমার জন্যেই আসবো এখানে; তোমার এই স্নেহমাখা আঁচল আমি কোনদিন ছাড়তে পারবো না।'

'আমার সোনা ছেলে।'

'আচ্ছা ফুফু, মা তোমাকে দিয়ে বুঝি সারাদিন কাজকর্ম করায়? তোমাকে সারাক্ষণ বকাঝকা করে?'

'না সুজন, আমিতো এখানে দিব্যি আছি। ভাল খাচ্ছি, ভাল পরছি। আর তোর মা তো আমাকে খুব ভালবাসে।'

'না ফুফু, তুমি সবই মিথ্যে বলছো। আমি জানি, মা তোমাকে সারাক্ষণ কষ্টের মধ্যে রাখে। তুমি আমাকে সান্তানা দেবার জন্য এমন বলছো।'

'সুজন, মা সম্পর্কে এমন কথা বলতে নেই। হাজার হোক সেতো তোর মা। যে তোকে এই সুন্দর পৃথিবীতে এনেছেন তার সম্পর্কে এমন কথা ভাবতেও হয় না বাবা।'

'তুমি এতো ভাল কেন ফুফু?'

তিতলি কথা ঘুরিয়ে বলল, 'তোর মামা বাড়ির সবাই ভালো আছো? সেখানে তোর কোন কষ্ট হয়নাতো?'

চলবে...

অন্যদিনের গল্প

শংকর সাহা

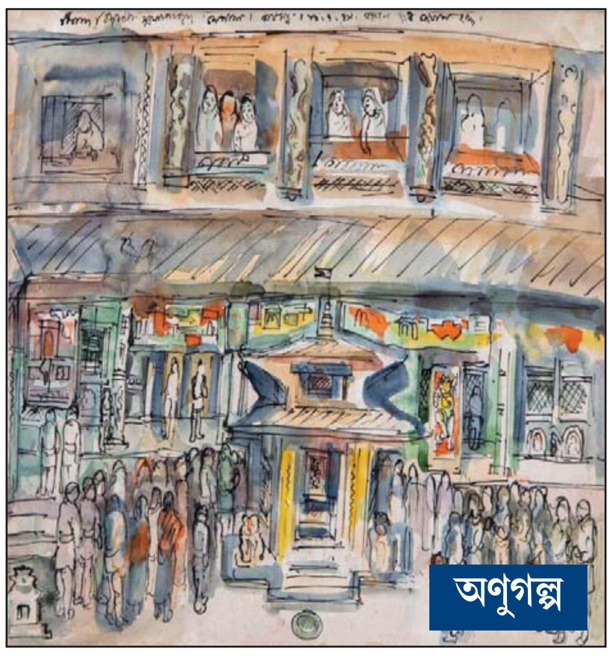

সারদা বিদ্যামন্দিরে একনামে তাকে সবাই চেনে। সকলের কাছে সে শুধু ফটিক না সে যেন ফটিক পন্ডিত। স্কুলের হেডমাস্টার একদিন তো ক্লাসে সবাব সামনে বলেই ফেললেন যে ,তিনি যেন ফটিকের মধ্যে শৈশবের ঈশ্বরচন্দ্রের ছায়া দেখতে পান। সে ফটিক ওরফে ফটিক পুরকাইত। পঞ্চম শ্রেণীতে পড়লেও পড়াশোনার সাথে সাথে বিপদে মানুষের পাশে দাঁড়াতে সে কখনো ভোলেনা। সেইবার স্কুলে যখন বড় বন্যা হয়েছিলো স্কুলের মাস্টার মশাইদের সাথে ফটিকও এগিয়ে এসেছিল অসহায় মানুষদের পাশে। ফটিক বলে," বাবা বলেছেন মানুষের পাশে থাকলে একদিন ভগবানও পাশে থাকবে । স্কুলের সবাই ভালোবাসলেও নিবারণ বাবুর কাছে ফটিক যেন সন্তান তুল্য। হত দরিদ্র ফটিকের পাশে তনি যেন সবসময়ই থেকেছেন। পিতৃহারা ফটিকের দুচোখে স্বপ্নের আভা দেখেছেন নিবারণ বাবু। সেদিন ক্লাসে যেতেই নিবাবণবাবু অবাক হয়ে যান। আজ ক্লাসটেস্ট আর হাজিরা খাতায় ফটিক অনুপস্থিত।সেই ক্লাসের প্রথম তবুও আজ পরীক্ষার দিনে সে এলোনা। জানালার পাশ দিয়ে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকেন তিনি। স্কুল ছুটির পরে ফটিকদের বাড়ির উদ্দেশ্যে সাইকেল নিয়ে বেড়িয়ে পড়ে নিবাবণবাবু। যেতেই পথে ঘনার কাছে জানতে পারে ফটিক বাজারে শাঁক বিক্রি করতে গেছে। বাজারে এসে দূর থেকে নিবাবণবাবুর নজরে পড়ে,প্রতিদিন যেখানে বসে তার মা শাঁক বিক্রি করতো সেখানে অল্প কিছু শাঁক নিয়ে বসে আছে সে। কাছে গিয়ে নিবাবণবাবু জিজ্ঞাসা করেন, "কিরে ফটিক আজ স্কুলে এলিনা,আজ যে তোর পরীক্ষা ছিল? "জানি মাস্টার মশাই। তবে আজ যে আমায় শাঁক বিক্রি করতেই হবে" কেন ফটিক? তোর মা আসেননি আজ? "নিবারণ বাবুর দিকে চেয়ে ক্লান্ত চোখে ফটিক বলে, " তিনদিন ধরে মার খুব জ্বর। শাঁকগুলো বিক্রি করে মার জন্যে ওষুধ কিনতে হবে মাস্টারমশাই" "মাকে খুব ভালোবাসিস না রে ফটিক ?তোকে নিয়ে যে তোর মার খুব স্বপ্ন রে ফটিক? তোকে যে অনেক বড়ো হতে হবে?" ফটিকের দুচোখে অশ্রু ঝরে পড়ে । আকাশে তখন মধ্যগগনে সূর্য। ফটিকের দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে নিবারণবাবু । হঠাতই পেছন থেকে একজন এসে বলে, .." খোকা,ওই শাঁকগুলোর দাম কতো?

বাঁকুড়া জেলা

শীলা সোম

পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলা লাল মাটির দেশ,
শাল পিয়ালের মাতামাতি রয়েছে তার রেশ।
বিহারীনাথের উঁচু শিখর আর যে শুশুনিয়া,
আসেন পর্যটকের দল ভরে সবার হিয়া।
দারকেশ্বর,কংসাবতী, গন্ধেশ্বরী, শিলাবতী
অব্যাহত রয়েছে তাদের বয়ে চলার গতি।
বহু মণিষীর পাদস্পর্শে হয়েছে মাটি ধন্য,
জন্মেছেন মা সারদা মণি, তিনি যে অগ্রগন্য।
বিপ্লবী দের লুকানো ঘাঁটি দেশপ্রেমের শিক্ষা,
বারীন্দ্র, নরেশ, বিভূতিরা নিয়েছেনএই দীক্ষা।
চিত্রকর রামকিংকর আর যে যামিনী রায়,
জন্মেছিলেন বাঁকুড়া তেই, সন্দেহ নেই তায়।
বড়ু চন্ডীদাস জন্মেছিলেন শিল্পী যে কতজনা,
বাঁকুড়ার মাটি হয়েছে ধন্য কথিত আছে নানা।
আছেন মাতা ছিন্নমস্তা, পোড়ামাটির ঘোড়া,
আছে বিষ্ণুপুরের বালুচরী, দাম যদি ও চড়া।
আরো রয়েছে দর্শনীয় স্থান মুকুটমণিপুর,
ঐতিহ্যমন্ডিত বাঁকুড়ার দৃষ্টান্ত যে প্রচুর।

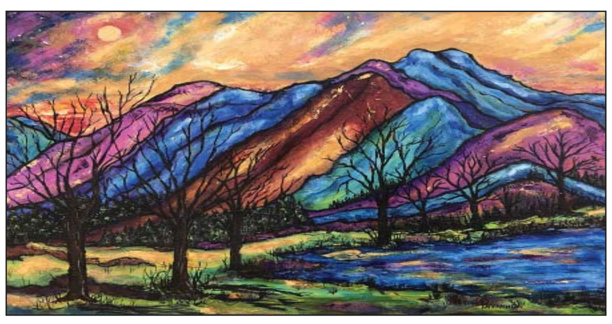

ঝলসানো চাঁদের আলো

সামিম আকতার

ঝলসানো চাঁদ এর আলো
কালো দূর করতে প্রবণতা দেখায় ভালো
ঝলসানো চাঁদে আলো ঝলসে যায়
গুনগুনিয়ে মন চাই চাঁদের আলো মাখি আমার গায়ে ।
পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে
চাঁদের আলো এসে পড়ে,
খুব খেয়ালে হাঁটতে গিয়ে বুঝি
চাঁদের আলো আমায় খুব খুঁজে
আমিও তাঁকে খুঁজি
চাঁদ না বুঝলেও আমি তাকে ভীষন ভাবে বুঝি।

ছড়া-ছড়ি

বৃষ্টি তুমি আসবে কবে

সুচিত চক্রবর্তী

বৃষ্টি তুমি আসবে কবে
বলছো না যে খুলে ?
এই সময়ে বর্ষা আসে
গিয়েছো কি ভুলে ?
বৃষ্টি এখন উত্তরবঙ্গে
চলছে দিবারাত,
দক্ষিণবঙ্গের মানুষগুলির
এখন মাথায় হাত।
চাষবাসের বেশ হচ্ছে ক্ষতি
এভাবে কি চলে?
সবজির বাজার আগুন হবে
শুনছি সবাই বলে।
বৃষ্টি তুমি শোনো এবার
আমরা জানো দীন,
টিনের চাল যে মাথার ছাদ
তাইতো দিশাহীন।
সময়মতো বৃষ্টি এলে
মুখে ফোটে হাসি,
বাংলা মায়ের ঘরে ঘরে
কত গরিব চাষি।

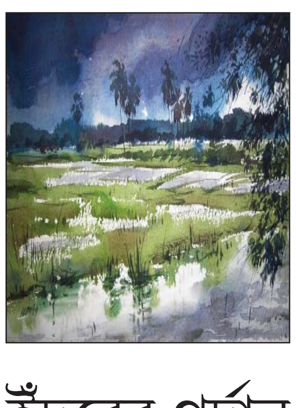

ইঁদুরের গর্দান

রাজীব হাসান

ঘরের কোণে বসে ইঁদুর
কুটুর কুটুর কাঁটে
ভয় পেয়ে তাই বিড়াল মামা
লাফিয়ে যায় খাটে।
কি হলো রে ভেবে বিড়াল
আশেপাশে তাকায়
মিউমিউ শব্দ পেলে ইঁদুর
কাঁটা কাটি থামায়।
খুঁজতে খুঁজতে বিড়াল মামা
পায় ইঁদুরের সন্ধান
সুযোগ বুঝে লাফ দিয়ে সে
নেয় ইঁদুরের গর্দান।

পলাশীর বেলা

সারিউল ইসলাম

ফলে ফুলে ভরে ছিল
মুর্শিদাবাদ শহর
হঠাৎ কোথায় হারিয়ে গেল
গুনতে গুনতে প্রহর।
ক্লান্ত হয়ে সিরাজ তখন
জাফরকে ক্ষমতা দিল
পলাশীর মাঠে গোলাবারুদে
মীর মদন শহীদ হলো।
সিরাজ বুঝলো অনেক পরে
বিশ্বাসঘাতকতার মান
সব হারিয়ে মুর্শিদাবাদে
পালিয়ে বাঁচাও জান।
কাছের সৈন্য কেউ মরলো
কেউ বা পাল্টি খেলো
সিরাজ একা হয়ে তখন
নৌকায় রওনা দিলো।
যুব সিরাজ একলা হলো
কেউ হলো না সঙ্গী
দশ দিন পর শহীদ হলো
মীরন করলো ভঙ্গি।
বাংলার শেষ স্বাধীনচেতা
হারিয়ে গেল হেসে
পরাধীনতা শুরু হলো
ব্রিটিশ এলো দেশে।

আষাঢ়ে বৃষ্টি

নকুল শর্ম্মা

বর্ষারাণী সাজলো দেখো
মেঘের ঘোমটা পরে,
টাপুর টুপুর বৃষ্টির নূপুর
তারই অধর ঝরে।
কালো মেঘের শাড়ি পরে
সাজলো অরূপ সাজে,
অঝোর ধারায় আষাঢ় বৃষ্টি
বজ্র বীণা বাজে।
মরা নদী ভরা স্রোতে
ছুটছে কলকলে,
কূল ভাসিয়ে মেঘের সাথে
মনের কথা বলে।

বর্বরোচিত

হাফিজুর রহমান

জন্তু-জানোয়ার চিরিয়াখানায় বন্দি
মানুষ থাকে না কেন?
মানুষকে-ই বলছে মানুষ, স্বভাবটা
পশুর মতো ঠিক যেন!

পশুর মতনোই যদি মানুষেই হয়
থাকুক না চিড়িয়াখানায়,
দেখতে এসে বলবে দর্শনার্থীগণ
এখানেই ভালো মানায়।

পশু-স্বভাব এখন মানুষের দখলে
লেঙ্গুড়টুকু না থাকলেও,
ভুলতে বসেছে যেন হালাল হারাম
ফিরবে কি কোন কালেও?

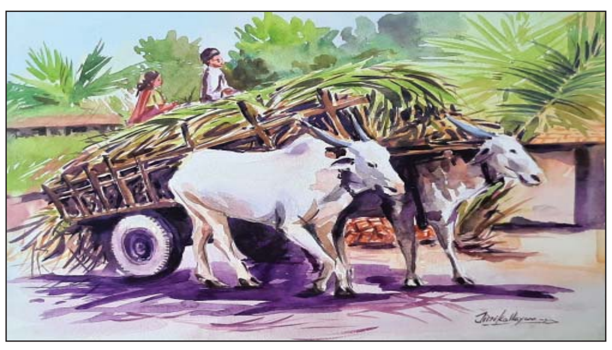

জীবনের কোলাহলে

আনজানা ডালিয়া

জীবনের কোলাহলে আমি একা
দুহাত ধরে পথ চলা হয়তো হবেনা
তবু আশায় থাকি ওই ধূসর পাহাড়টা পেরুবো,
প্রজাপতির পেছনে ছুট দিয়ে পাখনার রঙ ছুঁয়ে এনে টিপ পরার শখটা
রয়েই গেলো।
এমন কত শখ যে আধেক হয়ে আছে,
অপেক্ষায় আছে মমতার সরলতা দেখার,
ভালোবাসার কঠিন সৌন্দর্য দেখা হবেনা
অযাচিত দৃশ্যের জটিলতা কখনও না ফিরুক।

২০২৪ কোপা আমেরিকা

কোয়ার্টারে কলম্বিয়া, বিদায়ের পথে কোস্টারিকা

আপনজন ডেস্ক: প্রথম ম্যাচে ব্রাজিলকে থমকে দেওয়া কোস্টারিকা বড় ব্যবধানে হারলো কলম্বিয়ার কাছে। কোস্টারিকাকে ৩-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে কলম্বিয়ানরা। টানা দুই জয়ে কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত করেছে দেশটি।

আজ সকালে যুক্তরাষ্ট্রের অ্যারিজোনা স্টেট ফার্ম স্টেডিয়ামের ম্যাচে শুরু থেকে আক্রমণাত্মক ছিল কলম্বিয়া। ম্যাচের ৫ম মিনিটে লুইস দিয়াজের দুর্দান্ত হেড গোলবার ঘেঁষে বাইরে দিয়ে চলে যায়। ২০তম মিনিটে দারুণ এক শট নেন জেমস রদ্রিগেজ। তবে কোস্টারিকার গোলরক্ষক প্যাটট্রিক সেকুইরা সেটি লাফিয়ে পড়ে রুখে দেন। ৩১তম মিনিটে কোস্টারিকার গোলরক্ষকের ফাউলে পেনাল্টি পায় কলম্বিয়া। সেই পেনাল্টিকে গোলে পরিণত করেন দিয়াজ। এতে ১-০ গোলে এগিয়ে যায় কলম্বিয়া। এই ব্যবধান নিয়েই বিরতিতে যায় তারা। দ্বিতীয়ার্ধে মাঠে নেমে ব্যবধান বাড়াতে বেশি সময় নেয়নি কলম্বিয়া। ৫৯তম মিনিটে কর্নার কিক থেকে ভেসে আসা বলে দারুণ হেডে গোল করেন ডেভিনসন চেনচেজ। ৩ মিনিট পর দলের ব্যবধান ৩-০ করেন জন করডোবা।

কলম্বিয়ার কাছে হেরে গ্রুপ পর্ব থেকেই বিদায়ের পথে পা বাড়িয়েছে কোস্টারিকা। শেষ ম্যাচে প্যারাগুয়ের বিপক্ষে অন্তত ৪ গোলের ব্যবধানে জিতলে তবেই যদি কিন্তুর প্রশ্ন। ব্রাজিল যদি ৩ গোলের ব্যবধানে কলম্বিয়ার কাছে হারে তবেই কোয়ার্টারে যেতে পারবে কোস্টারিকা। ব্রাজিলের কাছে হার দিয়ে বিদায় নিশ্চিত হয়ে গেছে গ্রুপের অন্য দল প্যারাগুয়েরও।

কোপা আমেরিকায় এরই মধ্যে আর্জেন্টিনা, ভেনেজুয়েলা, উরুগুয়ে ও কলম্বিয়ার কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত হয়েছে। গ্রুপ 'এ' থেকে কানাডা-চিলি ও পেরু এখনও কোয়ার্টারের লড়াইয়ে আছে। 'বি' গ্রুপে কোয়ার্টার লড়াই জমবে মুখোমুখি হওয়া মেক্সিকো ও ইকুয়েডরের মধ্যে। যুক্তরাষ্ট্র ও পানামার মধ্যে এক দল যাবে শেষ আটে।

ইউরোয় মুখোমুখি জার্মানি ও ডেনমার্ক, তোড়জোড় শুরু

আপনজন ডেস্ক: মধ্য ইউরোপের বড় দেশ জার্মানির উত্তর সীমান্তের প্রতিবেশী দেশ ডেনমার্ক। ইউরোর গ্রুপ পর্বে ২৪টি দেশ নিয়ে খেলা শেষে আজ শুরু হচ্ছে শেষ ষোলোর লড়াই। প্রথম দিন দুটি ম্যাচে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে ইতালি ও সুইজারল্যান্ড এবং স্বাগতিক জার্মানির মুখোমুখি হবে প্রতিবেশী দেশ ডেনমার্ক।ইউরো এগিয়ে চলার সঙ্গে জার্মানির গ্রীষ্মকালীন আবহাওয়া জমে উঠেছে।

আবহাওয়া বিভাগ জানাচ্ছে, আগামী ১৪ জুলাই ইউরোর ফাইনাল অবধি জার্মানির আকাশ মোটামুটি রৌদ্রময় থাকবে। জার্মানি গ্রুপ পর্যায়ে তিন ম্যাচের প্রথম দুটিতে জিতলেও শেষ ম্যাচে সুইজারল্যান্ডের সঙ্গে ড্র করে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়। 'এ' গ্রুপে শেষ ম্যাচের দিন বদলি নামা নিকোলাস ফুলক্রুগের শেষ মিনিটের গোলে জার্মানি পয়েন্ট পেয়েছিল।

গ্রুপ 'সি'তে উয়েফার ফেয়ার প্লে র‍্যাঙ্কিংয়ে শেষ পর্যন্ত একটি একক হলুদ কার্ড পার্থক্য তৈরি করে। ডেনমার্ক ও স্লোভেনিয়ার পয়েন্ট একই হলেও, হলুদ কার্ড পার্থক্যতে স্লোভেনিয়ানদের শেষ ১৬-তে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। আর এই হলুদ কার্ড পার্থক্যতেই ডেনমার্ক গ্রুপ 'সি'তে দ্বিতীয় হয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে।বিগত বছরগুলোতে জার্মানি ফুটবল দল আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে তেমন ভালো করেনি। অনেককেই জার্মানিতে বলতে শুনেছি, জার্মান ফুটবল দলের ঐতিহ্য শেষ। যদিও শেষ বলার সময় এখনো আসেনি। জার্মানির ফুটবল দল এ পর্যন্ত ডেনমার্কে বিরুদ্ধে ২৮ ম্যাচ খেলেছে। জার্মানরা জিতেছে ১৫ ম্যাচ, ডেনমার্ক জিতেছে ৮ ম্যাচ। ডেনমার্কের ফুটবল দলকে হেলাফেলা করার কোনো সুযোগ নেই। ৩২ বছর আগে ইউরোর ফাইনালে জার্মানিকে ২-০ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ডেনমার্ক।জার্মানির বিপক্ষে ম্যাচ নিয়ে ডেনমার্কের কোচ ক্যাসপার হিউলমান্দ তাঁর পরিকল্পনা সম্পর্কে বলেছেন।৫২ বছর বয়সী এই কোচ জানিয়েছেন, তাঁর দল চমক ও আত্মবিশ্বাস নিয়ে খেলবে। জার্মানির টেলিভিশনভিত্তিক অনলাইন 'স্পোর্টসচাউ' সংস্করণে হিউলমান্দ যোগ করেন, 'আমাদের দেখাতে হবে আমরা কে! জার্মানিকে ব্যস্ত রাখতে কৌশলের সঙ্গে সাহস ও আস্থা নিয়েই আমরা খেলব। রক্ষণাত্মক হয়ে আক্রমণাত্মক খেলা খেলব।'জার্মান ফুটবল লিগ বুন্দেসলিগায় ইউনিয়ন বার্লিন দলের ডেনিস কোচ বো সভেনসন আজ তাঁর দেশের সঙ্গে জার্মানির খেলা প্রসঙ্গে বলেন, 'খেলাটি জার্মানির জন্য এত সহজ হবে না, কারণ, ডেনমার্ক শেষ ১৫টি আন্তর্জাতিক ম্যাচের মধ্যে মাত্র ১টিতে হেরেছে, তাই জার্মান দলকে সতর্ক থাকা উচিত।' ১৯৯২ ইউরোয় ডেনমার্কের কাছে ২-০ গোলে হারের স্মৃতিচারণা করে তখন জার্মান দলের কোচ বার্টি ফোটস কোলনের 'রাইনিশ পোস্ট' পত্রিকার কলামে লিখেছেন, 'সেবার আমাদের অনেকেই ভেবেছিলেন, চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোনামটি আমাদের পকেটে। সে বছর আমরা স্পষ্ট ফেভারিট ছিলাম। তা সত্ত্বেও আমরা ফাইনালে হেরে যাই। এবার জার্মান দলে ব্যক্তিগত প্রতিভা ও প্রচুর টিম স্পিরিট রয়েছে। এই দলকে নিয়ে আমি এবার আশাবাদী। জার্মানি ফুটবল দলটি খেলার মান দেখিয়েই জিতবে।' শেষ ষোলোর এই ম্যাচ নিয়ে জার্মানির কোচ ইউলিয়ান নাগলসমান গতকাল সংবাদ সম্মেলনে সুসংবাদ দিয়েছেন। সুসংবাদটি হলো, ডেনমার্ক ম্যাচের আগে জার্মান রক্ষণের ভরসা আন্তোনিও রুডিগার সুস্থ হয়ে উঠেছেন। সুইজারল্যান্ডের বিপক্ষে শেষ ষোলোয় উরুতে চোট পেয়েছিলেন রুডিগার।

আজ শনিবার জার্মানিতে সাপ্তাহিক ছুটির দিন। স্থানীয় সময় রাত ৯টায় জার্মান-ডেনমার্ক খেলাটি হবে ডর্টমুন্ড শহরে বৃহত্তর সিগন্যাল ইদুনা পার্ক স্টেডিয়ামে। স্টেডিয়াম দর্শকাসন ৮১ হাজার।

ভিনিসিয়ুস বেশিই উসকানি দেয়, অভিযোগ প্যারাগুয়ে মিডফিল্ডারের

আপনজন ডেস্ক: কোপা আমেরিকায় গ্রুপের প্রথম ম্যাচে গোল করতে পারেনি ব্রাজিল, কোস্টারিকার সঙ্গে মাঠ ছেড়েছিল ০-০ সমতায়। শিরোপা জয়ের প্রত্যাশা নিয়ে টুর্নামেন্ট খেলতে আসা দলের এমন পারফরম্যান্সের পর সমালোচকদের অন্যতম লক্ষ্য ছিলেন ভিনিসিয়ুস জুনিয়র, যিনি ক্লাব ফুটবলে নিয়মিত আলো ছড়ালেও জাতীয় দলে ধারাবাহিক নন। আজ প্যারাগুয়ের বিপক্ষে ম্যাচেই সমালোচকদের জবাব দিয়েছেন ভিনিসিয়ুস। ব্রাজিলের ৪-১ ব্যবধানের জয়ে করেছেন জোড়া গোল। তবে এমন ম্যাচের পর নতুন আলোচনায় ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড। প্যারাগুয়ে মিডফিল্ডার আলেহান্দ্রো রোমেরোর দাবি, মাঠে বেশিই উসকানি দেন ভিনি। তাঁর নিজের খেলায় মনোযোগ দেওয়া উচিত। গোল করার পাশাপাশি ভিনিসিয়ুসের অন্যতম শক্তি বল ড্রিবলিংয়ে। ২৩ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ডের বল নিয়ে কারিকুরি প্রতিপক্ষদের পছন্দ হওয়ার কথা নয়। এ নিয়ে বিভিন্ন সময় মাঠে খোঁচাখুঁচি হতে শুরু করে বর্ণবাদী আচরণের ঘটনাও ঘটেছে অতীতে। প্যারাগুয়ের আলেহান্দ্রো রোমেরো গামারা বলেছেন, প্রতিপক্ষকে উসকে দিতে ভিনিসিয়ুসও কম যান না। আজ কোপা আমেরিকার গ্রুপ পর্বের ম্যাচের মিক্সড জোনে রোমেরো বলেন, 'ভিনিসিয়ুস খুবই ভালো খেলে। তবে মাঝেমধ্যেই সে খুব বেশি উসকানি দেয়। আমি মনে করি, তার নিজের খেলায় মনোযোগী হওয়া দরকার। সে বড় মাপের খেলোয়াড়। সে জানে, ম্যাচে পার্থক্য গড়ে সামর্থ্য আছে তার।' ভিনিসিয়ুস প্রতিপক্ষকে উসকানোর পাশাপাশি রেফারির কাছেও বারবার অভিযোগ দেন বলে জানান এই প্যারাগুয়ে মিডফিল্ডার, 'সে যদি এভাবে অভিযোগ দিয়ে যেতে থাকে, কেউ কিছু একটা করে ফেললে তাকে তখন কাঁদতে হবে।' ব্রাজিল ২ ম্যাচে ৪ পয়েন্ট নিয়ে 'ডি' গ্রুপের দ্বিতীয় স্থানে আছে। ৬ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে কলম্বিয়া, ১ পয়েন্ট নিয়ে কোস্টারিকা। টানা দুই ম্যাচ হেরে গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায় নিশ্চিত হয়ে গেছে প্যারাগুয়ের। গ্রুপে ভিনিসিয়ুসদের পরের ম্যাচ ৩ জুলাই, সকাল সাতটায়।

জার্মানির বিপক্ষে '৯২-এর অনুপ্রেরণা ডেনমার্কের

আপনজন ডেস্ক: ইউরোতে একবারই সাফল্যের মালা পরেছে ডেনমার্ক। ১৯৯২-এর আসরে জার্মানিকে ২-০ গোলে হারিয়ে শিরোপা উৎসব করেছিল ড্যানিশরা। এবারের শেষ ষোলোর লড়াইয়ে সেই জার্মানদের বিপক্ষে ৩২ বছর আগের স্মৃতি ফিরিয়ে আনতে চায় কাসপের হিউমান্দের দল। কাজটা যে সহজ হবে না, সেটাও মানছেন ড্যানিশ কোচ। কারণ জুলিয়ান নাগলসমানের এই জার্মানি আছে দারুণ ছন্দে। গ্রুপ পর্বে তিন ম্যাচে দুটিতে জয় ও একটিতে ড্র করে জার্মানি। অন্যদিকে এখনো জয় পায়নি ডেনমার্ক। তিন ম্যাচেই ড্র করে গ্রুপের দ্বিতীয় দল হয়ে নক আউটে এসেছে তারা।

কিন্তু শেষ আটে যেতে হলে জয় ছাড়া বিকল্প কিছু নেই। তাই শিষ্যদের অনুপ্রাণিত করতে ডেনমার্ক কোচ '৯২-এর গল্পকথা শোনাচ্ছেন। হিউমান্দ বলেছেন, 'যাদের মুখোমুখি হতে যাচ্ছি, তারা শক্তিশালী দল। কিন্তু আমরা লড়তে নামব এবং আশা করি, ১৯৯২-তে যা করেছিলাম, সেই একই কাজ করতে পারব।

ড্যানিশদের সঙ্গে জার্মানদের লড়াইটা পুরনো। যে কারণে তাদের বিপক্ষে কোন কৌশলে খেলতে হবে, তা জানা আছে বলছেন রক্ষণভাগের খেলোয়াড় নিকো শ্লোটারবেক, 'সত্যি বলতে, সব কিছুই জানি। পুরো ম্যাচের পরিকল্পনা, রক্ষণ, আক্রমণ সব।' আজ রাত ১টায় শুরু হবে ম্যাচটি। শেষ ষোলোর আরেক ম্যাচে রাত ১টায় বার্লিনে লড়বে ইতালি ও সুইজারল্যান্ড।

পেরুর বিপক্ষে বিশ্রামে মেসি, নিষিদ্ধ স্কালোনি

আপনজন ডেস্ক: কোপা আমেরিকায় গ্রুপ পর্বে আর্জেন্টিনার শেষ ম্যাচ আগামীকাল বাংলাদেশ সময় সকাল ৬টায়। প্রতিপক্ষ পেরু। এ ম্যাচে অধিনায়ক লিওনেল মেসি ও কোচ লিওনেল স্কালোনিকে পাচ্ছে না আর্জেন্টিনা। চোট পেয়েছেন মেসি এবং এক ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা পেয়েছেন স্কালোনি।

চিলির বিপক্ষে আর্জেন্টিনার সর্বশেষ ম্যাচে চোটের কথা জানিয়েছিলেন মেসি। 'শতভাগ' ফিট না থাকার পরও সে ম্যাচে খেলার কারণ ব্যাখ্যা করেন ইন্টার মায়ামি তারকা। কিন্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষার করার পর মেসিকে এক ম্যাচ বিশ্রাম দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আর্জেন্টিনার কোচিং স্টাফ। ডান পায়ের ঊরুতে চোট পেয়েছিলেন মেসি। চিলিকে ১-০ গোলে হারিয়ে আর্জেন্টিনার কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিতের পর মিক্সড জোনে মেসি বলেছিলেন, 'ম্যাচের শুরুতে ডান পায়ের হ্যামস্ট্রিংয়ে অস্বস্তি অনুভব করি। শক্ত হয়ে আসছিল। যতটা নমনীয় থাকে তেমন ছিল না। তবে ম্যাচটি শেষ করতে পেরেছি। সামনে কী হয় দেখা যাক।'

পেরুর বিপক্ষে ম্যাচে মেসিকে বসিয়ে রাখার ব্যাপারে আর্জেন্টিনা দলের সহকারী কোচ ওয়াল্টার স্যামুয়েল বলেছেন, 'সর্বশেষ ম্যাচে লিওর একটু সমস্যা হয়েছে। সে এই (পেরু) ম্যাচটা খেলতে পারবে না। (চোটের) কতটা উন্নতি করে, সেটা বুঝতে আমরা দিনের পর দিন তাকে পর্যবেক্ষণ করব।' কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে মেসিকে পাওয়ার প্রত্যাশায় রয়েছে আর্জেন্টিনা। চিলির বিপক্ষে ম্যাচে বিরতির পর দেরিতে মাঠে ফেরার অপরাধে স্কালোনিকে এক ম্যাচ নিষিদ্ধ করেছে দক্ষিণ আফ্রিকা ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা কনমেবল। পেরুর বিপক্ষে তাই ডাগআউটে দেখা যাবে না আর্জেন্টিনা কোচকে। স্কালোনির জায়গায় কোচের ভূমিকায় পাবলো আইমার অথবা রবার্তো আয়ালাকে দেখা যেতে পারে।

কনমেবল মনে করে, কোপা আমেরিকার নিয়মে ১০৪ ও ১৪৫ নম্বর ধারা ভেঙেছেন স্কালোনি। এ দুটি ধারায় বলা হয়েছে, বিরতির পর খেলা শুরু করতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দুটি দলকে মাঠে থাকতে হবে। স্কালোনিকে নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার পাশাপাশি আর্জেন্টিনা দলকে ১৫ হাজার ডলার জরিমানাও করা হয়েছে। স্যামুয়েল এ নিয়ে বলেছেন, 'তিনি (স্কালোনি) একটু তিক্ত পরিস্থিতির মধ্যে আছেন। কারণ, আমরা নিজেদের সঠিক কোচিং স্টাফ বলে মনে করে এসেছি। ছয় বছরে আমরা প্রায় কখনোই এমন নিষেধাজ্ঞার সম্মুখীন হইনি। কিন্তু এখন তার তিক্ত লাগাই স্বাভাবিক। আগামীকাল তিনি দলের সঙ্গে থাকতে চেয়েছিলেন।'

স্কালোনির মতো চিলি কোচ রিকার্দো গারেকাও বিরতির পর মাঠে দেরিতে ফেরায় এক ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা পেয়েছেন। ২ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট নিয়ে 'এ' গ্রুপের শীর্ষে আর্জেন্টিনা। সমান ম্যাচে ৩ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় কানাডা, ১ পয়েন্ট পেয়ে তৃতীয় চিলি এবং পেরুও ১ পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ।

টি-২০ বিশ্বসেরা ভারত

▶ *প্রথম পাতার পর*

পান্ডিয়ার করা ১৭তম ওভারে ক্লাসেন কট বিহাইন্ড হলেও ম্যাচ তখনো প্রোটিয়াদের হাতের মুঠোয়। ২৭ বলে ২টি চার ও ৫টি ছক্কায় ৫২ রানে থামে ক্লাসেনের ইনিংস। ম্যাচের মোড় ঘুরতে থাকে সেখান থেকেই। ক্লাসেনের বিদায়ের পর প্রোটিয়াদের চেপে ধরেন বুমরা। শেষ স্পেলে ২ ওভার বল করে তিনি রান দিয়েছেন মাত্র ৬, উইকেট নিয়েছেন একটি। তবু মিলার টিকে থাকায় স্বপ্ন দেখছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। কিন্তু শেষ ওভারে জয়ের জন্য যখন ১৬ রান দরকার, তখন হার্দিক পান্ডিয়ার বলে আউট হলে থামে মিলারের ১৭ বলে ২১ রানের ইনিংস।এর আগে ভারত ইনিংসের শুরুতেই রোহিত ও ঋষভ পন্তের উইকেট হারায়। বাঁহাতি স্পিনার মহারাজের সাহসী ও কৌশলী বোলিংয়ে ৫ বলে ২টি চারে ৯ রান করার পরই দারুণ ফর্মে থাকা আউট হন রোহিত। দ্বিতীয় উইকেটের জন্য বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়নি মহারাজকে। ওই ওভারেরই শেষ বলে তাঁর ফ্লাইটের জালে আটকান পন্ত (০)। ভারতের রান তখন ২ ওভারে ২৩/২। জোড়া উইকেটের পতনে ভারতের রানের গতি কমে আসে। কোহলি ধরে খেলা শুরু করেন। সঙ্গে মাত্রই ক্রিজে আসা সূর্যকুমার যাদব। পরের দুই ওভারে রান আসে মাত্র ৯। পঞ্চম ওভারে এসে রান বাড়ানোর চেষ্টা করতে গিয়ে আউট হন সূর্যকুমার। কাগিসো রাবাদার বলে পুল করতে গিয়ে ক্যাচ আউট দেন তিনি (৩)। ৩ উইকেট হারানোর পর পাওয়ারপ্লেতে বেশি দূর এগোতে পারেনি ভারত। ৬ ওভারে ৩ উইকেটে ৪৫ রান করে ভারত।

মাঝের ওভারে অবশ্য ভারতীয়রা শুরুর ধাক্কা ভালোভাবেই সামলে নেয়। কোহলির সঙ্গে বাঁহাতি-ডানহাতি সমন্বয়ের জন্য অক্ষর প্যাটেলকে ক্রিজে পাঠানো হয়েছিল। চার-ছক্কা মেরে কোহলির ওপর চাপ কমানোর চেষ্টা করেন তিনি, রান রেট নিয়ে যান ৭-এর ওপারে। ইনিংসের ১৪তম ওভারে রানআউট হয়ে যান প্যাটেল। তবে ৩১ বলে ১টি চার ও ৪টি ছক্কায় সাজানো ৪৭ রানের দুর্দান্ত ইনিংসটি ভারতীয় ইনিংসের ছবিটাই দেয় পাল্টে।

কোহলি টিকে ছিলেন ১৮.৫ ওভার পর্যন্ত। ৪৮ বলে অর্ধশত করলেও তিনি ইনিংস শেষ করেছেন ৫৯ বলে ভারতীয় ইনিংসের সর্বোচ্চ ৭৬ রান করে। ৬টি চার ও ২টি ছক্কা ছিল তাঁর ম্যান অব দ্য ম্যাচ হওয়ার ইনিংসে। শিবম দুবের ব্যাট থেকে এসেছে ১৬ বলে ২৭ রান। তাতেই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালে সর্বোচ্চ রানের রেকর্ডে পৌঁছে যায় ভারত।

এমন স্মরণীয় ম্যাচ শেষে গুরুত্বপূর্ণ একটা সিদ্ধান্তও জানিয়ে দিয়েছেন কোহলি—আর খেলবেন না আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট। অন্যদিকে সম্ভাবনা জাগিয়েও দক্ষিণ আফ্রিকা আবারও দেখাল চাপের মুখে এখনো আগের মতোই ভেঙে পড়ে তারা।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ভারত: ২০ ওভারে ১৭৬/৭ (কোহলি ৭৬, অক্ষর ৪৭, দুবে ২৭; মহারাজ ২/২৩, নর্কিয়া ২/২৬, রাবাদা ১/৩৬)

দক্ষিণ আফ্রিকা: ২০ ওভারে ১৬৯/৮ (ক্লাসেন ৫২, ডি কক ৩৯, স্টাবস ৩১; পান্ডিয়া ৩/২০, বুমরা ২/১৮, অর্শদীপ ২/২০)

ফল: ভারত ৭ রানে জয়ী।

ম্যান অব দ্য ম্যাচ: বিরাট কেহালি।

ম্যাচ অব দ্য টুর্নামেন্ট: যশপ্রীত বুমরা।

এরশাদ হত্যার প্রমাণ লোপাট

▶ *প্রথম পাতার পর*

অন্যদিকে, বেলগাছিয়ার ১/৭ জীবনকৃষ্ণ রোড ঠিকানায় ভাড়া বাড়িতে থাকতেন এরশাদ। পরিবার বলতে তার স্ত্রী সালমা বিবি, দুই সন্তান এশরাদ পরভিন ও ছেলে ওয়াকার আলম এবং এরশাদের দিদি মদিনা বেগম। মাসে ১০০ টাকা ভাড়া দিয়েই কোনওরকমে গলির মধ্যে ধাকা ছোট্ট ঘরে দিন গুজরান করতেন। পরিবারের উপার্জনকারী বলতে ছিলেন একা এরশাদ। তার মৃত্যুতে অথৈ জলে স্ত্রী সালমা বিবি। । সালমা বিবির চিন্তা কি করে দুই সন্তানের মুখে অন্ন জোটাবেন। আর কি করেই বা মাস গেলে ১০০ টাকা ঘর ভাড়া মেটাবেন। তার স্বামী এরশাদের নির্মম মৃত্যু শোরগোল ফেলে দিলেও এখন মুখ্যমন্ত্রী কিংবা রাজ্য সরকারের তরফে কোনও ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করা হয়নি। তবে, এই মৃত্যু নিয়ে রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়ে গিয়েছে। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরি সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। মনে হচ্ছে আইনশৃঙ্খলা প্রশাসনের হাত থেকে সরে যাচ্ছে।

কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম গণপিটুনির ক্রমবর্ধমান ঘটনা প্রসঙ্গে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন, 'মানুষ ধৈর্য হারিয়ে ফেলছে, পুলিশ পর্যন্ত যাওয়ার মানসিকতাই নেই। ঘটনা ঘটেছে, এক্ষুনি কিছু করতে হবে। এটা অত্যন্ত বিপজ্জনক এক সঙ্কেত। আমি সাধারণ মানুষকে বলব, আইন নিজের হাতে নেবেন না। এটা পুলিশের ব্যর্থতা নয়। তার জন্য একটা মাস কাউন্সেলিং দরকার।

তবে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখনও এ বিষয়ে কোনও মুখ খোলেননি। সঙ্গত কারণে তাই প্রশ্ন উঠছে, এরশাদ আলম হত্যার খুনিদের কি বিচার হবে? এরশাদ আলম কি ন্যায় বিচার পাবেন? এই ঘটনা স্মৃতি ্শউসকে দিয়েছে বছর আগে, ২০১৪ সালে নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজের হস্টেলে ভিক্ষাবৃত্তি করা ও মানসিক ভারসাম্যহীকন কোরপান আলিকে হত্যার।

কোরপান আলিকে মোবাইল ফোন চুরির সন্দেহে ডাক্তারি পড়ুয়ারা পিটিয়ে খুন করেছি। সেই ঘটনার প্রায় পুনরাবৃত্তি বৌবাজারের সরকারি হস্টেলে এরশাদ আলমকে পিটিয়ে মারার ঘটনা। এখনও কোরপান আলির ঘাতকদের বিচার হয়নি, হয়নি কোনও শাস্তি। বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কেঁদে চলেছে। এরশাদ আলম খুনের ঘটনা তাকেই হয়ত অনুসরণ করে চলবে।

ব্যালন ডি'অর দৌড়ে দুই সতীর্থকে এগিয়ে রাখলেন নেইমার

আপনজন ডেস্ক: আগামী ২৪ অক্টোবর প্যারিসে দেওয়া হবে ব্যালন ডি'অর পুরস্কার। চূড়ান্ত ঘোষণার আগে অবশ্য নানা জল্পনাকল্পনা শুরু হয়েছে এই পুরস্কারকে ঘিরে। কে হচ্ছেন এবারের বিজয়ী? এরই মধ্যে বর্তমান-সাবেক অনেক তারকা নিজেদের পছন্দের সেরা তারকা বেছে নিয়েছেন। সে ধারায় এবার ব্যালন ডি'অর জয়ের দৌড়ে নিজের পছন্দের চার খেলোয়াড়ের কথা জানালেন নেইমার।

ক্লাব ফুটবল শেষে খেলোয়াড়রা ব্যস্ত ইউরো ও কোপা আমেরিকার লড়াইয়ে। এরই মধ্যে ক্লাব ফুটবল দিয়ে ব্যালন ডি'অর জয়ের দৌড়ে ওপরের দিকে উঠে এসেছে ভিনিসিয়ুস জুনিয়র, জুড বেলিংহাম ও কিলিয়ান এমবাপ্পের নাম। তবে ইউরো ও কোপা আমেরিকার পারফরম্যান্স দিয়ে চূড়ান্ত হবে বিজয়ীর নাম।

ব্যালন ডি'অর জয়ে ফেবারিট কারা, ব্রাজিলিয়ান সাংবাদিক ইসাবেলা পাগলিয়ারি নেইমারের কাছে জানতে চাইলে নিজের পছন্দের চার খেলোয়াড়ের কথা জানান নেইমার।

তার মতে,'ভিনিসিয়ুস থাকবে প্রথমে, এরপর রদ্রিগো ও বেলিংহাম যৌথভাবে থাকবে দুইয়ে। আর এমবাপ্পে তৃতীয় স্থানের জন্য লড়াই করবে।'

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**